ইসলামী ব্যাংকিং
পূর্বশর্ত
ইসলামী ব্যক্তিত্ব

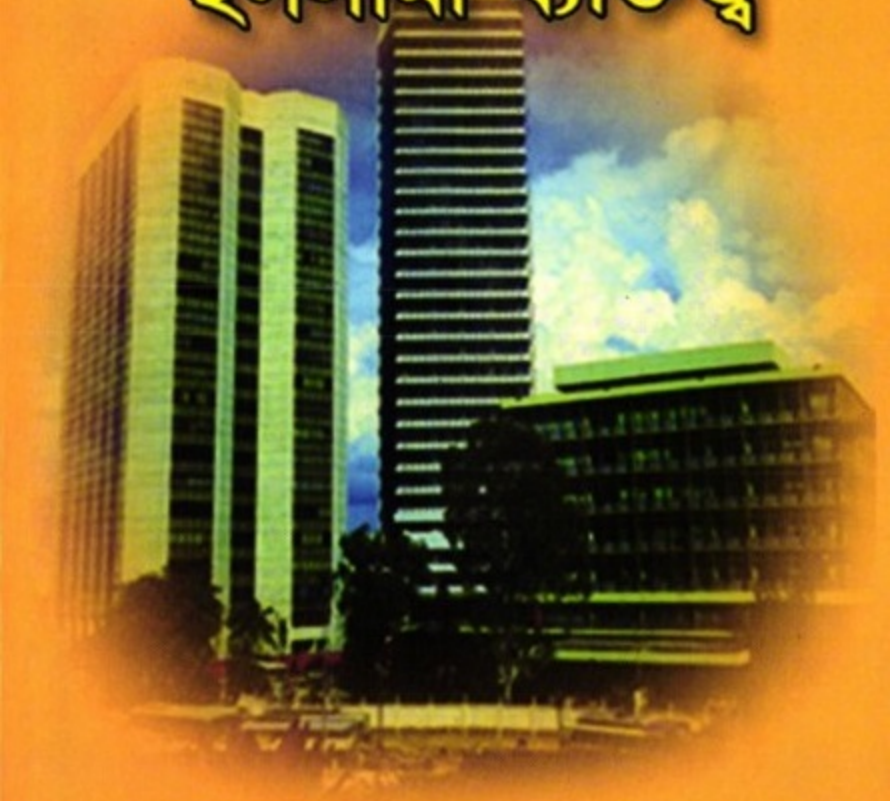

কাজী ওমর ফারুক

ইসলামী ব্যাংকিং
পূর্বশর্ত
ইসলামী ব্যক্তিত্ব

কাজী ওমর ফারুক

সম্পাদনায়
মোঃ কবীর হোসেন

আহসান পাবলিকেশন
বাংলা বাজার ❖ কাটাবন ❖ মগবাজার

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব

কাজী ওমর ফারুক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

গ্রন্থস্বত্ব লেখকের

প্রকাশকাল
শাবান, ১৪২৭
সেপ্টেম্বর, ২০০৬
আশ্বিন, ১৪১৩

মুদ্রণে
আনমন নিউ অফসেট প্রেস
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

Islami Banking Purba Sharta Islami Baktitta by Kazi Omar Faruk, Edited by Md. Kabir Hossain, SVP, Islami Bank Bangladesh Ltd. Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus. Price Tk. 100.00 only. US $ 3.

www.pathagar.com

যে সকল বিজ্ঞজন বইটি রিভিউ করেছেন

মাওলানা উবায়দুল হক
খতীব
বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
সম্পাদক
মাসিক মদীনা

জনাব নজরুল ইসলাম এফ সি এ
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

অধ্যাপক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সৌদি আরব

ডঃ হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক স্টাডিজ এণ্ড দাওয়া
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি

মাওলানা রূহুল আমীন খান
নির্বাহী সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব

জনাব মোঃ আব্দুস সবুর
এ ভি পি
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.pathagar.com

অভিমত

সুদের লেনদেন ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন পাকে মহান আল্লাহ্ পাক সুদখোরদের ব্যাপারে কঠিনতম হুঁশিয়ার বাণী উল্লেখ করেছেন। এমনকি সুদখোরদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণাও কুরআন পাকে বিবৃত হয়েছে। রাসূল আকরাম সা. সুদ দাতা, গ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশাপ দিয়েছেন এবং সকলকে সমান অপরাধী বলেছেন। অধিকন্তু সুদকে একটি বিশেষ নিকৃষ্ট অপরাধের সাথে তুলনা করে তার সত্তর গুন গুনাহের কথা বলেছেন। অতএব, একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য সুদের লেনদেনের সাথে কোনভাবেই জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।

আধুনিককালে সুদের অভিশাপ হতে বাঁচার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের আলেম সমাজ ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর কাজ করে যাচ্ছে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, যে সকল ইসলামী মনীষী এর উপর গবেষণা করেছেন এবং বর্তমানেও শরীয়া বোর্ডে কাজ করছেন তারা ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ইসলামসম্মত করার লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করছেন, কর্মসূচী ও পরিকল্পনা দিচ্ছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনান্তে ইসলামী দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন– এ সকল দিক নির্দেশনার আলোকে ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত হলে ব্যাংকের লেনদেন হালাল হবে। অপরদিকে শরীয়া বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার বাইরে গিয়ে কাজ করলে সুদ ও সন্দেহজনক আয়ের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে।

একটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া বোর্ড ব্যাংকটিকে শরীয়ার মধ্যে থেকে চলার পথ বলে দিতে পারে এবং মুরাকিবদের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে গতিবিধি সীমিত আকারে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কিন্তু নির্দেশিত পথে চলা নির্ভর করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সকল স্তরের জনশক্তির আন্তরিকতার উপর। কারণ, তারাই এ সকল নীতির বাস্তবায়ন করেন। তারা যদি এ সকল নীতির বাস্তবায়ন না করে কৃত্রিমভাবে কাগজপত্র তৈরী করে রাখেন তবে মুরাকিবদের পক্ষেও সম্ভব নয় লেনদেনটি হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায় সম্পন্ন হল তা চিহ্নিত করা। সুতরাং লেনদেনটি হালাল পদ্ধতিতে সমাপন নিশ্চিত করতে ব্যাংকের জনশক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মুত্তাকী হওয়া উচিত। জনশক্তির মধ্যে যদি আল্লাহর ভয়-

www.pathagar.com

ভীতি না থাকে তা হলে শরীয়া বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন হবে না। ফলে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটবে।

পুস্তকটিতে ইসলামী ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের অপরিহার্যতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলেও সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুদ কি এবং তার সাথে জড়িত হওয়ার পরিণাম, ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিচিতি, কার্যক্রম ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে শরীয়ার নীতি পরিপালন না করার কারণে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটার প্রক্রিয়া ও ফলাফল ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। একজন মুসলমান যাতে করে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকের চেয়ারে বসে শরীয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাসূল (সা)-এর অভিশাপ এবং আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষণাকৃত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে না যায় তার জন্য খোদাভীতি সৃষ্টির উপযোগী তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় তা পাঠে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকের জনশক্তি, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট সকলে শরীয়া লঙ্ঘনে বিরত থাকতে পারবেন। তাছাড়া পুস্তকটিতে শরীয়া লঙ্ঘনের ছিদ্রপথসমূহ চিহ্নিত এবং উহা বন্ধ করার প্রক্রিয়া ও সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে।

আমি মনে করি বইটি পাঠে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকের পরিচালক, ব্যাংকার, ব্যাংকের গ্রাহক, আমানতকারীসহ সকল স্তরের মানুষ উপকৃত হবে। আমি দোয়া করি আল্লাহ্ যেন লেখককে তার অজান্তে থেকে যাওয়া ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা করে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং সুদের ভয়াল গ্রাস হতে তাঁর বান্দাদেরকে বাঁচার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাওলানা উবায়দুল হক
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
ঢাকা।

www.pathagar.com

অভিমত

ইসলামী ব্যাংকিং এক সময় কিছু লোকের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে বর্তমানে জ্বলন্ত বাস্তবতা। বিগত তিন দশকের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলসহ পাশ্চাত্যের বহু দেশেও ইসলামী ব্যাংক এর প্রচলন হয়ে গেছে এবং আশাতীত সাফল্যের সাথে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যাংকিং (সুদমুক্ত) বলতে যা বোঝায় তা প্রথমে মুসলমানদেরই আবিষ্কার ছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিরাট তহবিল সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাগদাদ ও কুফার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ঘটানোর মত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এ ঘটনা আমাদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস!

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংকিং আশাতীত সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই সাফল্য সাময়িক কিনা, এ বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। আসলে ইসলামী চরিত্রে নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মী ছাড়া এই ময়দানে পরিপূর্ণ সাফল্য আশা করা যায় না। জনাব কাজী ওমর ফারুক এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেই 'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব' নামক পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। আমি এই মূল্যবান বইটির পাণ্ডুলিপি দেখেছি। দোয়া করি আল্লাহ পাক লেখকের শ্রম সফল করুন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক
মাসিক মদীনা

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

অর্থনৈতিক বিষয়াবলী মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি পরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। উক্ত পরিধির মধ্যে থেকে জীবিকার্জন করা প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষের জন্য ফরয। একজন মুসলিম হালাল পন্থায় অর্জিত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে পরকালের জন্য পাথেয় অর্জন করতে পারে। এমনকি পরিবারের জন্যও যা কিছু ব্যয় করা হবে তাও সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। অপরদিকে তাঁর উপার্জন যদি হয় হারাম পন্থায় তবে তাঁর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়, যাকাত এবং কোন আর্থিক ইবাদতই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। এমনকি তার পরিহিত পোশাক ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার মধ্যে আংশিক হারাম অর্থ থাকলেও তার নামায কবুলযোগ্য হবে না। সুতরাং পরকালীন মুক্তির জন্য হালাল পন্থায় উপার্জন অপরিহার্য।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাংকের সহযোগিতা গ্রহণ হয়ে পড়েছে অপরিহার্য। অথচ সুদভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে বা সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকুরী করে হালাল উপার্জন সম্ভব নয়। আর তাই ইসলামী স্কলারদের নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে এটি ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী আন্দোলন।

যে কোন আন্দোলন সফল হওয়ার শর্ত হলো আন্দোলনকারীগণ যে জিনিস প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার বাস্তব প্রতিফলন তার কর্মীদের বিশ্বাস ও আচরণে প্রতিফলিত হওয়া। আর তাই যারা ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত এবং যারা ইসলামী ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করছেন তাদের সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পূর্ণরূপে শরীয়াসম্মত হওয়া উচিত। এতে করে তারা নিজেদের জন্য হালাল উপার্জনের সংস্থান করতে পারবেন এবং পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কল্যাণ লাভে সক্ষম হবেন। অধিকন্তু এর কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে মানুষ এদিকে এগিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি নিজেরাই শরীয়া পরিপন্থী কাজ করতে থাকেন তবে তার কর্ম দ্বারা যেমন হালাল উপার্জন সম্ভব নয় তেমনি এ আন্দোলনও তার ভূমিকা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। সুতরাং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত সকলের এ বিষয়ে সুক্ষ্ম সচেতনতার সাথে কাজ করা জরুরী। এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা। এ পুস্তিকাটিতে সুদ, সুদী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকের বাস্তব সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে। আশা করি পুস্তিকাটি পাঠে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ইসলামী শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে সচেতনতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

মোঃ কবীর হোসেন
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামে মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে সুদ অন্যতম। আর এ সুদকে উপজীব্য করেই সৃষ্টি হয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার। স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানদের জন্য এ সকল ব্যাংকের সেবা গ্রহণ বা এ সকল ব্যাংকের সাথে প্রযুক্ত হওয়া সমীচীন নয়। কেননা এ সকল ব্যাংকে টাকা জমা রেখে সুদ গ্রহণ না করা বা ঋণ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাদের সাথে লেনদেনের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ অর্জনে এ সকল ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা করা হয়। অপরদিকে বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আর্থিক নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক সহজ লেনদেনসহ বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। একদিকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ সুদ পরিত্যাগ করা না হলে জাহান্নামের ভয় অপরদিকে বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ– এই উভয়বিধ সমস্যা মুসলমানদের জন্য ভাবনার বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কালামে হাকীমে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান ইসলামে থাকা অবধারিত। প্রয়োজন শুধু চিন্তা গবেষণা করার। হলোও তাই। মুসলমানরা যখন এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করল দেখা গেল ইসলাম এ সকল সমস্যা সমাধানের বৈধ পন্থা রেখেছে। সুদ পরিত্যাগ করে ইসলাম অনুমোদিত পন্থায় মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী চিন্তাবিদগণ শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার নমুনা তৈরী করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমানগন আশ্বস্ত হন এ জন্য যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ সুদের অভিশাপ হতে মুক্ত থেকে মুসলমানরা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করে নেয় এবং স্বল্প সময়েই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সফলতা প্রতিভাত হয়। ফলে অনেকেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে আবার কোন কোন সুদভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী কাউন্টার বা ইসলামী শাখা নামে শাখা খোলে ও ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের কথাও ঘোষণা করে। এতে করে আপাতঃ দৃষ্টিতে সংখ্যাগত দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং এর বেশ উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রশ্ন হল এ সংখ্যাগত উন্নতি দ্বারা কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে?

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সুদ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যদি সুদ থেকে বেঁচে থাকা যায় তবে উদ্দেশ্য সফল হলো আর সুদ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হলে উদ্দেশ্য অর্জিত হলো না। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে সকল পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করা

www.pathagar.com

হলে সুদ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আর উক্ত পথসমূহ অনুসরণের পরিবর্তে সুবিধামত বা ইচ্ছামাফিক পথে লেনদেন করতে থাকলে শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকেও সুদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। ফলে কার্যত সুদী ব্যাংকের সাথে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না।

বর্তমানে যে সকল ব্যাংক শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক হওয়ার ঘোষনা দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে সমীক্ষায় দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়ার নীতি পূর্ণমাত্রায় পরিপালন করছে না। অধিকন্তু শরীয়া অডিট ফেস করার জন্য কৃত্রিমভাবে কিছু কাগজপত্র তৈরী করে রাখে। ফলে ব্যাংকের আয়ের মধ্যে অবাধে সুদ প্রবাহিত হয়ে থাকে। যার অপরিহার্য পরিণতি বিরাট বিপর্যয়।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথমেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের মানুষগুলোকে সত্যিকার ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সামনে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য উপস্থাপন করে এ বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট করে শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে তাদের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া শরীয়া লঙ্ঘনের ছিদ্র পথগুলোও বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা মনে করি ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তা, ব্যাংকার ও গ্রাহকদের সামনে এ সমস্যাটি তুলে ধরা ও তার সমাধানে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা জরুরী। আর তাই এ পুস্তিকাটি রচনা করার তাগিদ অনুভব করছি। স্বল্প সময়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখতে গিয়ে ভুল থাকার বিষয়ে সংকিত থাকা স্বাভাবিক। তবে পুস্তকটির ভুলভ্রান্তি যতটুকু সম্ভব দূর করার লক্ষ্যে বিজ্ঞজনের শরণাপন্ন হয়েছি এবং তাঁদের সুপারিশ অনুসারে সংশোধন করেছি। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর সম্মানিত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহতারাম মোঃ কবীর হোসেন বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে সংশোধন করেছেন। তথাপিও যদি কোন সহৃদয় পঠকের দৃষ্টিতে ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে বা পুস্তকটি উন্নত করার মত সুন্দর সুপারিশ থাকে মেহেরবানী করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আপনার এ সহযোগিতার কারণে যদি একটি উন্নত পুস্তক মানুষকে উপহার দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় আশা করা যায় আপনিও এর উত্তম প্রতিদান মহানুভব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেতে পারেন।

মহান আল্লাহ্ পাক ইসলামী ব্যাংকসমূহকে পরিশুদ্ধ করুন এই প্রত্যাশায়–

কে. এস. ওমর ফারুক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ব্যাংকের গোড়ার কথা	১৩-১৭
প্রথাগত ব্যাংকের কার্যক্রম	১৮-২৫
মুসলিম হিসেবে প্রথাগত ব্যাংকের সেবা গ্রহণের ভয়াবহতা	২৬-৫০
সুদ কি? সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী, সুদের ভয়াবহতা, একজন ঈমানদার তার মৌলিক পরিচয় হারায়, সুদ সংশ্লিষ্টদের পরকালীন অবস্থা, পার্থিব জীবনে সুদের পরিণাম, কর্মবিমুখতা বৃদ্ধি, সমাজের নিঃস্ব শ্রেণীর ক্রমবৃদ্ধি, সুদের ভারে শিল্প কারখানার বিনাশ, দরদী সমাজ গঠনের অন্তরায়, হীন মানসিকতার সৃষ্টি, সুদখোরের অর্থনৈতিক ঝুঁকি, সুদের সামগ্রীক অর্থনৈতিক কুফল	
সমস্যার ইসলামী সমাধান	৫১-৬১
ইসলামী যুগের ব্যবস্থা, অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা, বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস, ব্যক্তিগত আমানত, অর্থ সংস্থান, ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান, কর্জ আরিয়া, যাকাত, ব্যবসায়িক অর্থ সংস্থান, ব্যক্তিগত মূলধন, অংশীদারিত্বে ব্যবসা, মুদারাবা, মুশারাকা, ব্যবসায়িক পণ্য সংগ্রহ, শিল্পের স্থায়ী সম্পদের যোগান	
আধুনিক প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ব্যাংকিং	৬২-৬৪
ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম	৬৫-৮৭
আল ওয়াদিয়াহ্ হিসাব, মুদারাবা হিসাব, বিনিয়োগ, মুদারাবা, মুশারাকা, মুফাওযা, শিরকাতুছ ছানায়ে, শিরকাতুল উজুব, আনান, শিরকাতুল ছানায়ে বা শিরকাতুল তাকাব্বাল, শিরকাতুল উজুব, ইজারা, ক্রয়-বিক্রয়, বাই মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা, বাই সালাম, বৈদেশিক বাণিজ্য, আমদানী বাণিজ্য, নিজে আমদানী করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয়, পণ্য আমদানীর জন্য গ্রাহককে সেবা প্রদান, রপ্তানী বাণিজ্য, সেবাদান, প্রত্যক্ষ রপ্তানীর মাধ্যমে আয়, অংশীদারি পদ্ধতিতে রপ্তানী, অন্যান্য সেবা	
ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ	৮৮-১১০
নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ বিভাগ, বাই মুয়াজ্জাল/বাই মুরাবাহা, বাই সালাম, মুদারাবা বিনিয়োগ, মুশারাকা, ইজারা পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, আমদানী বাণিজ্য, রপ্তানী বাণিজ্য, সুদী ব্যাংকের ইসলামী কাউন্টার, ফলাফল	

www.pathagar.com

হারাম আয়ের প্রেক্ষিতে নিরূপায়ের মাসআলা ১১১-১১৭
সুদ অনুপ্রবেশের কারণ ১১৭-১২৩
ইসলামী জ্ঞান, ঈমান, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, আখিরাত, ফেরেশতাদের উপর ঈমান, তাকদীরের উপর ঈমান, তাকওয়া
ইসলামী ব্যাংকসমূহের মানব সম্পদ ১২৪-১২৬
আহ্বান ১২৭
প্রস্তাবনা ১২৮-১৪৭
ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হিসাব বিবরণী বা আর্থিক বিবরণী ১৪৮-১৫৫
হিসাব বিবরণী সম্পর্কে প্রস্তাবনা ১৫৬-১৭০
হিসাব বহি ১৭১-১৭৩
সুদভিত্তিক ব্যাংক-এর ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর ১৭৪-১৭৮
মূল কথা ১৭৮-১৮৩
আরয ১৮৩

www.pathagar.com

ব্যাংকের গোড়ার কথা

ব্যাংকিং কার্যক্রম ঠিক কোন সময়ে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র হতে এর উৎপত্তিকাল সম্পর্কে এবং এর প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করা যায়। ব্যাংকের গোড়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকার মূলে রয়েছে এর লিখিত কোন তথ্য না থাকা। ব্যাংকিং-এর কতিপয় কার্যক্রম যেমন ঃ ঋণ সৃষ্টি, মুদ্রার বিনিময় অতি প্রাচীন কালেই শুরু হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে sumerien priest (পুরোহিতগণ) কর্তৃক অর্থ সম্পদ জমা গ্রহণ করা এবং সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হত।

কালের বিবর্তনে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের গণ্ডি প্রসারিত হয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় আবশ্যক হয়ে পড়ে। রোমান সভ্যতার গোড়ার দিকে একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা জনসাধারণের অর্থ জমা গ্রহণ করত এবং সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত এবং মৌখিক চুক্তি বলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মুদ্রা প্রেরণ করত। আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রোমানরাই এ বিষয়ে কতিপয় নিয়মের প্রচলন করে।

প্রাচীন কালের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসারে স্বর্ণকারদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাদের মজবুত আয়রন সেফ থাকত, আর তাই জনসাধারণ মনে করত তাদের কাছে নিজেদের অর্থ সম্পদ জমা রাখলে উক্ত সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জনসাধারণ সাধারণতঃ তাদের সঞ্চিত অর্থ এবং মূল্যবান সম্পদ তাদের কাছে জমা রাখত এবং এ সকল স্বর্ণকাররাও কাগজের রশিদ দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রমাণপত্র হস্তান্তর করত। স্বর্ণকারগণ প্রথম দিকে সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রতিদান হিসেবে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করত।

সমাজের ধনাঢ্য মানুষগুলো তাদের সম্পদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করা বা অপর কোন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পরিচিতজনের কাছে সংরক্ষনের পরিবর্তে সার্ভিস চার্জ দিয়েই স্বর্ণকারদের কাছে সংরক্ষণ করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করত। ফলে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী বা অন্যান্য সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে নিজেদের জন্য অর্থ সংস্থান করতে প্রায়ই অপারগ হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় এ সকল দরিদ্র শ্রেণী বা সাময়িক অর্থ সংকটে পতিত মানুষগুলো স্বর্ণকার বা যারা অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখত তাদের শরণাপন্ন হতো। ঐ সকল গচ্ছিতাগণ এ সুযোগে তাদেরকে উচ্চহার সুদে ঋণ প্রদান করত এবং ঋণ গ্রহীতাগণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জোরপূর্বক ঋণ গ্রহীতাদের স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি দখল করে নিত। এভাবে এ শ্রেণীটি অর্থ লগ্নি করে অর্থ উপার্জন করত।

তারা এক সময় তাদের কাছে অধিক হারে অর্থ জমা রাখতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুদের একটি অংশ জমার উপর সুদ হিসেবে প্রদান করত। এভাবে প্রাচীন কাল হতেই সুদের ভিত্তিতে অর্থ জমা রাখা ও অর্থ লগ্নি

www.pathagar.com

করার ব্যবসা প্রচলিত হয়। সমাজের একটি শ্রেণী সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে সময়মত পরিশোধ করতে না পারার কারণে সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, অপরদিকে মহাজন শ্রেণীটি বিনা পরিশ্রমে অপরের অর্থ লগ্নি করে সুদ ও দরিদ্রদের সম্পদ দখলের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল বিত্তশালী হয়ে যায়। ফলে সমাজের অনেকেই এ ব্যবসায় উৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং এ ব্যবসায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

প্রাচীন কালে যখন কাগজি নোটের প্রচলন শুরু হয়নি তখনও সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী এই শর্তে কর্জ হিসেবে প্রদান করত যে, সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে বর্ধিত হারে কর্জ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দিবে। যে কর্জ গ্রহীতা প্রয়োজনের সময় নিজের অভাবী হওয়ার কারণে বর্ধিত হারে পরিশোধের শর্তে মৌলিক চাহিদা পূরণে কর্জ গ্রহণে বাধ্য হত, স্বাভাবিক কারণেই নির্ধারিত সময়ের পরে তাদের অধিকাংশের পক্ষেই স্বাচ্ছন্দে উক্ত কর্জ পরিশোধ করা সম্ভব হত না। কর্জ গ্রহীতারা হয়ত পরবর্তী সময়ের কষ্টার্জিত সম্পদের সিংহভাগ দিয়ে নিষ্কৃতি পেত অথবা অমানবিক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে সর্বহারা হওয়ার ভাগ্যকে বরণ করে নিতে হত।

১৩০০ ঈসায়ী সনের পূর্বে এ সুদী মহাজনী কারবারীদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। তবে তারা বিভিন্ন গোত্রবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সমাজে এ ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ ছাড়া সর্বত্র অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৩০০ শতাব্দী পর্যন্ত সুদী মহাজনী ব্যবসা চলতে থাকে, যার ক্রমধারায় অপ্রাতিষ্ঠানিক সুদী কারবারের একটি ধারা বর্তমানেও সকল সমাজেই প্রচলিত রয়েছে। আর এ ব্যবসায় ইয়াহুদীরাই ছিল সব থেকে অগ্রগামী। এ সকল মহাজনরা অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে যদিও ছিল সমাজে শক্তিশালী তথাপিও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্য পরিচালনার কারণে ঝুঁকিও কম ছিল না। আর তাই কালের বিবর্তনে এই সুদকে ভিত্তি ও সম্পদকে উপজীব্য করে ক্রমধারায় তাদের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রয়াস চালায়।

সুদীর্ঘ অতীতকাল হতে সুদভিত্তিক কার্যক্রম প্রচলিত থাকলেও ১৩০০ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে উঠেনি এবং বাণিজ্যিক ঋণেরও তেমন প্রচলন হয়নি। ১২০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়াহুদীরা বাণিজ্যিক ঋণ দেয়া শুরু করে। কারণ তাদের ধারণা মতে বাণিজ্যিক ঋণের সুদ-আসল সহজে আদায়যোগ্য হয়ে থাকে, ফলে বাণিজ্যিক ঋণ দেয়া অধিক লাভজনক ও নিরাপদ।

আধুনিক ব্যাংকিং-এর গোড়াপত্তন হয় ১৫০০ শতাব্দীর শুরুতে ইটালীতে। আধুনিক যুগের Bank শব্দটিও এসেছে ইটালিয়ান শব্দ Bance থেকে যার অর্থ হলো বেঞ্চ বা টুল। এরূপ নামকরণের কারণ ইটালিয়ান সুদী কারবারীরা রাস্তার

www.pathagar.com

ধারে বেঞ্চে বসে তাদের কারবার পরিচালনা করত। তারা অর্থ-সম্পদ জমা গ্রহণ করত, সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করত, বৈদেশিক মুদ্রায় বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়-বিক্রয় করত এবং লেনদেনের হিসাবাদী সংরক্ষণ করত। ইত্যবসরে বিভিন্ন দেশেও প্রতিযোগিতামূলকভাবে এ ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকে। যেমন ঃ ১৪০০ শতাব্দীর দিকে ফ্রান্সে এ ব্যবসা শুরু হয় এবং জার্মানীরাও এ ব্যবসায় বেশ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়। এ ব্যবসাটি অল্প সময়ের মধ্যে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে যেমন প্রতীয়মান হয় তেমনি এর ঝুঁকি বহুলতাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৩০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্লোরেন্স-এ প্রায় ৮০টি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এদের মধ্যে বার্ডি এবং পেরুইজি ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ১৫ জন কারবারির অংশীদারিত্বে বার্ডি গঠিত হয় যেখানে শতাধিক ক্লার্ক নিযুক্ত ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি সাইপ্রাস থেকে লন্ডন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাদের লগ্নি ব্যবসার বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ঐ শতাব্দীতেই তাদের পতন আসে যখন তারা বড় বড় ঋণ গ্রহীতাদের থেকে ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকাই হলো আধুনিক ব্যাংকিং-এর Parent country. এ সকল দেশে ব্যাংকের সুবাদে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছিল তেমনি এ ব্যাংকিং ব্যবসার সুদের কুফলের কারণেই বহু মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম সরকার কর্তৃক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ২০ বছর মেয়াদে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটির মেয়াদ ১৮১১ সালে শেষ হয়। এ ব্যাংকটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংকটি ঋণদান, সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, ডিপোজিট গ্রহণ ছাড়াও কাগজী নোটের প্রচলনসহ সরকারের বিভিন্ন কার্যাদী পরিচালনা করত। জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রেখে কাগজী নোট এ শর্তে ইস্যু করল যে, চাহিবা মাত্র এর বাহককে এর বিনিময় মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। কিন্তু যখন ১৮১১ সালে উক্ত ব্যাংকের অনুমোদিত মেয়াদ ২০ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অনুমতি নবায়নে অস্বীকৃতি জানালো, যদিও এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর মধ্যে পরিচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে জনসাধারণ তাদের রক্ষিত সম্পদের নিশ্চয়তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে থাকে এবং জনসাধারণের উদ্বিগ্নতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা উক্ত ব্যাংকের প্রচলিত নোটের মূল্যের বিষয়ে সন্ধিগ্ন হয়ে পড়ে। এক সময় জনসাধারণ ব্যাংকের পূর্বশর্তানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সরবরাহের জন্য কাগজী নোট উপস্থাপন করে। কিন্তু ঐ সময়ে সেই ব্যাংকের কাছে উক্ত কাগজী নোটসমূহ ফেরত নেয়ার মত যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সংরক্ষিত ছিল না। ফলে তারা কাগজী মুদ্রার সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় বন্ধ করে দেয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজী নোটসমূহ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই বিপজ্জনক অবস্থার কারণে বহু ব্যাংকই ব্যর্থতায় পতিত হয়। আর যখন ব্যাংকসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তখন বহু মানুষ তাদের সমগ্র

www.pathagar.com

জীবনের সকল সঞ্চিত সম্পদ হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাংকটিও সরকারী স্বীকৃতি হারায়।

যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৩ সালে National Banking Act নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। তার পূর্বে ১৮৩৭ সাল থেকে যে কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার নিয়ম পরিপালন সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারী প্রতিনিধির কাছে জামানত রেখে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারত। এ ব্যবস্থায়ও বহু ব্যাংকের পতন ঘটে এবং বহু মানুষ তাদের সঞ্চয় হারিয়ে ভাগ্যাহত হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের National Banking Act পাশ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের মোট ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৩,০০০। এ সকল ব্যাংকসমূহ গ্রাম ও শহরে বিস্তার লাভ করে কৃষক ও শিল্পপতিদেরকে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করত। ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্তৃক নিয়োজিত National Monitory Commission এর সুপারিশক্রমে Federal Reserve Act প্রণয়ন করে। এর ফলে ডিপোজিটরদের দুর্ভোগ কিছুটা হ্রাস পেলেও বিড়ম্বনা থেকেই যায়। ব্যাংকসমূহ আর্থিক বহুমুখী বিপণীতে পরিণত হয়। ১৯২০ সালে প্রায় ৬,০০০ ব্যাংকের কার্যক্রম রহিত করা হয়। এ অবস্থায়ও বহু ডিপোজিটর তাদের সম্পদ আংশিক হারায়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ব্যর্থ ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০,০০০। এ সকল ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতার মূলে ছিল ঋণ গ্রহীতারা প্রায়ই তাদের গৃহীত ঋণ লাভজনকভাবে ব্যবহারে সক্ষম হয়নি। ফলে সুদে-আসলে বৃহৎ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাংকসমূহ ঋণের অর্থ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারল্যের অভাবে ব্যর্থতায় পতিত হয় যার চূড়ান্ত পরিণতি ভোগ করতে হয় আমানতকারীদেরকে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাংকিং খাতের এ বিপর্যয় রোধকল্পে ১৯১৩ সালে Federal Reserve System এর আওতায় Federal Reserve Bank নামক কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সকল ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করতো। এতদসত্ত্বেও সুদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি থেকেই যায়। ১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এ নাজুক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য Banking Act পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ব্যাংকের কার্যক্রম পৃথক করে দেয় এবং ডিপোজিটরদের সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে ডিপোজিটরদেরকে আশ্বস্ত করার লক্ষ্যে Federal Depositor Insurance Corporation (FDIC) প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ ঋণ গ্রহীতাদের উপর স্থানান্তর করে এবং ব্যাংকের লিকেজসমূহকে গোপন করে ব্যাংকিং কাঠামোকে সুদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিদ্যমান ব্যাংকসমূহ আপাতঃ দৃষ্টিতে উন্নতি লাভ করে। ব্যবসায়িকভাবে বেশ চাহিদানুসারে তাদের সেবার মান ও ধরন সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

করে। অপরদিকে কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ এর ব্যাংক ফেইলিউরকে স্মরণে রেখে এ সময় নতুন ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিনকরণসহ বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যর্থতা ঠেকানোর প্রচেষ্টা চালায়। তথাপিও ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচটি ব্যাংক ব্যর্থ হয়। এই ফেইলিউরের ঘটনায় যাতে ব্যাংকিং ব্যবসায় ধ্বস নেমে না আসে সেজন্য Federal Depositor Insurance Corporation (FDIC) এর সহযোগিতায় অন্যান্য ব্যাংকসমূহ এই পাঁচটি ব্যাংককে আত্মীভূত করে নেয়। ফলে ডিপোজিটররা এ যাত্রায় বেঁচে যায়। তথাপিও ব্যাংক ফেইলিউরের ক্রমধারা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮২ সালে প্রায় ৪৬টি ব্যাংক দেউলিয়া হয় এবং প্রায় প্রতিবছরই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৭ সাল হতে ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় ২০০ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ডিপোজিটররা প্রায় ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ইউ এস ব্যাংকিং পদ্ধতিকে ঝুঁকিমুক্ত করার লক্ষ্যে যে FDIC এর সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই এই

২০০ ব্যাংকের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। এ সকল ব্যাংকসমূহ Insurance এর উপর নির্ভর করে ঋণ দানের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় উদারতা প্রদর্শন করে। তারা মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝুঁকি বহুল ও অলাভজনক খাতে ঋণ বিতরণ করতে থাকে। ফলে ঐ সকল ঋণ অনাদায়ের কারণে ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা ত্বরান্বিত হয়। কেবল যুক্তরাষ্ট্রই নয়। পর্যালোচনায় দেখা গেছে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ব্যাংক ফেইলিউরের ঘটনা ঘটেছে। ব্যাংকের ফেইলিউরের অন্যতম কারণ হলো সুদ। এ সকল সুদী ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ঋণ গ্রহীতাই তা লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না। ফলে ব্যাংক পুনরায় তার উপর সুদ যোগ করে মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়। এভাবে বছরের পর বছর ঋণের সুদ যোগ করে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে। সুদের টাকা ব্যাংক আয় খাতে হিসাবভুক্ত করে। এতে করে ঋণ গ্রহীতার ঋণের ভার কেবলই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ তার কাছে ঐ পরিমাণ সম্পদ থাকে না। ব্যাংক ঋণের সুদকে আয় খাতে হিসাবভুক্ত করে, আর সুদের টাকা আদায় না হওয়ায় মূল ঋণের সাথে যুক্ত করে সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করে। অথচ তার এ সম্পদের বিপরীতে বাস্তবে কোন সম্পদ ঋণ গ্রহীতার কাছে থাকে না। স্বাভাবিক কারণেই ব্যাংক কখনও যদি ঐ ঋণের টাকা আদায় করতে চায় তা আদায় হওয়া সম্ভব নয়। আর তাই ডিপোজিটরদের দাবী পূরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার পরিণতি হলো ব্যাংকের ব্যর্থতা। তথাপিও বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক অবস্থার কারণে শত সমস্যা ও অনিশ্চয়তা মাথায় রেখেই মানুষ এ প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য। আর তাই ব্যাংকসমূহও গ্রাহকদের অর্থ ব্যবহার করে বহাল তবিয়তেই টিকে আছে এবং নিজেদের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রথাগত [Conventional] ব্যাংকের কার্যক্রম

ব্যাংক নাম ধারণ করে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে ধরন অনুসারে তাদেরকে কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সঞ্চয়ী ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, সঞ্চয়ী ও ঋণ দান সমবায় ব্যাংক, ক্রেডিট ইউনিয়ন, মার্চেন্ট ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন ঃ শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ইত্যাদি। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় এ সকল ব্যাংকসমূহ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় কতিপয় সেবা বিক্রয় করে থাকে। মানুষের ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত জীবনধারাকে সহজসাধ্য করতে এ সকল কার্যাদি কেবল উপকারীই নয়, বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময় হলো সুদের আদান-প্রদান। এই সুদের আদান-প্রদানের কারণে দুনিয়াতে এই সেবাসমূহের কল্যাণের অন্তরালে যেমন অসংখ্য অকল্যাণের আগমন ঘটে তেমনি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কারণে আখিরাতের জীবনের জন্যও অপেক্ষমান থাকবে চরম ধ্বংস।

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার যে সকল সেবা পাওয়ার জন্য মানুষ তাদের দ্বারস্থ হয়ে থাকে তার মধ্যে নিম্নোক্তসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ

অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

আমরা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত যে সমাজের প্রায় সিংহভাগ মানুষ অসহায়, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথা স্বাভাবিক জীবন ধারণের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে নিজের জন্য রাশি রাশি সম্পদের বিশাল স্তূপ তৈরীতে তৎপর। অপরদিকে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার কারণে এমন অসংখ্য দুষ্কৃতিকারীর পদচারণা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যারা সমাজের সাধারণ মানুষের বৈধ সম্পদ সুযোগ পেলেই কেড়ে নিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষও যারা প্রয়োজনীয় সীমিত সম্পদের অধিকারী, নিজেদের তরল অস্থাবর সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে থাকে উদ্বিগ্ন। ফলে বিত্তশালী হওয়ার অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তিটি রাশি রাশি সম্পদের স্তূপ তৈরী করতে চায় তার জন্য যেমন তরল সম্পদের একটি নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন তেমন প্রয়োজনীয় পরিমাণ সীমিত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিটিরও নিজের তরল সম্পদ রক্ষার জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন। প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের জমা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যার ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা পাওয়ার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

নিরাপত্তার পাশাপাশি কিছু নগদ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজেদের অর্থ-কড়ি ব্যাংকে জমা রাখে। এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার যে সকল ধরন ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা হলো ঃ

চলতি হিসাব

এ হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জনসাধারণের সাময়িক অলস অর্থ জমা রাখে। এর বিনিময়ে জমাকারীকে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় না। তবে কোন কোন ব্যাংক উক্ত হিসাব পরিচালনার জন্য কিছু সার্ভিস চার্জ কেটে রাখে। তাছাড়া ব্যাংক উক্ত হিসাবের জমাকৃত অর্থ অপরপক্ষকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে সুদ হিসাবে অর্থ আয় করে থাকে।

সঞ্চয়ী হিসাব

ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতাদেরকে নগদ অর্থ লগ্নি করে তার উপর সুদ চার্জ করে আয় করে। ব্যাংকসমূহের আয় বৃদ্ধির জন্য জরুরী হলো লগ্নির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। আর লগ্নি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ। ব্যাংকসমূহ অলস অর্থধারীদেরকে তাদের অর্থ উক্ত ব্যাংকে রাখার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সুদের একটি অংশ অর্থ জমাকারীদেরকে প্রদান করে। যে সকল মানুষের এমন নগদ অর্থ আছে যা বর্তমানে অলস অবস্থায় রয়েছে কিন্তু দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তারা তাদের ঐ অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখে। উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর যে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় তাই প্রচলিত অর্থে ও ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সুদ। সুতরাং মানুষ সঞ্চয়ী হিসাবে তাদের অলস অর্থ স্বল্প সময়ের জন্য জমা রেখে সুদ হিসাবে কিছু নগদ অর্থ উপার্জন করতে পারে। সাধারণতঃ মধ্যম হারে এ হিসাবে সুদ প্রদান করা হয়।

মেয়াদী হিসাব বা ফিক্সড ডিপোজিট

ব্যাংকসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ লগ্নি করার জন্য এ হিসাবের মাধ্যমে জমাকারীদের নিকট থেকে নির্ধারিত মেয়াদে অর্থ জমা রাখে। সাধারণতঃ যে সকল লোকদের দীর্ঘমেয়াদী অলস অর্থ রয়েছে তারা এ হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা রেখে সুদ হিসাবে নগদ অর্থ আয় করে থাকে। এ হিসাবে রক্ষিত টাকার উপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে সুদ প্রদান করা হয়। সুতরাং অলস অর্থের মালিকগণ এ হিসাবে টাকা জমা রেখে কিছু নগদ অর্থ উপার্জন করতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র ও বিভিন্ন ধরনের স্কীমের মাধ্যমেও এ সকল ব্যাংকসমূহ জনসাধারণের অলস অর্থ জমা রেখে তাদেরকে সুদ হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করে আপাতঃ দৃষ্টিতে জমাকারীদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

www.pathagar.com

সুতরাং অলস অর্থের মালিকগণ নিজেদের সম্পদের নিরাপত্তা এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথাগত ব্যাংকের দারস্থ হচ্ছে। দৈনন্দিন লেনদেনের সুবিধার জন্য চলতি হিসাবে অর্থ সংরক্ষণ করা হলেও প্রথাগত ব্যাংকসমূহের অর্থ জমা রাখার মূল উপজীব্য হল সুদের আদান-প্রদান। সঞ্চয়ী ও মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারীগণ সুদ প্রাপ্তির আশায়ই সঞ্চয় করে আর ব্যাংকসমূহও উক্ত অর্থ খাটিয়ে অধিক হারে সুদ প্রাপ্তির আশায় সঞ্চয়কারীদেরকে আংশিক সুদ প্রদান করে। চলতি হিসাবে জমাকারীগণও নিজেদের অর্থ ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত রেখে উক্ত ব্যাংকসমূহকে সুদে উক্ত অর্থ খাটিয়ে সুদ অর্জনে সহযোগিতা করে থাকে, যদিও তারা নিজেরা ঐ হিসাব হতে সুদ গ্রহণ করে না।

অর্থ ঋণের সংস্থান

মানুষ যে সকল কারণে প্রথাগত ব্যাংকসমূহের দ্বারস্থ হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো অর্থের সংস্থান। বর্তমান সভ্যতার যুগে মানুষ অধিক সম্পদ সংগ্রহের প্রত্যাশায় তার ব্যবসাকে এতবেশী প্রসারিত করতে চায় যার সামর্থ তার নেই। স্বাভাবিক কারণেই অতিরিক্ত অর্থের জন্য তাকে অপর কোন উৎসের সন্ধান করতে হয়। তাছাড়া এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপার্জনের জন্যও পর্যাপ্ত মূলধন তার থাকে না, তাকেও উক্ত মূলধন সংগ্রহের জন্য অন্য উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। ব্যাংকসমূহ যেহেতু ঋণদান করে এ সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রয়োজন পূরণে ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। মানুষের এ প্রবণতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রথাগত ব্যাংকসমূহ যে সকল পন্থায় ঋণ দিয়ে থাকে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ

ঋণ

ব্যাংকের আর্থিক লগ্নির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো নগদ ঋণ। ব্যাংকের ধরন ও ঋণ গ্রহীতার অবস্থা ও ঋণ ব্যবহারের খাত অনুসারে এ ঋণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন ঃ বাণিজ্যিক ঋণ, কৃষি ঋণ, পরিবহন ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি। একজন কৃষক তার চাষকালে আর্থিক প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তির বাড়ি বানানোর জন্য অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। একজন ছাত্র তার শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য শিক্ষা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন নামে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংকসমূহ একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধের শর্তে এ সকল ঋণ নগদে দিয়ে থাকে এবং সময় গণনা করে সময়ানুপাতে নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। পরিশোধ যত বেশী বিলম্বিত হবে সুদের পরিমাণও ততবেশী হবে।

www.pathagar.com

ওভার ড্রাফ্ট

ব্যাংকের অর্থ লগ্নির আরেকটি পদ্ধতি হলো ব্যাংক ওভার ড্রাফ্ট। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক তার গ্রাহককে উক্ত গ্রাহকের চলতি হিসাবের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে থাকে। গ্রাহক তার প্রয়োজনানুসারে যে কোন সময়ে অর্থ উত্তোলন ও জমা দিতে পারে। ব্যাংক উক্ত হিসাবের জমাতিরিক্ত উত্তোলনের স্থিতির উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে থাকে। গ্রহীতা উক্ত হিসাব থেকে উত্তোলিত অর্থ তার বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থাৎ ব্যবসায়িক বা অন্য কোন কাজে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পায় এবং উক্ত অর্থ ব্যবহার করে কোন আয় হোক বা না হোক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

ক্যাশ ক্রেডিট

ব্যাংক ওভার ড্রাফটের মত ক্যাশ ক্রেডিটও লগ্নির একটি ধরন। এ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বিভিন্ন ট্রেডের চলতি মূলধনের যোগান দেয়া হয়। এ ধরনের ঋণও একটি পৃথক ক্যাশ ক্রেডিট হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ঋণ গ্রহীতা তার প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন ও ফেরৎ দিতে পারে। এ হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত অর্থের উপরও পূর্ব নির্ধারিত হারে সময়ানুপাতে সুদ গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প ঋণ

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকসমূহ এ প্রকৃতির ঋণ দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহকের প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ বিশেষ ব্যাংক প্রদান করে থাকে। সাধারণতঃ এ ঋণ মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা অনুরূপ কোন মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। ব্যাংক উক্ত ঋণের স্থিতির উপর সুদ চার্জ করে থাকে। সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে সুদের উপর পুনর্বার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রথাগত ব্যাংকসমূহের সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্তমানে সভ্যতার একটি অপরিহার্য বিষয়। যদিও সুদূর প্রাচীন কাল হতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটি একটি অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের দেশ তথা কার্যালয়ে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে ন্যূনতম ব্যয়ে উন্নত পণ্যসামগ্রী আমদানী করতে এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্য সর্বাধিক চাহিদা সমেত দেশে সর্বোচ্চ মূল্যে রপ্তানী করতে পারছে। আর এ জন্য ব্যাংকের

www.pathagar.com

সেবা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ব্যাংকসমূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সেবা দিয়ে থাকে ঃ

লেটার অব ক্রেডিট

আমদানীকারক যখন কোন বৈদেশিক পণ্য আমদানী করতে চায় তখন আমদানীকারকের পক্ষে তার ব্যাংক রপ্তানীকারকের পণ্যমূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করে। ব্যাংক আমদানীকারকের পক্ষে রপ্তানীকারকের অনুকূলে এল সি খোলার প্রাক্কালে উক্ত এল সি মূল্যের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ নগদ অর্থে আমদানীকারকের নিকট হতে মার্জিন হিসাবে সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে পণ্য খালাসের সময় আমদানীকারক অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে অথবা ব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে পণ্য খালাস করে। ব্যাংক এরূপ এল সি খোলার জন্য আমদানীকারকের নিকট হতে নগদে কমিশন বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া মার্জিন হিসাবে সংরক্ষিত অর্থও স্বল্প সময়ের জন্য লগ্নি করে সুদ অর্জন করে থাকে। সুতরাং আমদানীকারক ব্যাংককে এল সি খোলার বিনিময়ে কমিশন হিসাবে নগদ অর্থ দিয়ে থাকে এবং মার্জিন হিসাবে টাকার যোগান দিয়ে সুদ হিসাবে আয় করার সুযোগ দিয়ে থাকে।

আমদানী ডকুমেন্ট এর বিপরীতে পরিশোধ

এল/সিকৃত পণ্যের Document আসার পর এল/সি opening ব্যাংককে পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও আমদানীকারক এল/সির অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের জন্য উভয়ের সম্মতিক্রমে ব্যাংকের অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করে আবার অনেক সময় অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ করে না। উভয় অবস্থায়ই ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ পরিশোধ করে এবং পরবর্তীতে আমদানীকারকের নিকট হতে পাওনা আদায় করে। এক্ষেত্রে পরিশোধের তারিখ হতে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য উক্ত অর্থের উপর সুদ আদায় করে থাকে।

আমদানীকৃত পণ্যের বিপরীতে ঋণ (লিম)

আমদানীকারকগণ ব্যাংকের সম্মতিক্রমে এল/ সির মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মার্জিন অবশিষ্ট পণ্য নিজ তহবিল হতে পরিশোধ না করে উক্ত পণ্য ব্যাংকের দখলে বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংকের নিকট হতে পণ্য সরবরাহ গ্রহণকালে আনুপাতিক হারে ঋণ পরিশোধ করে অথবা টি আর এর মাধ্যমে পণ্য খালাস করলে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পরিশোধ করে। আবার পণ্য খালাসের সময় আমদানীকারক মার্জিন অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বা পরিশোধ না করলেও ব্যাংক আমদানীকারকের

www.pathagar.com

নামে ফোর্স লোন সৃষ্টি করে এল সির দায় পরিশোধ করে। উভয় অবস্থায়ই ব্যাংক আমদানীকারকের নিকট হতে প্রদত্ত ঋণের উপর উক্ত মেয়াদের সুদ আদায় করে।

রপ্তানী অর্থায়ন

ব্যাংকসমূহ রপ্তানীকারকদেরকে পণ্যের জাহাজীকরণ পর্যন্ত ব্যয়ের একটি অংশ পর্যন্ত অর্থায়ন করে থাকে। পরবর্তীতে রপ্তানী বিল সংগ্রহ করে উক্ত বিল হতে ঋণ কর্তন করে রাখে। অর্থ বিতরণ হতে আদায় পর্যন্ত সময়ের জন্য ঋণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে থাকে।

রপ্তানী বিল বাট্টাকরণ

রপ্তানীকারকগণ পণ্য শিপম্যান্ট করার পর কোন কোন ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পায় না। তাকে রপ্তানী বিল মেচিউর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এমতাবস্থায় উক্ত অন্তর্বর্তীকালে নগদ অর্থের চাহিদা মেটাতে বিলসমূহ ব্যাংকের নিকট বাট্টা করে অর্থ সংগ্রহ করে। ব্যাংকসমূহ উক্ত বিতরণের দিন হতে অর্থ সংগ্রহ পর্যন্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সুদ হিসাব করে বিলমূল্য হতে কেটে রেখে অবশিষ্ট অর্থ মূল্য পর্যন্ত পরিশোধ করে।

কলমানি

কোন ব্যাংক তারল্য সমস্যায় পড়লে অপর ব্যাংক হতে স্বল্প সময়ের জন্য নগদ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এর উপর অপেক্ষাকৃত বেশী হারে সুদ চার্জ করা হয়।

অন্যান্য সেবা

উপরোক্ত আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমেই ব্যাংকসমূহ তাদের আয়ের সিংহভাগ অর্জন করে থাকে, যা সম্পূর্ণ সুদ নির্ভর। এছাড়াও ব্যাংকসমূহ কতিপয় সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় অর্জন করে থাকে যা প্রত্যক্ষভাবে সুদ নির্ভর নয়। তবে কোন কোনটি পরোক্ষভাবে সুদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঃ

গ্রাহকদের পক্ষে তাদের চেকের টাকা সংগ্রহ করে থাকে। তার হিসাব ধারকগণ বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত চেকসমূহ কালেকশন করার জন্য তার ব্যাংকে জমা করে। ব্যাংক clearing house এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে টাকা সংগ্রহ করে হিসাব ধারকের হিসাবে জমা করে দেয়। ফলে হিসাব ধারক সহজেই তার লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। আবার উক্ত ধারকও কাউকে চেক প্রদান করলে তার ব্যাংক চেকের প্রাপকের ব্যাংকে clearing house এর মাধ্যমে চেকের অর্থ পরিশোধ করে।

www.pathagar.com

অর্থ সংগ্রহ

ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাদের পাওনাদারদের নিকট হতে পাওনা অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। যেমন ঃ ব্যাংকসমূহ বিদ্যুৎ বিল, ফোন বিল, মোবাইল বিল ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। এ সংগৃহীত অর্থ একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের হিসাবেই থাকে। ফলে ব্যাংকও স্বল্প সময়ে উক্ত অর্থ খাটিয়ে সুদ হিসাবে আয় অর্জন করতে পারে।

গ্রাহকের পক্ষে অর্থ পরিশোধ

ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের পক্ষে অর্থ পরিশোধের দায়িত্বও পালন করে থাকে। যেমন ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের বেতন ও বিভিন্ন প্রকার পাওনাদী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়।

পেমেন্ট অর্ডার

ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে সমপরিমাণ টাকা গ্রহণ করে payment order বা manager`s cheque issue করে থাকে। গ্রাহক অপরপক্ষকে টাকা প্রামাণ্য পদ্ধতিতে পরিশোধের জন্য পে-অর্ডার করে থাকে। ব্যাংক উক্ত কাজের জন্য কমিশন বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংকের কাছে সবসময়ই এ খাতে কিছু টাকা সংরক্ষিত থাকে। উক্ত টাকা ব্যাংক ঋণ হিসাবে প্রদান করে সুদ আয় করতে পারে।

ডি ডি, টি টি

গ্রাহকগণ নিরাপদে এক স্থান হতে অন্য স্থানে টাকা স্থানান্তরের জন্য ডিমান্ড ড্রাফট [ডি ডি] এবং টেলিফোনিক ট্রান্সফার [টি টি] পদ্ধতির মাধ্যমে সেবা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কমিশন পায় এবং ডি ডির স্থিতির টাকা ঋণ হিসাবে খাটিয়ে সুদ অর্জন করতে পারে।

লকার সার্ভিস

গ্রাহকের মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকসমূহ লকার সার্ভিস দিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়ার বিনিময়ে গ্রাহকগণ ব্যাংকের লকার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ক্রেডিট কার্ড সার্ভিস

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্রেডিট কার্ড একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কার্ডধারীদেরকে এমন একটি কার্ড সরবরাহ করা হয় যার সাহায্যে সে বিভিন্ন দোকান হতে একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে যে কোন পণ্য বাকীতে ক্রয় করতে পারে। তার পক্ষে ব্যাংক পরিশোধিত টাকার সাথে আদায় পর্যন্ত সময়ের সুদ যোগ করে পরবর্তীতে কার্ডধারীর কাছ থেকে আদায় করে।

www.pathagar.com

ডেবিট কার্ড সার্ভিস

ক্রেডিট কার্ড ছাড়াও বর্তমানে ডেবিট কার্ডও চালু আছে। গ্রাহকগনকে এ কার্ডের মাধ্যমেও সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ব্যাংকসমূহ উপরোল্লিখিত কাজ ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণকারীদের জন্য ট্রাভেলার্স চেক, গ্রাহকের এজেন্ট বা প্রতিনিধি, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য ক্রেডিট রিপোর্ট সরবরাহ , গ্রাহকদের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ, উপদেষ্টা সেবা, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সহযোগিতাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে বহুবিধ সেবা প্রদান করে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমান সভ্যতার জীবনধারায় ব্যাংক অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলিম হিসেবে প্রথাগত ব্যাংকের সেবা গ্রহণের ভয়াবহতা

প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থায় জনসাধারণের জন্য তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে যে সেবা প্রদান করে থাকে তার সবটাই সুদ নির্ভর। এ সকল ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে থাকে। আবার ডিপোজিটরদেরকে তাদের গৃহীত সুদের একটি অংশ প্রদান করে তাদেরকেও সুদখোর বানিয়ে নিজের সমগোত্রীয় করে নেয়। তারা যে সকল ডিপোজিটরদেরকে সুদ দেয় না তাদেরকেও সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে ফেলে। কেননা, এ সকল ডিপোজিটরগণ সুদ না পেলেও তাদের টাকা খাটিয়ে উক্ত টাকার উপর সুদ গ্রহণ করে নিজেরা খায়। যেমন ঃ চলতি হিসাবের স্থিতির উপর, পে-অর্ডারকারীর জমাকৃত টাকার উপর এবং এল সি খোলার জন্য মার্জিন হিসাবে সংরক্ষিত টাকার উপর গ্রাহককে সুদ দেয়া হয় না বটে কিন্তু ব্যাংকসমূহ উক্ত অর্থ ঋণ হিসাবে বিতরণ করে সুদ অর্জন করে নিজেদের আয় আরও সহজেই বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। সুতরাং যে সকল ব্যক্তিই এ সকল প্রথাগত ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং করে তারাই সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কেননা, তারা হয়ত সুদের দাতা বা গ্রহীতা অথবা সুদের কারবারের সহযোগী। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলেই সুদের অভিশাপের সাথে সম্পৃক্ত। নিজেদেরকে এ সকল ব্যাংকের সাথে কর্মচারী, ঋণ গ্রহীতা, ডিপোজিটর বা সেবা গ্রহণকারী যে কোনভাবেই সম্পৃক্ত করা কতবেশী ভয়াবহ তা সকলেরই অবগত থাকা উচিত। এ ভয়াবহতার মাত্রা আঁচ করার জন্য আমাদেরকে সুদ কি? এ সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাবধান বাণী ও নিজেদের জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে হবে।

সুদ কি ?

মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে হাকীমে **রিবা** শব্দটি দ্বারা যে জিনিস নির্দেশ করেছেন তাই **সুদ বা Interest . রিবা** শব্দটির অর্থ হলো **অতিরিক্ত, বেশী, বৃদ্ধি, বিকাশ**। তবে এর দ্বারা এমন একটি অতিরিক্ত অংশকে বুঝায় যার প্রাপক এর জন্য কোন বিনিময় প্রদান করে না। এ অতিরিক্ত অংশটুকু নগদ অর্থ হতে পারে আবার সমজাতীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও হতে পারে। যেমন ঃ কোন এক ব্যক্তি অপর কাউকে একশত টাকা ধার দিল এ শর্তে যে গ্রহীতা নির্ধারিত সময় পরে একশত দশ টাকা পরিশোধ করবে। এখানে প্রাপ্ত একশত টাকার বিনিময় হল

www.pathagar.com

প্রদত্ত একশত টাকা। আর অতিরিক্ত দশ টাকার কোন বিনিময় নেই। একইভাবে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একটি নির্ধারিত মেয়াদে এক মন চাল ধার দিল এ শর্তে যে প্রতি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য এক কেজি করে অতিরিক্ত চালসহ ফেরত দিবে। এখানে এক মন চালের বিনিময় হলো এক মন চাল। আর অতিরিক্ত অংশের কোন বিনিময় নেই। সুতরাং তা সুদ। সুদের পরিচিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

১. সমজাতীয় দ্রব্য কম-বেশী করা হলেও সুদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন ঃ

আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম। অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক সা খেজুরের বিনিময়ে দুই সা করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী করিম সা. বলেছেন ঃ এক সা (খেজুরের) পরিবর্তে দুই সা (খেজুর) এবং দু দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম (বিক্রি করা) চলবে না। –বুখারী

২. ক্রয়কৃত কোন পণ্য সামগ্রী নিজের হস্তগত হওয়ার আগেই বিক্রয় করে যে মুনাফা ধার্জ করা হয় তা সুদেরই নামান্তর। যেমন ঃ রাসূল সা. বলেছেন ঃ

ইব্ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজের অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তাউস বলেন) আমি ইব্ন আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন? (অধিকারে আসার আগে বেচা যাবে না কেন?) উত্তরে তিনি বলেন, তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে। – সহীহ্ বুখারী
ইব্ন আব্বাস রা. বলেন ঃ আমি এর সাদৃশ্য প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য মনে করি।

৩. বাকীতে সমজাতীয় কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করা হলে অতিরিক্ত অংশ সুদ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন ঃ
উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন; রাসূল সা. বলেছেন ঃ নগদ বিনিময় না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সুদ হিসাবে গণ্য হবে।

৪. জাহিলিয়াতের যুগে সর্বাধিক প্রচলিত সুদ ছিল দু'ধরনের।
প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে নগদে অর্থ লগ্নি করত এ শর্তে যে, ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় পরে অতিরিক্ত অর্থসহ মূলধন ফেরৎ দিবে। ঐ সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যে সমুদয় অর্থ ফেরৎ দানে ব্যর্থ হলে মূলধনের সাথে উক্ত অতিরিক্ত যোগ করে মোট ঋণ হিসাব করে পুনরায় তার উপর সুদ ধার্য করা হত। এভাবে সময়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত হারে সুদ গ্রহণ করা হত।

দ্বিতীয়তঃ পণ্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন পণ্য নগদ মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্যে বাকীতে বিক্রয় করত। উক্ত নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে বর্ধিত মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত মুনাফা যোগ করে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিত। এভাবে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সুদ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হত।

সুতরাং কোন বস্তু সমজাতীয় বস্তুর সাথে বাকীতে বিনিময় করে কোন অতিরিক্ত গ্রহণ করলে, নগদ অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করে কোন অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করলে, কোন পণ্য বাকীতে বিক্রয় করে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বর্ধিত মূল্য গ্রহণ করলে, কাউকে কোন নগদ অর্থ বা কোন ভোগ্য পণ্য ঋণ হিসাবে প্রদান করে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কোন স্থায়ী সম্পদ ঐ সময়ের জন্য বন্ধক বা নিজের দখলে রেখে উক্ত স্থায়ী সম্পদ হতে কোন অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করলে, এ সকল গৃহীত বিনিময়হীন বস্তু সামগ্রীই হল সুদ।

www.pathagar.com

সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী

১. যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান আপন স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ঃ ব্যবসা তো সুদের মতই জিনিস। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার রব এর তরফ হতে এই উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে এই সুদখোরী হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে, তা তো খেয়েছে– সেই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্রই উপর সোপর্দ। আর যারা এই নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

- আল-বাকারা ঃ ২৭৫

২. হে ঈমানদারগণ! এই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, যা কাফিরদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে।

- আল ইমরান ঃ ১৩০-১৩১

৩. যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে। -আর্ রূম ঃ ৩৯

৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। -আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯

সুদ সম্পর্কে রাসূল সা. এর হাদীস ঃ

১. জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল সা. সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী। –সহীহ্ আল মুসলিম

২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন ঃ সুদের সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতার সাথে যেনা করে। – ইব্ন মাজাহ্, বায়হাকী, হাকেম।

৩. সামুরা ইব্ন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী সা. বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত

www.pathagar.com

নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী সা. বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন?) তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বললো ঃ নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর। - বুখারী

www.pathagar.com

সুদের ভয়াবহতা

ইতিমধ্যে আমরা সুদের সাথে পরিচিত হলাম এবং উক্ত সুদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী এবং রাসূল সা. এর হাদীস অবগত হলাম। মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী, রাসূল আকরাম সা. এর হাদীস এবং বর্তমান অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে এর এমন একটি ভয়াবহ চিত্র খুঁজে পাই যে, সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর জীবনের ন্যূনতম স্বার্থকতা বলতেও কিছু থাকে না। তাদের চিত্তাকর্ষক রঙ্গিন জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে চোরাবালির ন্যায় এক দুর্ধর্ষ মরণ ফাঁদ। যে ফাঁদে আটকে মানুষ কেবল মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংসই হয়ে যায় না বরং অনন্ত কালের জন্য চরম দশায় নিপতিত হয়ে ধুকে ধুকে জ্বলতে থাকবে অথচ সে নিজে বা তার যন্ত্রণা কিছুমাত্র নিঃশেষ হবে না। সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জীবনের তিনটি পর্যায়ে সুদের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারে। সুদ মানুষের তিনটি বিষয়ের উপর চরম আঘাত হানে। প্রথমতঃ মানুষের ঈমানদারীতায়, দ্বিতীয়তঃ পরকালীন মুক্তির বিষয়ে, তৃতীয়তঃ মানুষের ইহকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। অর্থাৎ সুদের কারণে সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অন্যতম মৌলিক পরিচয় ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হতে বঞ্চিত হয়, পরকালীন জীবনে মেহেরবান আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত জান্নাত লাভের পরিবর্তে জাহান্নামে নিপতিত হওয়াকে নিশ্চিত করে এবং যে দুনিয়ার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি লাভের স্বপ্ন দেখে সুদ সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে পরিশেষে দুনিয়ার সেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা সুখ-শান্তি হতেও বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ তার সব কূলই হয় অপসৃত। কুরআন, সুন্নাহ্ ও সমকালীন অর্থনৈতিক গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুদ সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে –

একজন ঈমানদার তার মৌলিক পরিচয় হারায়

কোন ব্যক্তি যখন সুদ সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করে, সুদ দেয় বা সুদের লেনদেনের সহযোগী হয়ে পড়ে তখন সে আর প্রকৃত ঈমানদার থাকে না। সে হয় বেঈমান, অবিশ্বাসী বা কপট বিশ্বাসী। আমরা নিজের হাত দ্বারা চোখ টিপে ধরে দেখা থেকে চোখকে বঞ্চিত করতে পারি, নিজের কানে আঙ্গুল দিয়ে সাময়িক বধিরতা গ্রহণ করে শ্রবন থেকে বিরত থাকতে পারি, শয়তানী যুক্তিকে গ্রহণ করে বিবেককে করে দিতে পারি পরাভূত। কিন্তু যে মহান আল্লাহ্ পাক নির্ধারণ করবেন কে ঈমানদার আর কে বেঈমান তাঁর কাছে এর কোন কিছু দ্বারাই নিজের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেননা ইসলাম ঈমানদারের যে সংজ্ঞা দেয় কোন ব্যক্তি সুদ সংশ্লিষ্ট হলে সে আর উক্ত সংজ্ঞায় পড়ে না।

www.pathagar.com

ঈমানদার বলতে কি বুঝায়, তা জেনে নিয়ে সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত পরিচয়ধারী কি না বিশ্লেষণ করলেই সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে যথার্থ অবস্থা প্রতিভাত হবে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় শুধুমাত্র বিশ্বাস করাকেই ঈমান হিসেবে গণ্য করা হয় না। তিনটি অবস্থার সহাবস্থানের নাম হলো ঈমান। এ তিনটি অবস্থা হলো প্রথমতঃ কোন একটি বিষয় দৃঢ়তার সাথে অন্তরে বিশ্বাস করা, দ্বিতীয়তঃ দ্ব্যর্থহীনভাবে উক্ত বিষয়ে মৌলিক ঘোষণা বা স্বীকৃতি দেয়া এবং তৃতীয়তঃ বাস্তব কার্যাদীর মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসের বাহ্যিক পরিস্ফুটন ঘটানো। এখন প্রশ্ন হলো কি কি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে? এবং এ বিশ্বাস স্থাপনের মর্মার্থ কি এবং এর বাস্তব দাবী কি?

পবিত্র কালামে হাকীমে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে, না পশ্চিমদিকে মুখ করলে এতে সত্যিকার অর্থে কোনই কল্যাণ নিহিত নেই। আসল নেকীর ব্যাপার হচ্ছে, একজন মানুষ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে, পরকালের উপর ঈমান আনবে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র ফিরিশতাদের উপর, আল্লাহ্র কিতাবের উপর, নবী-রাসূলদের উপর। - সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৭
পবিত্র কালামে হাকীমের উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআ'লা পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ পাঁচটি বিষয় হলো–

(১) মহান আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান।
(২) পরকালের উপর ঈমান।
(৩) আল্লাহ্র ফিরিশতাদের উপর ঈমান।
(৪) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান।
(৫) নবী-রাসূল বা রিসালাতের উপর ঈমান আনতে হবে।

এখন আমাদেরকে এ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনার অর্থ কি? ঈমান আনার কারণে আমাদেরকে কোন বিশ্বাস অন্তরে লালন করতে হবে এবং কি ধরনের ঘোষণা দিতে হবে ও কি কি বাস্তব কাজ সম্পাদন করতে হবে তা বুঝে নিতে হবে। সুদ সংশ্লিষ্ট কোন মানুষের এ সকল বিষয়ের উপর ঈমান থাকে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

আল্লাহ্র উপর ঈমান

মহান আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে এবং সেই সকল বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে ও নিজের বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপদানের মাধ্যমে বাস্তব সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ্পাক মানব জাতির কাছে পবিত্র কালামে পাকের মাধ্যমে নিজের পরিচয় পেশ করেছেন। একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে মহান আল্লাহ্ পাকের সেই পরিচয় অনুসারেই তাঁর প্রতি

www.pathagar.com

বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, সেই পরিচয়ের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সেই মর্যাদাই দিতে হবে। তবেই আল্লাহ্‌র উপর তার পূর্ণ ঈমানের পরিচয় পাওয়া যাবে। সুতরাং নিজের ঈমানের পরিচয় পাওয়ার জন্য প্রথমে আল্লাহ্ পাকের পরিচয় জানতে হবে এবং এ সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের অবস্থা পর্যালোচনা করে ঈমানের অবস্থার পরিমাপ করতে হবে। আল্লাহ্ পাকের গুণবাচক নামসমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় জানা যায়। যেমন ঃ

রব

পবিত্র কালামে হাকীমে সর্বপ্রথমই আল্লাহ্ পাকের এ গুণবাচক নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষে রব শব্দের যে অর্থসমূহকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে স্থান দেয়া হয়েছে তা হলো–**১.মালিক ও মুনিব ২. মুরব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষনকারী ৩. শাসক, আইনদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক।** আল্লাহ্ তাআ'লা এ সবদিক দিয়েই সমগ্র সৃষ্টিলোকের রব্ব।১ কোন মানুষ যদি সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তবে সে মানুষের নির্দেশ মেনে নিল ফলে সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সেই মানুষটি বা মানুষগুলোকেই নির্দেশদাতা হিসেবে গ্রহণ করল। ফলে তারা খোদাদ্রোহী হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের ঈমান আনার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে কপট বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খালিক

খালিক শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। এখানে এমন এক সৃষ্টিকর্তাকে বুঝানো হয়েছে যিনি কোন কিছুর অস্তিত্ব ছাড়াই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষসহ জগতের সকল প্রাণীকূল সৃষ্টি করেছেন এবং মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর একক সৃষ্টি। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পর ঈমানদার ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতে হবে মহান আল্লাহ্ পাক মানুষসহ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি অতীতে সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন, বর্তমানেও শক্তিমান এবং অনন্তর ভবিষ্যতেও তাঁর একই শক্তি পূর্ণমাত্রায় অটুট থাকবে। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌ই সর্বশক্তিমান। কোন মানুষ যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বাসী হয় তবে অবশ্যই সেই মানুষটির বাহ্যিক আচরনেও তা পরিলক্ষিত হবে। কোন মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে এ জগতের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে এবং এও বিশ্বাস করে যে তিনি কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে পুনরায় সেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে সক্ষম তবে অবশ্যই কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করতে মোটেও চিন্তিত হয় না, তাদের মনে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে বুঝতে হবে। তারা হয়ত মনে করে এ জীবন

www.pathagar.com

এক নিছক সৃষ্টি, মৃত্যুর পর যেহেতু দেহ পচে গলে মাটির সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে তা আর নতুন করে জীবিত হওয়া সম্ভব নয়। আর তাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কারণেই মূলতঃ তারা পরকালের ব্যাপারে উদাসীন। আর ট্রেডিশন হিসেবেই আল্লাহ্‌র উপর আস্থা থাকার ঘোষণা দেয়। মূলতঃ তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপর ঈমান রাখে না। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তাদের মুসলিম হওয়ার দাবী যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু সুদ আল্লাহর মৌলিক নিষেধাজ্ঞাসমূহের একটি সেহেতু কেউ সুদ সংশ্লিষ্ট হলে আল্লাহর উপর তার ঈমান আছে বলে প্রতিয়মান হয় না।

রাজ্জাক

রাজ্জাক শব্দটির বাংলা অর্থ হলো রিজিকদাতা। যে ব্যক্তিটি ঈমান লাভ করেছে সে আল্লাহ্‌কে রিজিকদাতা হিসেবেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। উক্ত ব্যক্তির চলনে ও বলনে তার এ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হবে। মহান আল্লাহ্ পাক সামষ্টিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমাদেরকে এককভাবে রিযিক দিয়ে থাকেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত রিজিকদাতাও একমাত্র আল্লাহ্।

কোন মানুষ যখনই এ বিষয়ে ঈমান আনবে যে, তার রিজিকের ব্যবস্থা করার সামর্থ পৃথিবীর কোন শক্তিরই নেই; সে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের ব্যাপারে এই অজুহাতে শিথীলতা প্রদর্শন করবে না যে, তার রিজিকের জন্য অপর কোন মানুষের উপর সে নির্ভরশীল। সে রিজিকের জন্য আল্লাহ্‌র অবাধ্য কোন শক্তির সহযোগী হতে পারবে না। এমনকি এ বিশ্বাসও তার মনে থাকবে না যে, আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘনকারী কোন কর্তৃপক্ষ তার রিজিক বৃদ্ধিতে সামান্যতম অবদান রাখতে পারে বা কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত রিজিক বৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির স্বার্থে সে কখনওই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে আপোষ করবে না। আর যখনই সে এ বিষয়ে আপোষ করল মনে করতে হবে তার ঈমানের দূর্বলতাই সে আপোষের প্রেরণার মূল উৎস। অতএব সুদ সংশ্লিষ্ট মানুষের আচরণে প্রমাণ করে সে আল্লাহ্‌কে রাজ্জাক বা রিজিকদাতা হিসেবে মানতে নারাজ।

সামি'উ এবং বাসির

আল্লাহ্ পাকের এ দুটি নামের প্রথমটির অর্থ সর্বশ্রোতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ সর্বদ্রষ্টা বা সূক্ষ্মদর্শী, সবজান্তা ইত্যাদি। আল্লাহ্ পাকের এ দুটি নাম দ্বারা প্রকাশ পায় মহান আল্লাহ্ পাক জগতের সকল স্থানের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। এমনকি মানুষের মনের গহীন কোনের চিন্তা ও পরিকল্পনাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যারা এ বিষয়টি বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌পাকের শক্তি ও কঠোরতা সম্পর্কেও অবগত আছেন। স্বাভাবিক কারণেই

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাকের সামনে তাদের দ্বারা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কোন কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তারা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ সুদের মত কোন কাজে জড়িত থাকেন তবে বুঝতে হবে আল্লাহ্র সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় রয়েছে তাদের ঈমানের দাবী কেবলই মৌখিক ও আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। বাস্তবতঃ তারা যথাযথ ঈমানদার নয়।

কাহ্হার, মুনতাকিম, দার

এখানে আল্লাহ্ পাকের তিনটি নাম উল্লেখিত হয়েছে যার প্রথমটির অর্থ হলো প্রভাবশালী, শক্তিশালী, দমনকারী ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তৃতীয়টির অর্থ হলো অত্যন্ত ক্লেশদাতা, আযাবদাতা। এখানে আল্লাহ্ পাকের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্ পাক তাঁর অবাধ্যদের বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে নিশ্চিত সক্ষম ও শক্তিমান। সুতরাং যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতায় লিপ্ত আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ক্লেশ বা আযাব দিবেন। এ আযাব পৃথিবীর কোন আযাবের সাথেই তুলনাযোগ্য নয়। কেননা দুনিয়ার আযাব সর্ব্বোচ্চ মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর দুনিয়ার আর কোন শাস্তিই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অপরদিকে পরকালের আযাব অনন্ত, অসীম এবং তার কঠোরতাও অকল্পনীয়। অতএব যারা আল্লাহ্র আইন লঙ্ঘন করে, সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তারা এবং তাদের সমর্থনকারী ও সহযোগীরা আল্লাহ্র শাস্তিতে পতিত হবে। এ অবস্থায় কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে মানুষের শাস্তির ভয়ে বা রিজিকের ভয়ে তাদের আনুগত্য করে আল্লাহ্র আযাবে পতিত হওয়াকে গ্রহণ করে নেবে না। প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহ্র সীমাহীন শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাত লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে। অতএব যারা এ পৃথিবীতে প্রাচুর্য লাভের জন্য আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে সুদী অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিবে তারা মূলতঃ আল্লাহ্র শাস্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করার মতই ধৃষ্টতা দেখায়। তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়।

পরকালের উপর ঈমান

একজন মানুষকে আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে পরকালের উপর ঈমান আনতে হবে। পরকালই হলো মানুষের জীবনের সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পরকালের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মুসলমানদের জীবনধারা আবর্তিত। পরকালের জীবনই অনন্ত, সীমাহীন জীবন। মহান আল্লাহ্ পাক পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলেন –

"এবং যারা পরকালকে বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের ভয়াবহ শাস্তি।" - সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ১০

মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে হাকীমে মানুষকে পরকালের সাথে বহু

www.pathagar.com

আয়াতের মাধ্যমে পরিচিত করে তুলেছেন। যেমন ঃ

"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া কিছুই নয়।" - সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২০

অপর আয়াতে বলা হয়েছে –

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে – তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করতো এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর । তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।"

- সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৮ -৭৪

পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে আখিরাতের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কোন একটি বিশেষ সময়ে আল্লাহ্‌র আদেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। যার ফলে এ পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে আরো একটি ফুঁক দেয়া হলে সকল

www.pathagar.com

মানুষই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং সমবেত হবে। তখন আল্লাহ্পাক তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন এবং বিচারের সময় সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে পূর্ণ ন্যায় বিচার করা হবে । পৃথিবীতে যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে অর্থাৎ যারা ঈমান আনেনি অথবা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও মুনাফেকী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা চিরদিন থেকে সীমাহীন দূর্ভোগ আস্বাদন করবে এবং যারা ঈমানদার এ দুনিয়াতে আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করেছে, শিরক থেকে, খোদাদ্রোহীতা থেকে বিরত ছিল তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং আল্লাহ্র সীমাহীন নিয়ামত ভোগ করবে এবং মহাসম্মানিত হবে।

সুতরাং যারা প্রকৃতই ঈমান এনেছে তারা পরকালের বিষয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে যা কিছু অবগত করেছেন তার সবকিছুই আন্তরিকতার সাথে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবেন। স্বাভাবিক কারণেই তারা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকবেন, ফলে তারা ইসলাম নিষিদ্ধ সুদ সংশ্লিষ্ট হয়ে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন না এবং মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুত নিয়ামত জান্নাতের প্রত্যাশায় শত কষ্ট স্বীকার করে হলেও সুদ বর্জন করবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বিধি-বিধান অমান্য করে সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তারা অবশ্যই পরকালকে অস্বীকার করে। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্ পাক কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন–

"আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে (অস্বীকার করে)? সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।" - সূরা মাউন ঃ আয়াত ১-৩

উপরোক্ত আয়াত হতে আমরা বুঝতে পারি, যারা পরকালকে অস্বীকার করে বা মিথ্যা মনে করে কেবল তারাই আল্লাহ্র বিধি-বিধান লঙ্ঘন করতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের বাণী অনুসারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যারা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ ঘটতে পারে এরূপ কাজ করে বা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে তারা ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও মূলতঃ পরকালের বিষয়ে ঈমান আনেনি। বিষয়টি একটি বাস্তব উদাহরনের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। "কেউ তার এমন একটি ঘর বা হলরুম পাহারা দেয়ার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একজন দারোয়ান নিয়োগ করল যেখানে উন্নত ও লোভনীয় খাদ্য-সামগ্রী, স্বর্ণ, মণি-মুক্তা ও সহজে বহনযোগ্য বহু মূল্যবান রত্ন রয়েছে। দারোয়ানকে এ শর্তে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যে, তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় বা একমাস পর্যন্ত এ রুমটি পাহারা দিতে হবে। এ সময়ে তাকে প্রত্যহ মাত্র দুবার খাদ্য ও পানীয় দেয়া হবে। সে উক্ত রুমে রক্ষিত কোন খাদ্য ও সম্পদ স্পর্শ করতে পারবে না। যদি

www.pathagar.com

চুক্তি লঙ্ঘন করে বিক্ষিপ্তভাবে রক্ষিত এ সকল দ্রব্যের কোনটি ভোগ করে বা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে তবে হাত ও পা কেটে দেয়া হবে। অপরদিকে সে যদি সফলতার সাথে তার পাহারাকার্য উক্ত নির্দিষ্ট মেয়াদে পূর্ণ করতে পারে তবে তাকে উক্ত খাদ্যসামগ্রী ও সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে। আর তাকে আরও জানিয়ে দেয়া হলো তার গতিবিধি রেকর্ড করে রাখার জন্য একটি স্বয়ংক্রীয় ক্যামেরা সেখানে স্থাপন করা আছে যা সে কোনভাবেই ফাঁকি দিতে সক্ষম নয়।"

বর্ণিত অবস্থায় উক্ত দারোয়ানের ভূমিকা কি হবে তা তার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে। সে যদি বিশ্বাস করে প্রকৃতপক্ষেই তার প্রতিটি মুহূর্তের অবস্থা রেকর্ড হচ্ছে এবং তার নিয়োগকর্তা তা সরাসরি যন্ত্রের সাহায্যে দেখছে এবং কোন কিছুই স্পর্শ না করলে তাকে মেয়াদান্তে অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে তবে সে অবশ্যই শত খাদ্য কষ্টে থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। কিন্তু সে যদি মনে করে নিয়োগকর্তার দেয়া তথ্য মোটেও সঠিক নয়, ক্যামেরা নামের কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, মেয়াদান্তে তাকে কিছুই দেয়া হবে না এবং নিয়োগকর্তা কিছুই আঁচ করতে পারবে না, কেবলমাত্র তাকে দিয়ে ঠিকঠাক মতো পাহারা দেয়ানোর জন্যই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তবে সে অর্ধভুক্ত না থেকে খাদ্য কিছুটা হলেও ভক্ষণ করতে পারে এবং যথাসম্ভব মণি-মুক্তা আত্মসাৎ করতে পারে। অতএব যদি সে এ ধরনের আত্মসাৎমূলক কাজ করে তবে মনে করতে হবে সে তার নিয়োগকর্তার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেনি। আর তাই বলা যায় যারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান বাস্তবে অনুসরণ করছে না অর্থাৎ সুদ সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তাদের ঈমানের মধ্যেই ত্রুটি রয়েছে।

এখন আমরা সুদখোর, সুদদাতা ও এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা জানব।

সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। যদি এরূপ না কর তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।"

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন বাস্তবিকই যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে তবে যেন সুদ ছেড়ে দেয়। সুতরাং আল্লাহর এ নির্দেশানুসারে যদি কেউ সুদ ছেড়ে না দেয় তবে সে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে, যে সুদ ছেড়ে দেবে না তার সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর

www.pathagar.com

রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। অপরাপর আয়াতে সুদখোরদের ব্যাপারে আরও ভয়াবহ সতর্ক বাণী রয়েছে। তাদেরকে নিশ্চিত জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে, যে জাহান্নামে রয়েছে অকল্পনীয় উত্তাপময় আগুন, বিষধর সাপ, খাদ্য হিসেবে রয়েছে কণ্টকযুক্ত যাক্কুম গাছ, ফুটন্ত পানি, রক্ত ও ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ। দুনিয়াতেও সুদের কুফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। সুতরাং এত কিছু জানার পরও যারা সুদ খায় ও দেয় তারা নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। আর ঈমানহীন কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না, তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। কেননা, মানুষ তার নিকট ভবিষ্যতেও বিশাল ক্ষতির বিনিময়ে বর্তমানে সামান্য সুখ বা সুবিধা গ্রহণে রাজি হয় না। যেমন ঃ কোথাও মারাত্মক বিষ মিশ্রিত সুদর্শন ও লোভনীয় খাবার সজ্জিত করা আছে। একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তা খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল আর এমন সময় অপর ব্যক্তি তাকে জানিয়ে দিল এ খাবারে মারাত্মক বিষ মিশ্রিত রয়েছে। আস্বাদন করামাত্রই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। এ অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তি সংবাদদাতার সংবাদ বিশ্বাস করে তবে ক্ষুধা সহ্য করে সে খাবার ত্যাগ করবে। আর তার খাবার গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ সংবাদের কারণে তা গ্রহণ না করার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, সে উক্ত সংবাদ বিশ্বাস করেছে। অপরদিকে সে যদি উক্ত খাবার গ্রহণ করে তবে তাতেই প্রমাণিত হবে সে সংবাদদাতার সংবাদ বিশ্বাস করেনি। সে উক্ত সংবাদদাতার উপর বিশ্বাস আনেনি অর্থাৎ বিশ্বাসী নয়।

তেমনিভাবে মহান আল্লাহ্ পাক সুদ না খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে উক্ত নির্দেশ অমান্য করার যে পরিণতি ঘোষণা করেছেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হলে উক্ত ঘোষণার পর আল্লাহর নির্দেশানুসারে সুদ থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে সুদ সংশ্লিষ্ট হওয়া তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। তথাপিও যদি কোন ব্যক্তি কোন না কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তবে তা-ই প্রমাণ করে যে সে আল্লাহ্, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও ক্ষমতার ব্যাপারে বিশ্বাসী বা ঈমানদার নয়। রাসূল সা. এর হাদীস হতে জানা যায় সুদের দাতা, গ্রহীতা ও সাক্ষী বা সহযোগীদের মর্যাদা সমান।

সুদ সংশ্লিষ্টদের পরকালীন অবস্থা

সুদ গ্রহীতা, দাতা ও সাক্ষীদের পরকালীন অবস্থা কি দাঁড়াবে তা আলোচনার পূর্বে পরকাল সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা সঙ্গত। ঈমান যে সকল বিষয়ের প্রতি আনতে হবে তার মধ্যে অন্যতম মৌলিক বিষয় হলো পরকাল। পরকালের উপর বিশ্বাস থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মে, আচার-

www.pathagar.com

আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, সে যদি মানসিক বিকারগ্রস্ত না হয় ভবিষ্যত ফলাফল হিসাব করে কাজ করে, সে তার মেধা ও শ্রম ব্যয় করে তার একটি বিনিময়, একটি ফলাফল আশা করে। যে কাজে সে বেশী বিনিময় পাবে, বেশী ভাল ফলাফল পাবে সে সেই কাজেই নিজের মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে চায়। এটি মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা। মানুষ ধার্মিক সাজে আবার ধার্মিক হয়, দানবীর সাজে আবার দানবীর হয় এবং সৎ লোক সাজে আবার কেউ সৎ লোক হয়। দু'জনের উদ্দেশ্যগত একটি মিল রয়েছে তবে লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য হলো আকাশ জমিন। দু'জনেই তার এ আচরণের দ্বারা কিছু সুবিধা পেতে, ভবিষ্যতে কিছু লাভ করতে চায়। এ দিক থেকে দু'জনের উদ্দেশ্য এক। আর পার্থক্য হল, যে সাজ গ্রহণ করে তার লক্ষ্য হল দুনিয়া আর যে প্রকৃতই উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তার লক্ষ্য হল আখিরাত বা পরকাল। যে ব্যক্তি ধার্মিকতা, দানশীলতা, সততার সাজ গ্রহণ করে সে মনে করে এর দ্বারা দুনিয়াতে তার সম্মান, ব্যবসায়িক উন্নতি, অর্থনৈতিক লেনদেনের বিশ্বস্ততা, সামাজিক সুদৃঢ় অবস্থানসহ বহু সুবিধা অর্জিত হবে। আর তাই সে এসব কিছুর প্র্যাকটিস করে থাকে। তারা পরকালের হিসাব খুব কমই করে থাকে। তবে তারা যে দ্বৈত সুবিধা পেতে চায় না এমনও নয়। তারা এর দ্বারা পরকালীন কিছু সুবিধাও আশা করে থাকে, যদিও দ্বৈত উদ্দেশ্যের ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্য হল তারা সমাজের লোক চক্ষুর অন্তরালে ভিন্নরূপ ধারণ করে এবং দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি গ্রহণ করলে পৃথিবীতে সুবিধা পাওয়া যাবে তাই গ্রহণ করে থাকে। আর নীতিগত দিক থেকে অনৈতিক হলে তা বৈধ করার বিষয়ে বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মুসলমানগণ ঈমানদার হওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তারা পরকালের প্রতি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী নয়।

আর যারা ধার্মিকতার পথ অবলম্বন করে, সততা অর্জন করে, ইসলামের বিধি-নিষেধ আন্তরিকতার সাথে পরিপালন করে তাদের লক্ষ্য হল পরকাল বা আখিরাত। দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা, তথাকথিত অনৈতিক মান-সম্মান তাদের কাছে মূখ্য নয়, একমাত্র পরকালকে আবর্তন করেই তাদের সকল কাজ সম্পাদিত হয়। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালেও একই নীতি অবলম্বন করে। নিজের সুবিধার জন্য যেমন অনৈতিক বিষয় গ্রহণ করার অজুহাত খোঁজে না তেমনি অসুবিধার কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে না।

এ দু'শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমে উল্লেখিত শ্রেণীর লোক দুনিয়াকে বেশী প্রাধান্য দেয়ার কারণে বিভিন্ন অজুহাতে সুদের লেনদেন হতে সাময়িক সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। আর অপর পক্ষের লোকজনের কাছে পরকাল মূখ্য হওয়ায় তারা

www.pathagar.com

সর্বাবস্থায় সুদের লেনদেন হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

মনে রাখতে হবে সুদের লেনদেনের একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অবশ্যই পরকালে ভোগ করতে হবে। কোন ব্যক্তি তা না জানার কারণেই সুদ গ্রহণ করুক বা দেশের পরিস্থিতি, আর্থিক সমস্যা, সামাজিক অবস্থা যে কোন অজুহাতেই সুদের লেনদেন হোক না কেন তার পরিণাম হতে বাঁচার কোন সুযোগ থাকবে না। কোন মানুষ তার পথ সংক্ষিপ্ত করার অজুহাতে না জানার কারণে বা জোর-জবরদস্তির ফলেও যদি চোরাবালিতে পা রাখে তার তলিয়ে যাওয়া যেমন নিশ্চিত তেমন না জানার কারণে হোক বা পরিস্থিতির অজুহাতে হোক কোন ব্যক্তি সুদের লেনদেনের সাথে জড়িয়ে পড়লে তারও পরিণাম ভোগ করা নিশ্চিত। কেননা এ সকল অজুহাত পরিণাম পরিবর্তনে সক্ষম নয়। সুদের দাতা-গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষীদেরকে যে পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে তার চিত্র কুরআন ও হাদীস হতে পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানতে পারি;
যারা সুদ খায় তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে এবং তথায় চিরকাল থাকবে। মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে এমন কোন সুযোগ রাখেন নাই যে এই এই পরিস্থিতিতে সুদ খেলে তাকে কিছুটা রেহাই দেয়া হবে। বরং তার জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টা নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। জাহান্নাম একটা অদৃশ্য বিষয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পবিত্র কালামে হাকীমে জাহান্নামের চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

"যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের অচিরেই আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেব, অতঃপর (পুড়ে যখন) তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন আমি তার বদলে নতুন চামড়া বানিয়ে দেবো, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে।" - আল-কুরআন ঃ সূরা ৪; আয়াত ৫৬

"অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য পাপী তারা থাকবে (জাহান্নামের) আগুনে, সেখানে তাদের জন্য থাকবে (আযাবের ভয়াবহতা) চিৎকার ও (যন্ত্রণার ভয়াল) আর্তনাদ।" –আল-কুরআন ঃ১১ ; ১০৬

"একটু পেছনেই রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। সে অতি কষ্টে তা গলধঃকরণ করতে চাইবে, কিন্তু গলধঃকরণ করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবে না। (উপরন্তু) চারদিক থেকে তার উপর মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে কোনমতেই মরবে না, বরং তার পেছনে (একের পর এক) ভয়ংকর আযাব আসতেই থাকবে।" - আল-কুরআন; ১৪ ঃ ১৬–১৭

www.pathagar.com

"(হে নবী) তুমি বল, এই সত্য (দ্বীন) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে এসেছে, সুতরাং যার ইচ্ছা সে (এর উপর) ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে (তাকে) অস্বীকার করুক, আমি তো এই (অস্বীকারকারী) জালেমদের জন্য এমন এক আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার আওতা তাদের পুরোপুরিই পরিবেষ্টন করে রাখবে। যখন তারা (পানির জন্য) ফরিয়াদ করতে থাকবে, তখন এমন এক গলিত ধাতুর মতো পানীয় দ্বারা তাদের ফরিয়াদের জবাব দেয়া হবে যা তাদের সমগ্র মুখমণ্ডলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, কি ভীষণ (হবে সে) পানীয়, আর কি নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়ের স্থানটি।" - আল-কুরআন; ১৮ ঃ ২৯

"অতঃপর এদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তায়ালাকে অস্বীকার করে তাদের (পরানোর) জন্য আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে, শুধু তাই নয়, তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচণ্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো সব গলে যাবে। তাদের (শাস্তির) জন্য সেখানে আরো থাকবে লোহার গদা। যখনই তারা (দোযখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থীর হয়ে) তার থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইবে তখনই তাদের পুনরায় (এই বলে) ধাক্কা দিয়ে তাতে ঠেলে দেয়া হবে, জ্বলনের প্রচণ্ড যন্ত্রণা আজ তোমরা আস্বাদন করো। - আল-কুরআন; ২২ ঃ ১৯-২২

"অবশ্যই (জাহান্নামে) জাক্কুম (নামের) গাছ থাকবে। (তা হবে) গুনাহ্গারদের খাদ্য, তা গলিত তামার মত পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে, তা যেন ফুটন্ত গরম পানি। ধরো একে অতঃপর হেঁচড়ে জাহান্নামের মধ্যস্থলের দিকে নিয়ে যাও, অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। (তাকে বলা হবে আযাবের) স্বাদ আস্বাদন করো। তুমি (না ছিলে) একজন শক্তিশালী ও অভিজাত মানুষ।" - আল-কুরআন; ৪৪ ঃ ৪৩-৪৯

"(তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের) উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানিতে এবং (ঘন) কালো রঙের ধূঁয়ার ছায়ায় – শীতল নয়, আরামদায়কও হবে না।"

- আল-কুরআন; ৫৬ ঃ ৪২-৪৪

"না, সে (জাহান্নাম) হচ্ছে একটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা, যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খুলে বের করে দেবে, (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের ডাকবে যারা সত্যের প্রতি অনীহা দেখিয়ে তার থেকে ফিরে এসেছিল।" – আল-কুরআন; ৭০ ঃ ১৫-১৭

অতএব যারা সুদ খায়, সুদ দেয় ও সুদের চুক্তি লিখে ও সাক্ষ্য দেয় তাদের প্রত্যেককেই উপরোক্ত করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে।

রাসূল আকরাম সা. সুদখোরদের বিষয়ে আরও বলেছেন –

www.pathagar.com

সামুরা ইব্ন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী সা. বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম। তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী সা. বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন ?) তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বললো, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।

পার্থিব জীবনে সুদের পরিণাম

ইতিপূর্বে সুদ সংশ্লিষ্টদের ঈমানের অবস্থা ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হল। সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হয় ঈমানহারা এবং পরকালীন জীবনও তার নিতান্ত ই দুঃখের। তবে তার প্রাপ্তিটা কি ? আসলে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় হারানো সত্ত্বেও যে কারণে মানুষ সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তার কারণ হল দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্মান-প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশা। তার সে প্রত্যাশা কি পূর্ণতা লাভ করে ? না, তার সে প্রত্যাশাও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সুদের কারণে সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ধ্বস নামে। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ যে সকল বিষয় হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ না করার কারণে যেমন পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হয় তেমনি দুনিয়াতেও ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। কেননা আল্লাহ্ বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই এ সকল বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। সুদও এমন একটি বিষয় যার অজস্র অকল্যাণ পৃথিবীতেই পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।" - সূরা আর্ রূম ঃ ৩৯

"আল্লাহ্ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দান সাদকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।"

www.pathagar.com

– সূরা বাকারা ঃ ২৭৬

পবিত্র কালামে হাকীমের উক্ত আয়াত হতে আমরা বুঝতে পারি সুদ দ্বারা সমাজের সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, বরং যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমেই সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সমকালীন অর্থনৈতিক ক্রমধারা পর্যালোচনায় দেখা যায়;

কর্মবিমুখতা বৃদ্ধি

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তির কাছে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকেও সে চিন্তা করবে বসে বসে খেতে থাকলে একসময় তা ফুরিয়ে যাবে। ফলে সে কর্মমূখী হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে উক্ত ব্যক্তি যদি তার অর্থ বিনিয়োগ করে সুদের মাধ্যমে অর্থ আয় করার সুযোগ পায় তবে ব্যবসায় টাকা খাটানোর ঝুঁকি না নিয়ে সুদে টাকা খাটিয়ে নিজে কর্ম বিমুখ থাকবে। ফলে সমাজের উৎপাদন হ্রাস পাবে।

সমাজের নিঃস্ব শ্রেণীর ক্রমবৃদ্ধি

যে সকল লোক দারিদ্র্যতার কারণে সাময়িক কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে স্থায়ী সম্পদ জামানত দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় না। ফলে সে এক ঋণ পরিশোধ করতে আবারও ঋণ করে। এভাবে সুদে আসলে তাদের ঋণের ভার বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। সবশেষে ঋণদাতার জবর দখলের বলি হয়ে সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এভাবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সম্পদ সুদখোরদের করতলগত হয়ে সমাজের শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি পায়, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিরাট অন্তরায়।

শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়

সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের ফলে শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যায়। সাধারণতঃ শিল্প স্থাপনের পূর্বে শিল্পপতিগণ বাজার যাচাই করে উচ্চ মাত্রায় মুনাফা প্রক্কলন করে। আর প্রক্কলিত মুনাফা হতে সুদ সহজেই পরিশোধ সম্ভব হবে এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চ হার সুদে ঋণ গ্রহণ করে শিল্প কারখানা স্থাপন করে। কিন্তু বাজার সব সময় স্থিতিশীল থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে কখনো কখনো শিল্প কারখানার মুনাফা ব্যাপক হারে হ্রাস পায় এবং কখনো কখনো ব্র্যাক ইভেন পয়েন্টে চলতে থাকে। এমতাবস্থায় স্বল্প মুনাফা বা শূন্য মুনাফা হতে ঋণের সুদ প্রদান করতে হয় বিধায় শিল্পপতি নিজ গৃহে মুনাফার অংশ তুলতে পারে না। বাজারে মন্দা দেখা দিলে শিল্প কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেও ঋণের সুদ

www.pathagar.com

পরিশোধ করতে হয়। ফলে ধীরে ধীরে চলতি মূলধন নিঃশেষ হয়ে যায়। এক সময় চলতি মূলধনের অভাবে শিল্পটি আর পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এমনকি এক সময় ঋণের সুদও আর পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ফলে ঋণের ভার সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে উদ্যোক্তার আওতা বহির্ভূত হয়ে যায়। তখন ঋণদাতা তার সুদ আসল আদায়ের জন্য উদ্যোক্তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, তার শিল্প কারখানা নিলাম হয়, সে শিল্পপতি হতে নিঃস্বে পরিণত হয়। এভাবে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় বহু শিল্প কারখানার সলীল সমাধি ঘটে। দেশের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে সম্পদ হ্রাস পায়, কর্মজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে সমাজের বোঝায় পরিণত হয়।

দরদী সমাজ গঠনের অন্তরায়

সুদভিত্তিক অর্থনীতি দরদী সমাজ গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে নীচতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। দরদী সমাজ ব্যবস্থায় কোন একজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, দ্বীনি ভাই সাময়িক অর্থ সংকটে পতিত হলে যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ রয়েছে সে কর্জে হাসানা দিয়ে সহযোগিতা করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে সংকটাপন্ন ব্যক্তি তার অসুবিধা দূর করতে পারে এবং উদ্বৃত অর্থের মালিকও কর্জে হাসানা দিয়ে নেকী অর্জন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার অনুরূপ প্রয়োজনে অপরের সহযোগিতা পাওয়ার নিশ্চয়তা পায়। কিন্তু সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে উদ্বৃত অর্থ-সম্পদের মালিক হিসাব করে আমার উদ্বৃত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রাখলে নির্দিষ্ট পরিমাণে সুদ পাওয়া যাবে। ফলে সে তার উক্ত অর্থকে উদ্বৃত অর্থ মনে করে না এবং সুদ আয় হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে কাউকে কর্জে হাসানা দিতে চায় না। ফলে কোন ব্যক্তি অন্নাভাব, চিকিৎসাসহ সংকটময় মূহূর্তে অর্থের সংস্থান করার জন্য সুদের বিনিময়েই ঋণ গ্রহণ করে। এ কারণে পরবর্তীতে তাকে বর্ধিত অর্থসহ দায় পরিশোধ করতে হয়। ফলে তার সম্পদ হ্রাস পায় কখনো কখনো সময়মত পরিশোধ করতে না পারার কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করে নেয়। এক সময় সুদে আসলে মিলে তার মোট সম্পদ অপেক্ষাও বেশী হয়ে যায়। তখন সুদখোর আর সময় বৃদ্ধি না করে তার সম্পদ দখল করে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে চরম স্বার্থপরতার নজির স্থাপন করে।

এতো গেল সুদদাতার দূরবস্থার কথা। সুদখোরের পার্থিব ক্ষতিও অতিশয় ব্যাপক। সুদখোর বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন ঃ

সুদখোরের ক্ষতিজনক অবস্থার মধ্যে সব থেকে জঘন্যতম অবস্থা হলো তার চরিত্র ও মানসিকতা তাকে সব থেকে নীচু স্তরে নামিয়ে দেয়। মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

"কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান আপন স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ঃ ব্যবসায় তো সুদের মতই জিনিস। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম।" – সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, সুদখোরদের বর্ণিত অবস্থাটা হবে হাশর/কিয়ামতের সময় যখন তাদেরকে উঠানো হবে। কোন কোন তাফসীরকারক সুদখোরদের ইহকালীন জীবনেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াকে বুঝিয়েছেন।

সুদখোরদের আখিরাতে পাগল ও জ্ঞানশূন্য করে উঠানো হবে। আমরা দুনিয়াতে যদি সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করি তবে সুদখোরদের পাগলামী ও জ্ঞানশূন্যতা দেখতে পাব। পাগলের বৈশিষ্ট্য হল তারা সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, নীতি-দুর্নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। আর সুস্থ জ্ঞান হল এ সকল বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। সুদখোরদের সেই সুস্থ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না এবং এরা পাগল যেমন পরিণাম চিন্তা না করে নিজের খেয়াল খুশিমত কাজ করে সুদখোরও তেমনি করে থাকে।

মহান আল্লাহ্ সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে এ দু'টির পার্থক্য আকাশ জমিন। সুদ গ্রহীতা হবে জাহান্নামী আর সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার মুসলিম ব্যবসায়ী হবে জান্নাতে নবী ও সিদ্দীকীনদের সাথী। অথচ সুদখোররা সুস্থজ্ঞান শূন্য হওয়ার কারণে এ পার্থক্য বুঝতে পারে না।

একজন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাকে সহযোগিতা করা নৈতিকতার দিক থেকে অপরিহার্য। পাগলের মত সুদখোরদেরও এ অনুভূতি মোটেও থাকে না। আর তাই ঋণ গ্রহীতার সংকট হয় যত জটিল তাদের সুদের হারও হয় তত বেশী। একজন সুদখোর ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দানের বিনিময়ে দীর্ঘদিন সুদ পাওয়ার পরও অবশেষে বকেয়া ঋণের সাথে চক্রবৃদ্ধি হারে আরও সুদ যোগ করে তাকে নিঃস্ব করে দেয়। এভাবে একজন সুদখোরের পার্থক্য করার মত বিবেকের মৃত্যু ঘটে, সে জ্ঞানশূন্য পাগল হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ সুদখোর কখনোই তার সম্পদের আধিক্যে সন্তুষ্ট হতে পারে না। ফলে পাগল যেমন দিক বিদিক ঘুরতে থাকে তেমন সুদখোরও কোথায় সুদে টাকা খাটানো যায়, কিভাবে সুদের মাধ্যমে আয় আরও বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য দিওয়ানা হয়ে ঘুরে ফেরে। ফলে

www.pathagar.com

তারা মানবতাবোধ হারিয়ে হীনতা, নীচতার ন্যূনতম স্তরও অতিক্রম করে বসে। তাদের মধ্যে মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকে না।

সুদখোরের অর্থনৈতিক ঝুঁকি

সুদখোর দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের অর্থ-সম্পদ রক্তচোষার মত চুষে নিলেও এক সময় তারও করুণ পতন ঘটে থাকে। এ পতন সে জীবদ্দশায়ও দেখে যায়– অন্ততঃ তার উত্তরাধিকারীদেরকে তো তা অবলোকন করতে হয়ই। কারণ সুদখোরেরা যে ঋণ দিয়ে থাকে তার বিনিময়ে যেমন সুদ পেয়ে থাকে তেমন তার আদায় না হওয়ার ঝুঁকিও কম নয়। যারা সুদ সংশ্লিষ্ট হয় তাদের মধ্যে পরকালের ভয় থাকে না। আর তাই কারো অর্থ আত্মসাৎ ও তাদের কাছে তেমন কোন ঘোরতর অপরাধ নয়। ফলে অনেক ঋণ গ্রহীতাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঋণ দাতার ঋণ শোধ করতে পারে না বা করে না। আর ঋণ দাতাও অধিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রত্যাশায় তার সকল সম্পদ এমন কি ধার-কর্জ করে অনেকের সম্পদ পুঞ্জিভূত করে সুদে অর্থ লগ্নী করে থাকে। যখন তারা এ সকল অর্থ আদায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় তখন তারাও নিঃস্ব হয়ে পড়ে নিজেরাই দেউলিয়া হয়ে যায়। আমরা অতীতকালের অমুসলিম মহাজনদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে এ নির্মম সত্যটি প্রত্যক্ষ করতে পারব। তাদের অনেকেরই উত্তরসূরীরা এখন নিঃস্ব। এ অবস্থাটি যে শুধু ব্যক্তি সুদখোরের ক্ষেত্রে সত্য তা-ই নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সুদখোর তথা ব্যাংকের ক্ষেত্রেও তা প্রায়ই সত্য। আর তাই আমরা ব্যাংকিং এর ইতিহাস খুঁজলে হাজারো ব্যাংকের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াপনার ঘটনা জানতে পারব। বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকই তাদের ব্যর্থতা কৃত্রিমতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। যেমন একজন ঋণ গ্রহীতা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তার ঋণের সীমা অনাদায়ী সুদ পর্যন্ত বাড়িয়ে নবায়ন করে, পুনঃতফসীল করে অনাদায়ী হওয়ার তথ্য গোপন করে রাখে। সুতরাং সুদদাতাই যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিষয়টি এমন নয়। সুদখোরও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সুদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কুফল

এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুদখোর ও সুদদাতার হাজারো ক্ষতিকারক বিষয়ের মধ্য হতে এমন কতিপয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হল যা সহজবোধ্য। এ পর্যায়ে যদি দেশের তথা বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সুদের প্রভাব সংক্রান্ত সমীক্ষা চালানো হয় এবং তথ্য-উপাত্তসহ সুদের কুফল তুলে ধরা হয় তবে এর বিভৎস চিত্র দেখে চোখ স্তিমিত হয়ে যাবে। তবে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার সুবিধার্থে আমরা সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সুদের ভয়াবহ প্রভাবের যৎসামান্য দু'একটি কুফল আলোচনা করব।

আমরা কি চিন্তা করেছি যে, দ্রব্যমূল্যের মাত্রাহীন উর্ধ্বগতিতে জনগণের

www.pathagar.com

নাভিশ্বাস, শ্রমের অন্যায় মাত্রায় স্বল্প মূল্যের কারণে মানবেতর জীবন-যাপন এবং চরম বেকার সমস্যায় জর্জরিত কর্মহীন যুবকের নির্মম আত্মহুতির পেছনের মূল কারণটি কি ? এর অন্যতম কারণ হলো সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণেই বাংলাদেশের মানুষ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দিশেহারা, দেশের যুব সমাজ আপন পরিবার পরিত্যাগ করে নির্বাসিত তথা অবহেলিত দুঃখের প্রবাসী জীবন গ্রহণ করে নিয়েছে।

কথাটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশগামী একজন শিক্ষিত যুবককে আপনি ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা! আপনি যে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ যাচ্ছেন এবং প্রবাসী জীবনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিচ্ছেন সে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যবসা করেন না কেন ? আপনি দেখেন সে কি উত্তর দেয়। তখন আপনার এ প্রশ্ন হয়ত তার মধ্যে আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা করবে, মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে কি ব্যবসা করব ? প্রকৃতপক্ষে স্বল্প টাকার ব্যবসা করা বেশ কঠিন। কেউ সাহস করে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসায় নামলে লোকসানের হিসাব মিলিয়ে পুনরায় ঘরে ফিরতে হয়। এর মূল কারণ হলো বৃহদায়তনের শিল্প এবং বৃহদাকারের ব্যবসা। বৃহদাকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৃহদায়তনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যাতাকলের চাপে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারছে না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ন্যূনতম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য বৃহদাকারের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দৌরাত্মের কারণে বাজারজাত করতে পারছে না। শিল্পপতিরা একদিকে বাহারী বিজ্ঞাপনের বদৌলতে ক্রেতাদেরকে নিম্নমানের পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করছে, অপরদিকে কর্মহীন নিরূপায় শ্রমিকদেরকে স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়ে কম মূল্যে পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। গতিহীন বেকার যুবকদেরকে বিপণনে স্বল্প বেতনে ব্যবহার করছে। ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় বাজারে টিকে থাকতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে এ সকল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের কাছেই ফিরে আসছে এবং তাদের পণ্যই বাজারজাত করছে অথবা তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। এতে ফলাফল হল দেশের ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকগণ নিজেরা যেখানে লোক নিয়োগ করে স্বল্প পরিসরে উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারত সেখানে তারা বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে উক্ত বৃহদায়তনের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা পণ্যের বিক্রেতা হচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে দেশের মোট উৎপাদন কম হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ এ সকল ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকগণ আত্মকর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেউ শ্রমিক হিসেবে কেউ কর্মচারী হিসেবে চাকুরী

www.pathagar.com

নেয়। এ সুযোগে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিপতিরা তাদেরকে ইচ্ছে মত স্বল্প মজুরী প্রদান করে তাদের রক্ত চুষে নিচ্ছে এবং তাদের সাথে প্রভুসুলভ আচরণ করছে। তৃতীয়তঃ ক্ষুদ্র উৎপাদকগণ বাজারে টিকে থাকতে পারছে না বিধায় তারা বাজারে একক প্রভাব বিস্তার করে পণ্য সামগ্রীর ইচ্ছেমাফিক দাম হাঁকাচ্ছে। আর তাই আজকের সমাজে আমরা ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক দূরবস্থা বা ব্যাপক বৈষম্য অবলোকন করছি। এ সকল বৃহদাকারের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও একচেটিয়া বাজার দখলের মূলে রয়েছে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বদৌলতে চৌদ্দ কোটি মানুষ সমৃদ্ধ দেশের সিংহভাগ সম্পদ হয়ত মাত্র চৌদ্দ হাজার মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে। তারা সুদের বিনিময়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। আর ব্যাংক কাজ করছে আর্থিক ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে। তারা দেশের জনসাধারণের ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলোকে সামান্য সুদের বিনিময়ে আত্মীভূত করে নিচ্ছে। অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থ সংগ্রহ করে উক্ত সংগৃহীত অর্থ সুদের বিনিময়ে বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বৃহদায়তনের শিল্প মালিকদেরকে দিয়ে তাদের একচ্ছত্র আয়ত্বে বাজার হস্তান্তর করে সেই জনসাধারণকেই আবার তাদের মুখাপেক্ষী করছে। সমাজে যদি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত না থাকত শিল্প উদ্যোক্তারা মাত্র দশ শতাংশ অর্থের যোগান দিয়ে বৃহদাকারের শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হত না। তাদের শিল্পের আয়তনও থাকত ছোট। আর ক্ষুদ্র পুঁজির মানুষগণও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে পারত। অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করে মুনাফার ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন করতে সক্ষম হত। এতে জাতীয় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। অধিক সংখ্যক উৎপাদক থাকায় প্রতিযোগীতা বেশী থাকত। সমগ্র দেশে বাজার সৃষ্টি করতে হত না বিধায় বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যয় কম হত। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় হত বিধায় উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং মানুষ স্বল্প মূল্যে পণ্য সামগ্রী পেত। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মুনাফার বণ্টন হত বিধায় তাদের ব্যবধান কম থাকত। শিল্পপতিদের ন্যায় প্রভুসুলভ আচরণ করার সুযোগ থাকত না বিধায় মানুষ মানুষের মর্যাদা পেত। বর্তমান অবস্থার মত একজন মার্সিডিজ গাড়িতে চড়বে আরেকজন নিরাপদ পা নিয়ে হাঁটার জন্য একজোড়া জুতাও পাবে না এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। তাছাড়া বৃহদায়তন উৎপাদনকারীগণ সুদভিত্তিক মূলধন ব্যবহার করার কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের সাথে আনুপাতিক হারে সুদ যোগ করে নেয়। ফলে পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলে হল সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমাজে ব্যাপক হারে মধ্যস্বত্বভোগী তৈরী হয়। কারণ মধ্যস্বত্বভোগীরা সুদের বিনিময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা কৃষকসহ ক্ষুদ্র উৎপাদকের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে গুদামজাত করে রাখে, আর অল্প অল্প করে ধীর গতিতে পণ্য

www.pathagar.com

বিক্রয় করে বাজারে সংকট সৃষ্টি করে রাখে। যখন বাজারে পণ্য সংকট দেখা দেয় তখন অসহনীয় পর্যায়ে দাম বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাদেরকে আর্থিক শোষণের মধ্যে ফেলে মূলধনের সুদসহ বহুগুনে মুনাফা হাতিয়ে নেয়। এমনকি একজন কৃষক দেহের বহুল ঘাম ঝরিয়ে যে পরিমাণ মুনাফার মুখ দেখে না মধ্যস্বত্বভোগীরা তার বহু গুন হাতিয়ে নেয়। সুদের বদৌলতে মধ্যস্বত্বভোগীরা এ প্রক্রিয়ায় সমাজে শোষণ করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বহুলাংশে হ্রাস পেতে থাকে এবং তাদের নাভিশ্বাস অবস্থায় পড়তে হয়। সুদের বদৌলতে এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা যদি মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম না হতো তাহলে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্রয়-বিক্রয় হতো। ফলে উৎপাদকগণ বেশী দাম পেতো এবং ক্রেতারাও অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য ক্রয় করতে পারতো। সাধারণ মানুষ এ সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়তো না।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সমীক্ষা, তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট করা যেত। এখানে কেবল সুদের সেই সকল কুফলসমূহই আলোচনা করা হল যেগুলো সকলের নিকট প্রতিভাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুদের যে কুফলই শুধু আছে এমন নয়। কিছু সুফলও থাকতে পারে যেমন রয়েছে নিষিদ্ধ পানীয় মদের মধ্যেও। তবে সে সুফলটি তার কুফলের তুলনায় খুবই নগণ্য। আর নগণ্য সুফলের বিনিময়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া কখনোই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং পার্থিব শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ত্যাগ করা অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঃ

- সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজেকে ঈমানদার দাবী করলেও প্রকৃতার্থে তারা ঈমানদার নয়।
- সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি তওবা না করে তবে পরকালীন জীবনে জাহান্নামে নিপতিত হবে।
- সুদ পার্থিব জীবনেও ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

অতএব একজন মুসলমান এমনকি যে কোন মানুষের জন্যই সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয়। যেহেতু বর্তমান সুদী ব্যবস্থার বৃহৎ ধারক-বাহক হল সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা সেহেতু একজন মুসলমানের পক্ষে উক্ত ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

সমস্যার ইসলামী সমাধান

সুদের ভয়াবহতা আলোচনার পূর্বে প্রচলিত/ প্রথাগত ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে আধুনিক অর্থব্যবস্থায় এ সকল ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে অথচ এ ধরনের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে কোন মুসলমানেরই সংশ্লিষ্ট হওয়া কোনভাবেই সঙ্গত নয়। তাহলে ইসলাম এর কি সমাধান দেয় ? আমরা জন্মাবধি কাল হতে জেনে এসেছি ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে হাকীমে ইরশাদ করেছেন ঃ

"আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" - সূরা মায়েদা ঃ ৩

এ আয়াতটি রাসূল সা. কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পরের আয়াত। এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয় মানুষের জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার যথার্থ সমাধান খোঁজার জন্য ইসলামের গণ্ডির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে। মহান আল্লাহ্ পাকের বাণীতে অণু-পরমাণু পরিমাণ সন্দেহ সংশয় নেই। সুতরাং আল্লাহ্ পাক মনোনীত ইসলামের আওতাভুক্ত থেকে অবশ্যই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। এ সকল সমস্যার সুন্দর সমাধান বর্তমানেও আছে এবং রাসূল সা. এর যুগেও ছিল। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমেই আলোচনা করব রাসূল সা. এর যুগের এবং পরবর্তী চার খলিফার যুগের ত্রিশ বছরের ব্যবস্থা; অতঃপর আলোচনা করব বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী সমাধান কি ?

ইসলামী যুগের ব্যবস্থা

আমরা পরিবর্তিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাংকের ন্যায় যেরূপ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতা অনুভব করছি রাসূল সা. এর জীবদ্দশায় এবং খিলাফতের পরবর্তী ত্রিশ বছরে অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এর অর্থ এ নয় যে আমরা বর্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে ব্যাংকের অভাব বোধ করি তখন এ সমস্যাগুলো ছিল না। বরং তখনও এ সমস্যাসমূহ ছিল। কিন্তু ইসলাম এমনই এক সুশীল সমাজ উপহার দিয়েছিল যে,

www.pathagar.com

আল্লাহর অপার করুণায় ঐ সকল সমস্যাসমূহের আরও সুন্দর, শান্তিপূর্ণ, দরদপূর্ণ পদ্ধতি ও কল্যাণময়তার সাথে সমাধান হয়েছে। ফলে মানুষ এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের অভাববোধ করেনি। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল পন্থায় এর সমাধান হয়েছিল তা আমরা না জানলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল হওয়া সম্ভব নয়। প্রথাগত ব্যাংকসমূহের সার্ভিসসমূহের চাহিদা তখন যেভাবে পূরণ হয়েছিল আমরা তা ক্রমধারায় বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি মানুষ তার অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকসমূহের সেবা গ্রহণ করা অপরিহার্য মনে করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কখনো আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেনি। মানুষের মধ্যকার উচ্চ মানের তাকওয়া, ইসলামী অনুশাসন ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়সঙ্গত বিচার ব্যবস্থা এমনই এক নিরাপদ জনপদ উপহার দিয়েছিল যে একজন দুর্বল নারীও যদি বহুমূল্যবান সম্পদ প্রকাশ্যে নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একাকী চলতে থাকত তবে তার মধ্যে হিংস্র প্রাণী ছাড়া আর কোন কিছুর ভয়ই জন্মাত না।

রাসূল আকরাম সা. এর যুগ এবং খিলাফতের পরবর্তী ত্রিশ বছর মানুষের সম্পদ ও রক্ত এতই নিরাপদ ছিল যে, এর অন্যায় নিঃস্বরণ ছিল কেবলই ইতিহাস। ফলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ভয়ে সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রয়োজনীয়তা সে সমাজে মোটেও ছিল না। রাসূল আকরাম সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ একটি নিরাপদ অবস্থা বিরাজমান থাকার একমাত্র কারণ ছিল খোদাভীতি ও ইসলামী শাসনের বাস্তব প্রয়োগ। মহান আল্লাহ্ পাক মানুষের অর্থ সম্পদের নিরাপত্তার জন্য যে শাশ্বত পদ্ধতি অবতীর্ণ করেছেন তা হলো–

বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। প্রতিটি মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং বিচার দিবসে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও বিচার দিবসের নিশ্চিত সত্য হওয়ার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে থাকে। সেই সমাজের মানুষ বিশ্বাস করে কোনভাবে পৃথিবীর মানুষকে ফাঁকি দিয়ে / শক্তি দিয়ে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা গেলেও বিচার দিবসে অবশ্যই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে চড়ামূল্য দিতে হবে। অর্থাৎ নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। আর সে ভয়ে কোন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করাতো বহু দূরের কথা, কোনভাবে ভুলক্রমেও অপরের সম্পদ নিজের আয়ত্বে চলে আসে কিনা সে ভয়ে থাকত সর্বদা সতর্ক। ফলে সে

www.pathagar.com

সমাজে অপরের সম্পদ চুরি, ছিনতাই বা আত্মসাৎ করার কোন অবস্থা ছিল না, যেমন মহান আল্লাহ্ পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; লেনদেন তো পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিও যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান। যে ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম সহকারে এইরূপ করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আগুনে নিক্ষেপ করব আর আল্লাহর পক্ষে ইহা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।" - আল কুরআন; ৪ ঃ ২৯ -৩০

রাসূল আকরাম সা. বলেছেন ঃ
ইবনে উমর রা ঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা.বলেন, প্রত্যেক আত্মসাৎকারী লুটেরার হাতে কিয়ামতের দিন একটি বিশেষ পতাকা থাকবে, এর মাধ্যমে তাকে চিহ্নিত করা যাবে। - বুখারী

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন যে কারো এক বিগত জমি জোর দখল করেছে কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেয়া হবে। - মুয়াত্তা, মেশকাত)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মনে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও পরকালের জবাবদিহিতার নিশ্চিত ধারণা বদ্ধমূল থাকায় এ সকল মানুষের পক্ষে অপরের সম্পদের দিকে অন্যায়ভাবে হাত বাড়ানো সম্ভব ছিল না। আর তাই সেই সমাজের প্রতিটি মানুষের অর্থ সম্পদ ছিল খুবই নিরাপদ। তবে সেই ইসলামী সমাজেও ছিল কিছু মুনাফিক, কিছু অদূরদর্শী, অশিক্ষিত ও অপরিণামদর্শী, লোভী ও অবিশ্বাসী মানুষ। এ সকল মানুষ দ্বারাও যেন মানুষের সহায় সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে তার জন্য রয়েছে ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা। ইসলামে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কঠোর আইন রয়েছে। যেমন ঃ পবিত্র কালামে হাকীমে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে।" - সূরা মায়েদা ঃ ৩৮

হাদীসে উল্লেখ আছে – হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ স্বর্ণমুদ্রার (দীনারের) এক চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণ চুরির দায়ে চোরের হাত কর্তিত হবে।

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তার সকল নাগরিকের অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে চোরের হাত কাটার মত কঠোর বিধান রয়েছে। আর এ আইনটি যে

www.pathagar.com

কেবল আইনের বইয়ের মধ্যেই বন্দী ছিল এমন নয়। খোদায়ী খিলাফত ব্যবস্থা পক্ষপাতমূলক আচরণের উর্ধ্বে থেকে সকলের জন্য সমানভাবে উক্ত আইন কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজ থেকে সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা দূরীভূত করেছিল। যেমন ঃ

"হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল, তা কুরাইশদেরকে অত্যন্ত অস্থির করে তুলেছিলো। তারা বললো, কে রাসূল সা. এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে ? উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত আর কে এ নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে ? কারণ সে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ সা. এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করলো। এরপর তিনি (ক্ষুব্ধ হয়ে) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ হে মানুষেরা! (জেনে নাও) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতি এ ছিল যে, যখন কোন ভদ্র-সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে অসহায়-দুর্বল চুরি করতো, তখন তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম যদি (আমি) মুহাম্মদ সা. এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে মুহাম্মদ সা. নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবে। - বুখারী; হুদুদ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. কর্তৃক তার ছেলের উপর শরীয়ার আইন প্রয়োগের বিষয়টি সুবিদিত। এমনিভাবে ইসলামী সমাজে তাকওয়াভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, কঠোর আইন ও তার নিরপেক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের অস্থাবর সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। ফলে সম্পদের নিরাপত্তার জন্য তেমন জরুরী ছিল না বিধায় আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য ছিল না।

ব্যক্তিগত আমানত

সম্পদের নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিভিন্ন কারণে তার অস্থাবর সম্পদ অন্যের কাছে আমানত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে আমানত রক্ষা ছিল একটি পবিত্র দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী ও হযরত মুহাম্মদ সা. এর নির্দেশনার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে অনুপম আমানতদারিতা গড়ে উঠে। আমানত সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন ঃ

"(হে ঈমানদারগণ!) আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে তাদের (যথার্থ) মালিকের কাছে সোপর্দ করে দেবে, আর যখন

www.pathagar.com

মানুষের মাঝে তাদের (কোন কিছুর) ব্যাপারে তোমরা বিচার ফায়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করো, আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদের যা কিছু উপদেশ দেন তা সত্যিই সুন্দর! আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন ও শোনেন।"
- সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৮

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খিয়ানত করো না।"
- সূরা আনফাল ঃ ২৭

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সা. অনুসারী মুসলমানদের মধ্যে আমানতদারিতা গড়ে উঠার কারণে যে সকল মুসলমানগণ তাদের অস্থাবর কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখার প্রয়োজনবোধ করতেন তারা আমানতকৃত সম্পদ ফেরত পাওয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তাসহ অনায়াসেই অপর মুসলমানের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারতেন। সুতরাং আমানত রাখার জন্য আধুনিক ব্যাংকের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতা দেখা দেয়নি।

অর্থ সংস্থান

অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়টির সমাধানের পর আসে অর্থ সংস্থানের সমস্যা। মানুষ বিভিন্ন কারণে অর্থ সংস্থানের জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান এবং ব্যবসায়িক প্রসারকল্পে অর্থ সংস্থান। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উভয়বিধ অর্থ সংস্থানেরই সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এ পর্যায়ে আমরা প্রথম জানবো ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান, অতঃপর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ সংস্থানের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কি ব্যবস্থা ছিল।

ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান

বর্তমানে ক্রেডিট কার্ড, কনজুমার লোন, কৃষি লোনসহ বিভিন্ন খাত উল্লেখপূর্বক ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে, যার অধিকাংশই ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সংকটাপন্ন হয়ে থাকেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে এর দরদী সমাধান বিদ্যমান ছিল।

কর্য/আরিয়া

মানুষ কখনো কখনো সাময়িকভাবে অর্থাভাবে পতিত হতে পারে। বিষয়টা যদি এ রকম হয় লোকটি সামর্থবান কিন্তু কোন কারণে সাময়িকভাবে অর্থাভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যতে এ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব তবে এ ব্যক্তির জন্য কর্জে হাসানা গ্রহণ করার সুন্দর সুযোগ ছিল। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কর্জে হাসানা প্রদান করার মত আগ্রহী যথেষ্ট লোক ছিল এবং কর্জে হাসানা গ্রহীতাগণ

www.pathagar.com

ছিল তা পরিশোধে সদা উদগ্রীব। আর এ অবস্থাটি তৈরী হওয়ার মূলে রয়েছে ঈমানদারদের প্রতি মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী এবং রাসূল আকরাম সা. এর উপস্থাপিত আদর্শ। পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

মুমিনরাতো পরস্পর ভাই। - হুজরাত-১০

তোমরা যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস তাহলে যমীনে বড়ই ফেৎনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। - আনফাল-৭৩

তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে। –হাশর-৯

ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন যারা রহম করে, রহমান তাদের প্রতি রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো যেনো আসমানবাসী তোমাদের প্রতি রহম করেন। -তিরমীযি

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খেলো এবং তার নিকটস্থ প্রতিবেশী অনাহারে রইলো, সে মুমিন নয়। -বায়হাকী

আবদুল্লাহ বিন ওমর রা. হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ লোকদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় কে? রাসূল সা. বললেন ঃ লোকদের ভেতর আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের বেশী উপকার করে; আর আমলের মধ্যে আল্লাহর কাছে সব থেকে পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, তুমি কোন মুসলমানের বিপদ মুছিবত দূর করবে, অথবা তার দেনা পরিশোধ করে দেবে অথবা তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে তাকে খুশী করবে। জেনে রেখো, এই মসজিদে এক মাস ইতিকাফ করার চাইতে কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সঙ্গে চলা আমার কাছে বেশী প্রিয়। যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করলো, অবশ্য সে চাইলে তা পূর্ণ করতেও পারতো- তার দিলকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণার্থে তার ভাইয়ের সঙ্গে চললো এবং তা পূর্ণ করে দিলো, আল্লাহ তার পদযুগলকে সে দিন স্থিরতা দান করবেন, যখন তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

আবূ হুরাইরা রা. নবী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সা. বলেছেন ঃ একজন বণিক লোকদের কর্জ প্রদান করত কিন্তু সে তার ঋণ গ্রহীতাদের কাউকে অসচ্ছল ও দারিদ্র্য পীড়িত দেখলে নিজের লোকদের বলতো, তাকে ক্ষমা করে দাও। হতে পারে এ জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং আল্লাহ্ সত্যই তাকে ক্ষমা করে দিলেন। - বুখারী

www.pathagar.com

যাকাত

সামর্থবান মুসলমানদের সাময়িক অর্থ সংকট কর্জে হাসানার মাধ্যমে লাঘব করা যেতো কিন্তু সমাজে এমন লোকও আছে যে বর্তমানে অর্থিক ভাবে সংকটাপন্ন এবং কর্জে হাসানার মাধ্যমে সংকট নিরসন করলেও পরবর্তীতে তা পরিশোধের সুযোগ থাকে না। ফলে এ সকল ব্যক্তিগণ সাময়িক অর্থসংকট নিরসনে ঋণ গ্রহণ করেও তা থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রানের সুযোগ পায় না বরং বর্তমান অবস্থা হতে ভবিষ্যতের অবস্থা আরও করুণ হতে পারে। ইসলাম এ সকল অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় অর্থ সংকটাপন্ন মানুষ যাকাত তহবিল হতে নিজের জন্য অর্থ সংস্থান করতে পারে। ফলে তাকে জাহিলী যুগের সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়ে অধিক মাত্রায় বিপদগ্রস্ত হতে হতো না।

ব্যবসায়িক অর্থ সংস্থান

ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ সংস্থানের বিষয়টি আলোচিত হলো। অতঃপর সমস্যা থাকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ সংস্থানের। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে। যেমন ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার প্রয়োজনে। আর ব্যবসায়িক কাজে যে সকল কারণে বা চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য অর্থ সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তা হলো– ১. ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় ২. পণ্যের পরিবহন ৩. পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ৪. বিপণন বা বাজারজাতকরণ ৫. কর্মচারীদের বেতন ৬. শিল্পের জন্য মেশিনারীজ ক্রয় ও ভবন বা অবকাঠামো নির্মাণ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকে অত্যন্ত ইনসাফভিত্তিক পন্থায় অনুরূপ সমস্যাসমূহের সমাধান করা হত। আর তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ব্যক্তিগত মূলধন

তৎকালীন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বৃহদায়তনের এমন কোন ব্যবসা বা শিল্পের প্রাদুর্ভাব ছিল না যে কোন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগিতার মুখে পুঁজি বিনষ্ট করে ব্যবসা গুটিয়ে বাজার থেকে বিতাড়িত হতে হত। ফলে ক্ষুদ্র পুঁজির অধিকারীরাও সীমিত গণ্ডিতে নিজের পুঁজির ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে জীবিকা সংগ্রহের সুযোগ পেত এবং ক্রমধারায় ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারত। ফলে নিজস্ব পুঁজিতেই ব্যবসা করতে সক্ষম হত।

অংশীদারিত্বে ব্যবসা

কখনো কখনো ব্যবসার ধরন, পরিধি, ভৌগলিক অবস্থান, আর্থিক ও দৈহিক অবস্থার কারণে এককভাবে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনা সম্ভব হয় না। এ সকল

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়, বর্তমানেও যার উদাহরণ বিদ্যমান। নবী সা. যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন লোকেরা অংশিদারির মোয়ামেলা করত আর তিনি তাদের এর উপর বহাল রেখেছেন। সাধারণতঃ মুদারাবা ও মুশারাকা এ দুটি পদ্ধতিতে মানুষ তাদের পুঁজি ও শ্রম কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করে তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে। মুদারাবা ও মুশারাকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা হল ঃ

মুদারাবা

মুদারাবা শব্দটি দারাবা মূলশব্দ হতে নিষ্পন্ন যার আভিধানিক অর্থ হলো বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন। মুদারাবা চুক্তিটির এরূপ নামকরণের কারণ হল, মুদারিব তার চেষ্টা ও শ্রম দ্বারা মুনাফার অধিকারী হয়। অর্থাৎ মুদারিব পুঁজির মালিকের পুঁজি ব্যবহার করে নিজের মেধা ও শ্রম দ্বারা মুনাফা অর্জন করে, চুক্তি অনুসারে পুঁজিপতি ও মুদারিবের মধ্যে মুনাফার বণ্টন করে নেয়। ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ (শরীয়তের পরিভাষায়) মুদারাবা হচ্ছে দুই পক্ষের এক পক্ষ থেকে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরীকানার ভিত্তিতে সম্পন্ন চুক্তি।

শরীয়তএ মূলধনের মালিক ও শ্রমদাতা উভয়ের স্বার্থে এ ধরনের চুক্তি অনুমোদিত রয়েছে। কেননা একদল মানুষ পুঁজিতে স্বচ্ছল; কিন্তু পুঁজি পরিচালনায় অজ্ঞ। আরেকদল মানুষ পুঁজি পরিচালনায় অভিজ্ঞ কিন্তু পুঁজিহীন। সুতরাং এ ধরনের চুক্তির বৈধতা দিয়ে শরীয়ত অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করেছে। রাসূল আকরাম সা. এর সময়ে মানুষ এ ধরনের লেনদেন করতো এবং তিনি সা. তা বহাল রেখেছেন এবং সাহাবা কেরাম এই চুক্তির মাধ্যমে লেনদেন করেছেন। - আল্ হিদায়া।

সুতরাং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকগণ মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুঁজিপতিদের পুঁজি গ্রহণ করে মেধা ও শ্রম খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা যথাস্থানে মুদারাবা চুক্তির প্রকৃতি, ধরন ও শরীয়তগত বিধি-বিধান ইত্যাদির প্রতি প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ্।

মুশারাকা

রাসূল আকরাম সা. এর যুগে মুশারাকা বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা কার্য পরিচালিত হয়েছে এবং রাসূল সা. তা বহাল রেখেছেন। এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথ বা একক শ্রম দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করে উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে বণ্টন করে নেয় এবং লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে উক্ত লোকসান বহন করে থাকে।

www.pathagar.com

ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ অংশীদারিত্ব দু'ধরনের। মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব এবং চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব হলো দু'জনের যৌথভাবে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া কিংবা দুইজনে যৌথভাবে কোন সম্পত্তি ক্রয় করা।

দ্বিতীয় প্রকার হল চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। অংশীদারিত্ব সম্পন্ন হওয়ার রোকন বা মূল স্তম্ভ হল ইজাব কবুল। যেমন ঃ একজন বলে, আমি এই বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করলাম অপরজন বলে আমি তা গ্রহণ করলাম। এইরূপ চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান হওয়া এবং মুনাফার ক্ষেত্রে কম বেশী হওয়াও বৈধ। কেননা, মুনাফা সাব্যস্ত হবে উভয়ের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে, পক্ষান্তরে লোকসান সাব্যস্ত হবে উভয়ের মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে।

বিনিয়োগকৃত সম্পদের বিনিময়ে যেমন মুনাফার হকদার হওয়া যায় তেমনি শ্রম ও কর্মের বিনিময়েও হকদার হওয়া যায়। যেমন ঃ মুদারাবার ক্ষেত্রে। আর কখনো দুই শরীকের একজন অধিকতর দক্ষ, পরিপক্ক, কর্মপটু ও সামর্থবান হতে পারে। তখন স্বভাবতই সে সমান মুনাফায় সম্মত হবে না। তাই মুনাফার তারতম্য করার প্রয়োজন দেখা দেবে। তবে শর্ত হল মুনাফার বণ্টন উভয়ের মধ্যেই হতে হবে। - আল হিদায়া।

অতএব ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মুশারাকা পদ্ধতিতে যৌথভাবে মূলধনের যোগান দিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ব্যবসা পরিচালনা করে নিজেদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন করে নিতে পারে। কোন ব্যক্তি সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করলে সে যেমন সুদ অবশিষ্ট মুনাফার একক মালিক হয়ে সুবিধা ভোগ করতে পারে তেমনি তাকে অনিশ্চয়তা জনিত সমুদয় ঝুঁকি বহন করে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হতে পারে। অথচ মূলধনের মালিক সুদ পাওয়া সত্ত্বেও কোন ঝুঁকি বহন করে না। অপরদিকে মুশারাকা ভিত্তিতে মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়ের মধ্যে বণ্টন হয়ে থাকে, যা উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক, তথা ইনসাফভিত্তিক। আমরা এই পুস্তকের পরবর্তীতে মুশারাকা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ্।

আমরা উপরোক্ত দুটি অনুচ্ছেদে ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহের দুটি পদ্ধতি আলোচনা করলাম। মুদারাবা ও মুশারাকা ব্যতীত কতিপয় পদ্ধতিতে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের মূলধনের অভাব পূরণ করতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের যে সকল চাহিদাসমূহ মেটানোর জন্য মূলধনের প্রয়োজন সে সকল চাহিদাসমূহ ইসলাম সম্মতভাবে মূলধন ছাড়াও মেটানো যেতে পারে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

ব্যবসায়িক পণ্য সংগ্রহ

ব্যবসায়ের পণ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন মূলধনের। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে মানুষ পণ্য সামগ্রী বাকীতে ক্রয় করত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পুনরায় কিছু মুনাফা/সুদ যোগ করে সুদাসলে বর্ধিত পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। আবার নগদ অর্থ সুদের বিনিময়ে ঋণ করেও পণ্য ক্রয় করা হত। এই উভয় ধরনের লেনদেনই ইসলামে সুদ হিসেবে গণ্য এবং ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ইসলামে বাকীতে পণ্য ক্রয় করা বৈধ রাখা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে উক্ত পাওনা পরিশোধের জন্য কঠোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করাকে জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ক্রেতা অক্ষম হয়ে পরলে তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ঃ

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রেখে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করেছিলেন। - বুখারী

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন ঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অত্যাচারের শামিল। - বুখারী

নবী সা. বলেছেন ঃ মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা তার সম্মানের উপরে হস্তক্ষেপ ও শাস্তি বৈধ করে। সুফিয়ান বলেছেন ঃ তার সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ বৈধ করার অর্থ হলো এ কথা বলা যে তুমি দেরী করেছো; আর শাস্তির অর্থ বন্দী করা। - বুখারী।

সুতরাং কোন ব্যক্তি ব্যবসায়িক মূলধনের অভাবে নগদে পণ্য ক্রয়ে অসমর্থ হলে সুদে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন যোগান দেয়ার পরিবর্তে বাকীতে পণ্য ক্রয় করেও মূলধনের অভাব পূরণ করতে পারত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যথাযথ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে তার বিক্রিত পণ্যমূল্য যথাসময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিত করারও ব্যবস্থা করতে পারত। তবে এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য, কোন অবস্থাতেই সময় বৃদ্ধির কারণে একবার বিক্রিত পণ্যের উপর একাধিকবার মুনাফা ধার্য ও আদায় করা ইসলামে বৈধ নয় বরং এটিও সুদের একটি ধরন।

শিল্পের স্থায়ী সম্পদের যোগান

উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপন করতে হয়, যা হতে পারে ক্ষুদ্রায়তন বা বৃহদায়তনের উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য প্রয়োজন ভূমি, ভবন ও যন্ত্রপাতি। উদ্যোক্তার জন্য তার নিজস্ব তহবিল হতে এ সকল স্থায়ী মূলধন জাতীয় সম্পদের যোগান দেয়াই অধিক নিরাপদ এবং প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুসারেই তার শিল্পের

www.pathagar.com

পরিধি প্রসারিত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। কেননা অধিক প্রাপ্তির আশায় ধার-কর্জ করে এ সকল স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ করলে তার আয় থেকে স্বল্প সময়ে দায় শোধ করা সম্ভব হয় না। আবার দীর্ঘ সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকাও নিশ্চিত নয়। ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঋণ শোধ করা সম্ভব না হলে উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়।
এ অবস্থায় উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন জাতীয় সম্পদ ইজারা বা ভাড়ায় গ্রহণ করতে পারে। রাসূল আকরাম সা. এর যুগে এইরূপ স্থায়ী সম্পদের ইজারা প্রচলিত ছিল। এটা দু'ভাবে হতে পারে। এক প্রকার হলো নির্দিষ্ট ভাড়া/অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবহারের অধিকার লাভ করা। দ্বিতীয়ত ঃ উক্ত স্থায়ী সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা মুনাফা উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে নেয়া। যেমন ঃ

ইব্ন আব্বাস রা. বলেন ঃ তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে সব চাইতে উত্তম এই যে, নিজের খালি জমিটা এক বছরের জন্য ইজারা দেয়া। - বুখারী

ইব্ন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সা. উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খাইবারের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। - বুখারী

সুতরাং কোন ব্যক্তি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য কোন স্থায়ী সম্পদ মূলধনের অভাবহেতু সংগ্রহ করতে সক্ষম না হলে যার এমন স্থায়ী সম্পদ রয়েছে যা সে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না তাদের কাছ থেকে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে অথবা উৎপাদিত পণ্য দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করত। এতে করে স্থায়ী সম্পদের মালিক সম্পদটিকে ফেলে না রেখে তা থেকে উপার্জনের একটা সুযোগ পেত এবং মূলধনের অভাবহেতু যে ব্যক্তি তা ক্রয়ে সক্ষম নয় সেও তা স্বল্প ব্যয়ে ইজারা নিয়ে নিজেকে উৎপাদনে নিয়োজিত করে নিজের জন্য আয়-উপার্জন করতে সক্ষম হত। ফলে উভয় পক্ষের জন্যই ভবিষ্যতের ঝুঁকি থাকত না এবং তিক্ততা বা বিষাদপূর্ণ জীবনের ভারে নুয়ে পড়তে হতো না।

অতএব মানুষ ইসলামী যুগেও এ সকল অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে কিন্তু তার সমাধান ছিল বড়ই শান্তি ও ইনসাফপূর্ণ। তখন বর্তমান সুদী অর্থব্যবস্থার মত ঋণ দাতাকে ঋণ আদায়ে মরিয়া হয়ে ঋণ গ্রহীতার পেছনেও ছুটতে হয়নি এবং আদায় অনিশ্চিতের কারণে জীবন-মরণ সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি। আবার ঋণ গ্রহীতাকেও আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে ঋণ খেলাফী উপাধী নিয়ে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া, সর্বস্ব হারিয়ে দেউলিয়াত্ব গ্রহণ করে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

www.pathagar.com

আধুনিক প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলাম এমনই একটি জীবন ব্যবস্থা যা সকল যুগের সব মানুষের প্রতিটি আলাদা পরিস্থিতিতে একটি গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণময়ী সমাধান উপহার দিতে সক্ষম। রাসূল আকরাম সা. এর আবির্ভাব ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআন নাযিলের পূর্বে প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী/রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, যে সকল মানুষ আল্লাহকে নিজের প্রভু ও আল্লাহর মনোনীত নেতা হিসেবে এ সকল নবীদেরকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল তারা নব নব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এ সকল নবী-রাসূলদের কাছে উপস্থিত হত এবং নবী-রাসূলগণের কাছে আল্লাহর নির্দেশনা বিদ্যমান থাকলে তার আলোকে তাঁরা সেগুলোর সমাধান দিতেন আর না থাকলে আল্লাহর নিকট হতে তার সমাধান গ্রহণ করে সে মতে তাঁর উম্মতদেরকে চলার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং তখন মানুষের জন্য আল্লাহর আদেশ প্রাপ্তির দরজা খোলা ছিল। কিন্তু আমরা এমনি একটি সময় অতিক্রম করছি যখন নতুন করে কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কোন মাধ্যম আমাদের জন্য অবারিত নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাসূল আকরাম সা. এর মাধ্যমে নবুওতীর দরজা চিরতরে বন্ধ করার পূর্বে তার প্রিয় হাবীবের নিকট এমনই এক জীবন ব্যবস্থা অর্পণ করেছেন যা থেকে মানুষ তার সকল সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পেতে পারে। বর্তমানে প্রয়োজন শুধু আল্লাহর কিতাব ও তাঁর হাবীবের জীবন চরিত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং জীবনের সমস্যাসমূহের সঠিক সমাধান খোঁজা। চিন্তা-গবেষণা ও পূর্ণ আন্ত রিকতার সাথে সমাধান খুঁজলে আল্লাহ্ এখনও তাঁর বান্দার হৃদয়ে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান ঢেলে দেন। মূলতঃ পৃথিবীর সকল আবিষ্কারের মূলে রয়েছে মানুষের সমস্যা বা অভাব। বর্তমান সভ্যতার ইসলামী ব্যাংকিং মুসলমানদের জীবনের একটি বিরাট সমস্যা থেকেই উদ্ভূত। প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য কোন কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বরং মুসলমানদের জন্য এক চরম সমস্যা ও ভাবনার কারণ। এর অন্যতম কারণ হলো সুদ। এ প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করতে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে প্রকারান্তরে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ সুদের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে যার পরিণতি হলো ভয়াবহ জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করা। যার থেকে অধিক সমস্যা বা ভয়াবহতা মুসলমানদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

তাছাড়া সুদের কুফলের কারণে পার্থিব ক্ষতিতো রয়েছেই। সুতরাং এই সমস্যা

www.pathagar.com

হতে উত্তরণের জন্য সুদী ব্যাংকের বিকল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার দ্বারা মানুষ সুদের ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। মুসলমানদের ইসলামী চেতনাবোধ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের দিকে। প্রথম দিকে দু'একটি দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হলেও এ বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭০–১৯৭৫ সালের মধ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ধরন ও কার্যক্রম অন্যান্য সুদী ব্যাংকের অনুরূপ মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সব দিক থেকেই রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। সুদী ব্যাংকসমূহ মূলতঃ আর্থিক ইন্টারমিডিয়ারী অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একান্তই অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতই একটি ব্যবসায়িক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। সুদী ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পূর্বকালের সুদী কারবারীদের অর্থ লগ্নির ধারণা হতে। তারা বিভিন্ন খাতে অর্থ লগ্নি করে থাকে এবং উক্ত লগ্নিকৃত অর্থের উপর প্রত্যক্ষভাবে সুদ চার্জ করে আয় অর্জন করে এবং উক্ত আয়ের একটি অংশ ডিপোজিটরদের মধ্যে বন্টন করে। তাদের এ কার্যক্রমের সাথে ব্যবসায়ের কোনই সংশ্রব নেই। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রচলিত শরীয়া সমর্থিত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবসায়িক বৈধ লেনদেনের ভিত্তিতে। আমরা ইতিমধ্যে শরীয়া সমর্থিত বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, অংশীদারি ব্যবসার উল্লেখ করেছি যা দ্বারা মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হত। মূলতঃ ইসলামী ব্যাংক একটি নিখাদ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, স্থায়ী সম্পদ ইজারাদান, ব্যবসায় অংশীদার হওয়া ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন প্রকার সেবার বিক্রয়ের মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো সুদী ব্যাংক একটি অর্থ লগ্নিকারী বা আর্থিক ইন্টারমিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান; অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সুদী ব্যাংকসমূহ অর্থ লগ্নি হতে প্রাপ্ত সুদ হতে ডিপোজিটরদেরকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিজেদের আয় হিসেবে গ্রহণ করে। তারা অর্থ সংগ্রহের জন্য যে সুদ প্রদান করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যোগ করে তহবিল খরচ (Cost of fund) হিসাব করে তার সাথে আরও কিছু যোগ করে লগ্নির উপর চার্জতব্য সুদ হিসাব করে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকের তহবিল খরচ বা Cost of fund বলতে কিছু নেই। তারা পণ্য ক্রয় করে তার উপর যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে বিক্রয় করে, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে তা ভাড়ায় খাটিয়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বছর শেষে যে মুনাফা প্রাপ্ত হয় তা উদ্যোক্তা (শেয়ার ধারক), অংশীদার, মুদারিব, সাহিব আল মাল (অর্থ বিনিয়োগকারী) দের মধ্যে

www.pathagar.com

মুনাফা হিসেবে বণ্টন করে দেয়। মুনাফা যত বেশী হবে সকলেই তার অংশ ততবেশী পাবে। যদি মুনাফা শূন্য হয় তাহলে কেউই কোন মুনাফা পাবে না। সুতরাং এ ব্যাংকের তহবিলের কোন নির্ধারিত খরচ (Fund cost) নেই। এটি ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে ও সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে তা আনুপাতিক (পূর্ব নির্ধারিত) হারে বণ্টন করে। লোকসান হলেও তা শরীয়া মোতাবেক সকলে বহন করে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম

প্রচলিত (Conventional) ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম হতে মানুষ যে সুবিধা পেয়ে থাকে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত সুবিধাও তার অনুরূপ। তথাপিও দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মনে রাখতে হবে কার্যক্রমের এ পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণেই একটি ব্যাংক ইসলামী তথা হালাল এবং অপর ব্যাংকটি অনৈসলামিক তথা হারাম। যে ব্যাংকের ভিত্তিই হলো সুদ সে ব্যাংকের লেনদেন কোনভাবেই, কখনোই হালাল হতে পারে না। তেমনি একটি ব্যাংক ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শরীয়া বোর্ড থাকা সত্ত্বেও লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি ইসলামী পদ্ধতিসমূহের পরিপূর্ণ প্রয়োগ করা না হয় তবে সুদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। ফলে হালাল উপার্জনের সাথে হারাম উপার্জনও মিশ্রিত হতে পারে। আর তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উদ্যোক্তা কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিনিয়োগ গ্রহীতাকে এ সকল পদ্ধতিসমূহ খুব ভাল করে বুঝা এবং তার যথাযথ অনুসরণ অত্যাবশ্যক। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসৃতব্য কর্মপন্থাসমূহ হলো–

আল ওয়াদিয়াহ্ হিসাব

আরবী ওয়াদিয়াহ্ শব্দের অর্থ হলো আমানত। হুবহু কোন বস্তু চাওয়া মাত্র ফেরৎ পাওয়ার শর্তে কারো নিকট গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমানত গ্রহণকারী উক্ত বস্তুটি নিজের জন্য ব্যবহার না করে আমানত প্রদানকারীকে চাওয়ামাত্র প্রদান করার লক্ষ্যে শরীয়া সম্মতভাবে সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ নিজের মাল হিফাযতের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অনুরূপ ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রেও গ্রহণ করবে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শরীয়া সম্মত পদ্ধতি সতর্কতার সাথে পরিপালন করার পরও যদি উক্ত বস্তু হালাক হয়ে যায়, তাহলে আমানত গ্রহণকারী তার দায়ভার গ্রহণ করবে না, তবে এইরূপ আমানতের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহীতা উক্ত বস্তুটি হতে নিজে উপকারিতা লাভ করতে পারে না কিন্তু এর জন্য যুক্তি সঙ্গত কোন খরচ হলে তা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। আমানত গ্রহীতা যদি বস্তুটি ব্যবহার করে উহা হতে উপকারিতা লাভের শর্তে গ্রহণ করে তবে তাকে শরীয়ার দিক থেকে বলা হবে আরিয়া। আরিয়া অর্থ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া উপকার লাভের জন্য মালিক বানানো।

ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ দিরহাম ও দীনার, কায়লী ও ওজনী বস্তু এবং গণনার ভিত্তিতে আদান-প্রদানের বস্তু আরিয়াত প্রদানের অর্থ হলো কর্জ দেওয়া। ইমাম

www.pathagar.com

কুদূরী র. আরও বলেন ঃ "আরিয়া সিদ্ধ হবে এ বক্তব্য দ্বারা যে, আমি তোমাকে আরিয়াত দিলাম।" কেননা আরিয়া চুক্তির ক্ষেত্রে এটা হলো স্পষ্ট শব্দ। তিনি বলেন ঃ আরিয়াত প্রদানকারী আরিয়াতের বস্তুটি যখন ইচ্ছা ফেরত নিতে পারে। আরিয়াত বা কর্জ গ্রহণকারী কর্তৃক উপকার লাভের কারণে এটি হালাক হয়ে গেলে গ্রহণকারী তা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল-ওয়াদিয়া হিসাবের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে যাতে তা ব্যবহারের মাধ্যমে তা থেকে উপকারিতা লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে হিসাব ধারক আরিয়াত প্রদানকারী এবং ব্যাংক আরিয়াত গ্রহণকারী। হিসাব ধারক হিসাব খোলার সময়ে ফরমের পিছনে উল্লেখিত শর্তসমূহ পড়ে একমত হয়ে হিসাব খুলে থাকেন বিধায় উক্ত হিসেবে জমাকৃত টাকা ব্যাংক ব্যবহার করে উপকারিতা পেতে পারে এবং হিসাব ধারকও চাহিবা মাত্র টাকা পাওয়ার অধিকারী হয়। এই হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে হিসাব ধারক তার নগদ অর্থের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এ হিসেবে আমানতকারীকে কোন বিনিময় প্রদান করা হয় না বিধায় সুদের আবির্ভাব হওয়ার সুযোগ নেই।

মুদারাবা হিসাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে অলস অর্থের মালিকদের অর্থ গ্রহণ করে তা বৈধ ব্যবসায় খাটিয়ে যে মুনাফা পায় তার আংশিক মালের মালিকদের মধ্যে বন্টন করে থাকে। মুদারাবা শব্দটি 'দারাবা' ধাতু থেকে এসেছে যার আভিধানিক অর্থ বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন। যেহেতু মুদারিব তার চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা মুনাফার অধিকারী হয় সেহেতু মুদারাবা চুক্তির এরূপ নামকরন করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়া উভয়পক্ষের প্রয়োজনে এরূপ লেনদেন অনুমোদন করেছে। কেননা একদল মানুষ পুঁজিতে স্বচ্ছল কিন্তু পুঁজি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ অপরদিকে আরেকদল মানুষ পুঁজি পরিচালনায় অভিজ্ঞ কিন্তু পুঁজিহীন। ফলে এরূপ চুক্তির মাধ্যমে উভয়েই সুবিধা লাভ করতে পারে।

মুদারাবা সম্পর্কে ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ (শরীয়তের পরিভাষায়) মুদারাবা হচ্ছে দুই পক্ষের একপক্ষ থেকে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শরীকানার ভিত্তিতে সম্পন্ন চুক্তি। তিনি আরও বলেন ঃ মুদারাবা চুক্তি ঐ মাল ছাড়া সিদ্ধ হবে না যে মালে শরীকানা সিদ্ধ হয়। মুদারাবার মুনাফা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ মুদারাবার আরেকটি শর্ত এই যে, অর্জিত মুনাফা উভয়ের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে। কোন পক্ষই মুনাফা থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দিরহামের হকদার হবে না। মুদারাবার ক্ষেত্রে পুঁজি মুদারিবের হাতে অর্পণ করা আবশ্যক। পুঁজিদাতার তাতে কোন হস্তক্ষেপের

www.pathagar.com

অধিকার থাকে না। যখন (স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে) নিঃশর্তরূপে বিশুদ্ধ মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হবে তখন মুদারিব এর জন্য বৈধ হবে বিক্রয় করা, ক্রয় করা, কাউকে উকিল নিয়োগ করা, সফর করা, বিক্রয় করার জন্য কাউকে পণ্য প্রদান করা এবং কারো কাছে আমানত রাখা। অপরদিকে পুঁজিদাতা যদি মুদারিবকে নির্দিষ্ট কোন শহর কিংবা নির্দিষ্ট কোন পণ্যে ব্যবসা করার কথা বলে দেয় তাহলে তা লঙ্ঘন করা তার জন্য জায়েয হবে না।

- পুঁজিদাতা মুদারাবার জন্য কোন সময় নির্ধারণ করে দিলে উক্ত সময় অতিক্রান্তের পর চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

- পূর্ব নির্ধারিত জায়েয শর্ত মোতাবেক পুঁজিদাতা ও মুদারিবের মধ্যে মুনাফা বণ্টন হবে।

- মুদারিবের পুঁজি প্রত্যার্পণের পর যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকবে মুদারিব তার অংশ পাবে। পূর্বে মুনাফা বণ্টিত হলে পুঁজি প্রত্যার্পণকালে যদি দেখা যায় পুঁজিদাতার মূল পুঁজি অপেক্ষা কম পুঁজি রয়েছে তবে মুদারিব ঐ মুনাফা ফেরত দানের মাধ্যমে পুঁজি পূর্ণ করে দিবে। তবে মুনাফার অতিরিক্ত ফেরত দিতে হবে না।

- পুঁজিদাতা বা মুদারিব মারা গেলে বা পুঁজিদাতা মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেলে মুদারাবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

- পুঁজিদাতার পুঁজি মুদারিবের কাছে আমানতস্বরূপ থাকে এবং এই পুঁজির ক্ষেত্রে সে পুঁজি বিনিয়োগকারী ওকীল হয়ে থাকে। কেননা সে পুঁজির মালিকের আদেশক্রমে তাতে পরিচালনা করে থাকে। আর যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন সে তাতে পুঁজি বিনিয়োগকারীর শরীকদার হবে। কেননা সে তার শ্রম দ্বারা মালের একাংশের তথা মুনাফার মালিকানা লাভ করেছে।

- মুদারিব যদি পুঁজিদাতার পুঁজি দ্বারা ক্রয়কৃত কোন পণ্যের সাথে নিজের পণ্য মিশ্রিত করে বা অপর উপাদান সংযোজনের মাধ্যমে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে তবে এক্ষেত্রে মুদারিব ঐ পণ্যে পুঁজিদাতার অংশীদার হবে। সংযোজিত অংশের বিক্রয় মূল্য মুদারিব গ্রহণ করবে আর মূল পণ্যের বিক্রয় মূল্য হতে পুঁজির অতিরিক্ত মুনাফা পুঁজিদাতা ও মুদারিবের মধ্যে বণ্টিত হবে।

সুতরাং মুদারাবা এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে মুদারিব পুঁজিদাতার পুঁজি ব্যবহার করে কোন নির্দিষ্ট ব্যবসা হতে যে মুনাফা অর্জন করে তা নিজেদের মধ্যে

www.pathagar.com

পূর্ব শর্তানুসারে বণ্টন করে নেয়। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে পুঁজিদাতাই থাকে পুঁজির মালিক যা মুদারিবের কাছে আমানতস্বরূপ থাকে। আর মুদারিব যখন উক্ত পুঁজি দ্বারা ব্যবসার জন্য কোন পণ্য ক্রয় করে তখন মুদারিব উক্ত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মুনাফার অংশের শরীকদার হয়। অর্থাৎ উক্ত পণ্য বিক্রয় করে পুঁজির অতিরিক্ত যে অংশ থাকে তার একটি অংশের মালিক হয় মুদারিব আর পুঁজি ও অপর অংশের মালিক হয় পুঁজিদাতা যা মুদারিবের কাছে আমানতস্বরূপ। মুদারিব কর্তৃক বাকীতে বিক্রয়কৃত পণ্যের যে মূল্য পাওনা থাকে তা আদায়ান্তে প্রথমে পুঁজিদাতার পুঁজি অতঃপর যা আদায় হবে তা উভয়ের মধ্যে মুনাফা হিসেবে বণ্টিত হবে। পাওনা আদায় না হলে এর জন্য মুদারিব দায় বহন করবে না। সম্পূর্ণ ক্ষতি পুঁজিদাতা বহন করবে। আর তাই মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজিদাতার পুঁজি নির্ধারিত পৃথক ব্যবসায় খাটাতে হয় আর এর মধ্যে কোন মিশ্রণ ঘটলে তাও বিক্রয় করলে পৃথকযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। কেননা নগদ পুঁজি, পণ্য ও দেনাদার সকল অবস্থায় পুঁজিদাতা তার মালিকানা ও দায় বহন করে আর মুদারিব কেবল মাত্র মুনাফার অংশীদার হয়।

উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুঁজিদাতাদের কাছ থেকে গৃহীত পুঁজি পৃথক পৃথকভাবে ব্যবসায় খাটিয়ে উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফা ব্যাংক ও পুঁজিদাতার মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে পুঁজিদাতাদের প্রত্যেকের পুঁজিকে আলাদাভাবে ব্যবসায় খাটিয়ে আলাদাভাবে মুনাফা নির্ণয় এবং বণ্টন সম্ভব নয়। কেননা –

- ব্যাংকসমূহ বাই মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। সাধারণতঃ ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য দেশীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এক বছর এবং বৈদেশিক পণ্যের ক্ষেত্রে তিন মাস সময় প্রদান করে থাকে। অথচ পুঁজিদাতাগণ এক/দুই মাসের জন্য অর্থ জমা রেখেও মুনাফা আশা করে থাকে।
- পুঁজিদাতাদের কেউ কেউ পাঁচ হাজার, দশ হাজার বা অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি জমা রাখে অথচ ব্যাংককে প্রায়ই এ সকল পুঁজিগুলোকে একত্রিত করে লক্ষ কোটির অংকে পণ্য বিক্রয় করতে হয়।
- নির্দিষ্ট পুঁজিদাতাদের পুঁজি নির্দিষ্ট ব্যবসায় খাটালে উক্ত ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত পুঁজিদাতা পুঁজি ফেরত দাবী করতে পারে না অথচ জমাকারীগণ যে কোন সময়ে তাদের পুঁজি ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা চেয়ে থাকে।

আর তাই পুঁজিদাতাদের পুঁজিকে পৃথকভাবে ব্যবসায় খাটানো সম্ভব হয় না বিধায় আধুনিক ব্যবস্থায় ব্যাংকারগণ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে যে

www.pathagar.com

পদ্ধতির অনুসরণ করেন তা হলো পুঁজি বিনিয়োগের মেয়াদের ভিত্তিতে সকল পুঁজিদাতাদেরকে একেকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক গ্রুপের জন্য মুনাফার আলাদা বণ্টন হার নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি গ্রুপকে একটি পুঁজিদাতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয় ও উক্ত গ্রুপসমূহের প্রত্যেকটির পুঁজি বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার একটি অংশ উক্ত গ্রুপভুক্ত পুঁজিদাতাদের হিসেবে তাদের পুঁজির স্থিতি অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

যেমন ঃ মেয়াদ ও হিসাবের ধরন অনুসারে সকল পুঁজিদাতাদেরকে মোট দশটি গ্রুপে ভাগ করা হলো –

১. স্বল্প সময় নোটিশ জমা।
২. সঞ্চয়ী মুদারাবা জমা।
৩. তিন মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৪. ছয় মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৫. এক বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৬. দুই বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৭. তিন বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৮. পাঁচ বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা।
৯. আট বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা।
১০. দশ বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা। ইত্যাদি

অতঃপর মুনাফার বণ্টনের বিষয়ে নীতি গ্রহণ করা হলো –

১. স্বল্প সময়ের জমাকারীদেরকে মুনাফার -%
২. সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকারীদেরকে মুনাফার -%
৩. তিন মাস মেয়াদী জমাকারীদেরকে -% ইত্যাদি হারে মুনাফা বণ্টন করা হবে।

এখন ছয় মাস অন্তর বা বছরে সকল মুদারাবার পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় সে মুনাফাকে বিভিন্ন গ্রুপের স্থিতি অনুসারে প্রথমে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক গ্রুপের প্রাপ্ত মুনাফাকে ঐ গ্রুপের প্রত্যেক পুঁজিদাতার স্থিতি অনুপাতে বণ্টন করা হয়। যেহেতু এ হিসাব হয়ে থাকে বৎসরান্তে সেহেতু বছরের যে কোন সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারকারীকে মুনাফা দেয়ার স্বার্থে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন গ্রুপের জন্য প্রভিশনাল মুনাফার রেট নির্ধারণ করা হয় এবং সে রেটে প্রচলিত মুনাফার বিপরীতে অগ্রীম দেয়া হয়। বছর শেষে প্রকৃত মুনাফা হিসাব করে কম বেশী সমন্বয় করা হয়। কিন্তু ঐ তারিখে যাদের স্থিতি থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই দায়-দাবী থাকে না। ইসলামী শরীয়া ঠিক যে

www.pathagar.com

ধরনের মুদারাবা পদ্ধতির রূপরেখা দিয়েছে যদিও ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিটি তার হুবহু অনুরূপ নয় তথাপিও বর্তমান কালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ পদ্ধতিটিকে জায়েয মনে করেন। কেননা পুঁজিদাতাদের পুঁজির সাথে মুদারিব বা অন্য কারো পুঁজির সংমিশ্রন হারাম নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো পুঁজিদাতার পুঁজির অনুবর্তী মুনাফাকে সতর্কতার সাথে পৃথক করে তার হাতে প্রত্যার্পণ করা। আর মুনাফার বণ্টন পারস্পরিক সম্মতিতেই হয়ে থাকে। সুতরাং সুদের আবির্ভাব না হলে মুনাফার বণ্টনগত ত্রুটি পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে হালাল হতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনভাবেই সুদের আবির্ভাব না ঘটে। কেননা বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন হতে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ও কনভার্টেড ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মুদারাবা হিসাবের মাধ্যমে যদি মুনাফা বণ্টনের শর্তের পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দেয়ার শর্তে পুঁজি সংগ্রহ করা হয় আর মুনাফা যাই হোক না কেন তার সাথে সম্পর্কিত না করে ঐ পূর্ব নির্ধারিত হার অনুসারে মুনাফা বণ্টন করা হয় তবে তা সুস্পষ্ট সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অধিক ডিপোজিট সংগ্রহের লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফান্ড অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে হার নির্দিষ্ট করে সংগ্রহ করা হয়। যেমন ঃ পূর্বেই বলা হয়ে থাকে মেয়াদী জমার উপর বার্ষিক ১০% মুনাফা প্রদান করা হবে। মুদারাবা পদ্ধতিতে পূর্ব হতে মুনাফার এরূপ নির্ধারণের কোন অবকাশ নেই। আর বাধ্যতামূলক এরূপ নির্ধারিত হারে পরিশোধ সুদ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যদি ডিপোজিট বাড়ানোর জন্য অধিক মুনাফা দিতে চান সেক্ষেত্রে তারা ঘোষণা দিতে পারেন পুঁজিদাতাকে মুনাফার ৬০ ভাগ পরিশোধের পরিবর্তে ৮০% পরিশোধ করা হবে। পূর্ববর্তী বছরসমূহের মুনাফা অর্জনের হার বিবেচনা করে উক্ত মুনাফা মূলধনের কত ভাগ হতে পারে বড়জোড় তার একটি ধারণা দেয়া যেতে পারে। তা না করে পুঁজির উপর হার নির্ধারণ করে ডিপোজিট সংগ্রহ করলে তা হবে সুদভিত্তিক লেনদেন। ফলে উক্ত সুদভিত্তিক মূলধন ব্যবহার করাও হালাল থাকবে না। অতএব ব্যাংকের এরূপ কার্যক্রম মূলতঃ শরীয়া ব্যাংক হিসেবে ঘোষিত একটি ব্যাংককে সুদী ব্যাংকে পরিণত করে যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে।

বিনিয়োগ/ব্যবসা

ইসলামী ব্যাংক পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিতে পুঁজি সংগ্রহের পর তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। পুঁজি সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্যই হল তা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করা। সুদী ব্যাংকসমূহ তাদের সংগৃহীত

www.pathagar.com

পুঁজি সরাসরি নগদ ঋণ হিসেবে প্রদান করে তার উপর সুদ চার্জ করে আয় অর্জন করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ঋণ দিয়ে তার উপর কোন চার্জ করে উপার্জন করতে পারে না। তাকে ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতিতে হালাল ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ মুদারাবা, মুশারাকার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগে, স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে তা ভাড়ায় খাটিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফার্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ইসলামী ব্যাংকসমূহ যদি বাস্তবে এ সকল পদ্ধতির অনুসরণ না করে তবে সুদের আবির্ভাব হবে। ফলে শরীয়া ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও এ ব্যাংকসমূহ সুদী কারবারেই নিয়োজিত হয়ে পড়বে। তাই ইসলামী ব্যাংকার, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগ গ্রহীতাকে পূর্বেই ইসলামী পদ্ধতিসমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে হবে। আমরা এ পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এ সকল পদ্ধতিতে সুদের আবির্ভাবের প্রক্রিয়া আলোচনা করব।

মুদারাবা

ইসলামী ব্যাংকিং এর অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি হল মুদারাবা। ইসলামী ব্যাংকের দু'ধরনের ফান্ড থাকে যার একটি আসে ব্যাংকের শেয়ার ধারকের কাছ থেকে আরেকটি অংশ আসে আমানতকারী ও মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। ব্যাংকের উভয় প্রকার ফান্ডই মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা যায়। তবে পুঁজিদাতার পুঁজি পুনরায় মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার পূর্ব অনুমতি আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ "মুদারিব অন্য কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করতে পারে না। তবে মূল পুঁজিদাতা তাকে অনুমতি প্রদান করে কিংবা তাকে এ কথা বলে যে, তুমি তোমার নিজ মত অনুযায়ী কাজ কর।"

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি সংগ্রহ কালেই পুনরায় মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার অনুমতি গ্রহণ করে থাকে।

ব্যাংকের শেয়ারধারকদের মূলধন তহবিল হতে মুদারাবা ভিত্তিতে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করলে উক্ত পুঁজি হতে অর্জিত লাভ ব্যাংক পেয়ে থাকে এবং সমুদয় ঝুঁকি/দায় ব্যাংক বহন করে, অপরদিকে মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজি বিনিয়োগ করে যে লাভ পেয়ে থাকে তার একটি অংশ ব্যাংক পায় এবং অপর অংশ মূল পুঁজিদাতা লাভ করে এবং উক্ত ব্যবসায়ের ঝুঁকি/ক্ষতি ও দায় এককভাবে মূল পুঁজিদাতা বহন করে। ব্যাংক বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার কোন নির্দেশ লঙ্ঘন না করে থাকলে ব্যাংককে কোন ঝুঁকিই বহন করতে হয় না। ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতিতে তৃতীয় পক্ষকে পুঁজি হস্তান্তর করতে পারে। মুদারিব মুদারাবা চুক্তির শর্তানুসারে ব্যবসায় পুঁজি নিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করবে তা পূর্ব নির্ধারিত হারে ব্যাংক ও নিজের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। অতঃপর ব্যাংক উক্ত পুঁজিটি তার নিজস্ব হলে সম্পূর্ণ মুনাফা নিজের আয় হিসেবে গ্রহণ করবে আর পুঁজি তার বিনিয়োগকারীদের হলে প্রাপ্ত উক্ত মুনাফা পুনরায় পূর্ব চুক্তি অনুসারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে।

ইসলামী পদ্ধতির ব্যবসার মধ্যে এই পদ্ধতিটিই সর্বোত্তম। কেননা এ পদ্ধতির মাধ্যমে পুঁজিদাতা ও মুদারিব উভয়েই নিজের জন্য মুনাফা অর্জন করতে পারে। আর ঝুঁকিও নিজস্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে বহন করে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লগ্নে এই পদ্ধতিতে কিছু বিনিয়োগ করলেও বর্তমানে এই পদ্ধতির বিনিয়োগ খুবই বিরল। কারণ এ পদ্ধতির অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। শুনতে যদিও অসুন্দর দেখায় আমাদের মধ্যে যারা ব্যবসা করার যোগ্যতা রাখি তাদের সততা ও নৈতিক মান কাঙ্খিত পর্যায়ে না পৌঁছার কারণেই মূলতঃ এ পদ্ধতির বিনিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। যাদের মধ্যে সততা আছে তাদের অনেকেরই দক্ষতা নেই আর যাদের দক্ষতা আছে তাদের অধিকাংশই সততার গুণটি আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়নি। ফলে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে বৎসারান্তে লোকসানের কথা শুনতে হয়। সেক্ষেত্রে পুঁজি ব্যাংকের নিজস্ব হলে তা ব্যাংককেই বহন করতে হয় আর পুঁজি যদি হয় বিনিয়োগকারীদের তবে তা বর্তায় তাদেরই উপর, যা ইসলামী ব্যাংকিং ও পুঁজিদাতা কারোর জন্যই কল্যাণকর নয়। কেননা পুঁজিদাতাগণ যদি ইসলামী ব্যাংকের নিকট পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিহীন হয়ে পড়ে তবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে সার্বিক ইসলামী বাস্তবায়নই বাধাগ্রস্ত হবে। স্বাভাবিক কারণেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ একান্ত বাধ্য হয়েই এ পদ্ধতি অনুসরণ হতে বিরত থাকছে। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের জন্য আবশ্যক সৎ, আমানতদার, সত্যবাদী ও দক্ষ উদ্যোক্তা। প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকিং এর সুফল পেতে সমাজে এমন নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে হবে যাদের মধ্যে উল্লেখিত গুণসমূহ থাকবে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অতঃপর ক্ষুদ্র আকারে হলেও এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

মুশারাকা

যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল তার অন্যতম হল মুশারাকা বা অংশিদারি ব্যবসা। অংশিদারির ভিত্তিতে ব্যবসা একটি পরিপূর্ণ ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতি। রাসূল সা. বলেছেন ঃ

অর্থাৎ –"তোমরা শিরকাতে মুফাবাযা করো। কেননা তা অধিক বরকতপূর্ণ।

www.pathagar.com

তাছাড়া রাসূল সা. যখন প্রেরিত হয়েছিলেন তখন লোকেরা অংশিদারির মোয়ামেলাত করতো আর তিনি তাদের এর উপর বহাল রেখেছেন।

ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ অংশিদারিত্ব দু'ধরনের। মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব এবং চুক্তিভিত্তিক অংশিদারিত্ব। মালিকানাভিত্তিক অংশিদারিত্ব হলো যৌথভাবে কোন সম্পত্তি খরিদ করে বা অন্য কোনভাবে অর্জন করে মালিকানা স্বত্ব লাভ করা। অপরদিকে চুক্তির ভিত্তিতে যে অংশিদারিত্ব স্থির হয় তা হলো চুক্তিভিত্তিক অংশিদারিত্ব। চুক্তিভিত্তিক অংশিদারিত্ব সম্পন্ন হওয়ার শর্ত হলো প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ। অর্থাৎ একজন অংশীদার হওয়ার জন্য প্রস্তাব করবে এবং অপরজন তার প্রস্তাব কবুল করে নিবে। চুক্তি ভিত্তিক অংশিদারিত্ব চার প্রকার।

১. মুফাওযা (সমঅংশিদারিত্ব)।
২. শিরকাতুছ ছানায়ে (পেশাগত অংশিদারিত্ব)।
৩. শিরকাতুল উজুব (পরিচয়ভিত্তিক অংশিদারিত্ব)।
৪. শিরকাতুল আনান (দায় এড়িয়ে যাওয়া)।

মুফাওযা

মুফাওযা এমন প্রকৃতির অংশীদার যে, দুই ব্যক্তি নিজেদের সম্পদের ক্ষেত্রে এবং সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে আর ঋণের ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার হয়। এটা হচ্ছে সাধারণের ব্যবসার সাধারণ অংশিদারিত্ব। এ প্রক্রিয়ায় উভয়ের প্রত্যেকে অংশিদারির বিষয়টি অপরের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে। একজন অপরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে। চুক্তি দ্বারা এ ব্যবসা পরিচালিত হতে পারে। এইরূপ অংশিদারির ক্ষেত্রে উভয় অংশীদার সমানভাবে মূলধন সরবরাহ করে, কারবার পরিচালনায় সমান অধিকার পায়, লাভ-লোকসানও সমানভাবে বণ্টিত হয়। দায় ও উভয়েই সমানভাবে বহন করে।

এই অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত প্রযুক্ত হয়।

- ব্যবসার প্রকৃতি ও অবস্থা এমন হবে যে, যে কোন পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- উভয় অংশীদারকেই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
- কাফের ও মুসলমানের মধ্যে শিরকাতুল মুফাওয়ায বৈধ নয়।
- দুই দাসের মাঝে, দুই বালকের মাঝে, দুই মুকাতাবের মাঝে শিরকাতুল মুফাওযা জায়েয নেই।

শিরকাতুল মুফাওযা একটি সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক

www.pathagar.com

এ পদ্ধতিতে কোন উদ্যোক্তার প্রস্তাব-স্বীকৃতি দিয়ে অংশীদারি ব্যবসা করে। যে কোন হালাল ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক ও অপর কোন উদ্যোক্তা সমান মূলধন সরবরাহ করে এ প্রকৃতির ব্যবসা শুরু ও পরিচালনা করতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে শুরু করে যে কোন পণ্যের ব্যবসা এ পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। অবশ্য এ পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে ব্যবসা ক্লোজ করতে চাইলে তা উভয়ের মধ্যে সমবণ্টন সম্ভব কিনা ? বর্তমান যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠানও বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদায়ন করা এবং উভয়ের মধ্যে সমবণ্টন সম্ভব। সুতরাং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে কতিপয় বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি খুবই ঝুঁকি বহুল, অথচ ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য মুদারিবদের টাকা যথাযথভাবে পূর্ণ নিরাপত্তাসহ ফেরত দেয়ার বিষয়ে সজাগ থাকা একটি নৈতিক দায়িত্ব। তাই এই পদ্ধতির অনুসরণের পূর্বে ব্যাংককে প্রথমেই খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে ব্যবসাটি শুরু করা হচ্ছে তার বাজার কেমন, ভবিষ্যৎ চাহিদা কেমন থাকবে, বিভিন্ন পদ্ধতির ঝুঁকির মাত্রা কতটুকু। যেমন ঃ পণ্যটি পচনশীল কিনা, কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা আছে কিনা, বাজার স্থিতিশীল কিনা, গুদামজাত করার যোগ্য পণ্য কিনা, সহজে বিক্রয়যোগ্য কিনা ইত্যাদি।

অতঃপর উদ্যোক্তা অংশীদারের অভিজ্ঞতা, সততা, আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও পরিশ্রম করার মানসিকতা ইত্যাদি নিবিড় ও সুক্ষ্মভাবে যাচাই করতে হবে। এই সকল বিষয়ের কোন একটির অনুপস্থিতির কারণে ব্যবসায় বিশাল ক্ষতির বোঝা নেমে আসতে পারে।

আরও একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে পুঁজি প্রত্যাহার করা হলে কি ধরনের লোকসানের উদ্ভব হতে পারে। যে সকল প্রকৃতির ব্যবসায় Sunk Cost বেশী সে সকল ব্যবসায় পুঁজি প্রত্যাহারের ক্ষতিও হয় বেশী। আর পুঁজি প্রত্যাহারের লোকসান যে ব্যবসায় বেশী তা ব্যাংকের জন্য খুবই ঝুঁকি বহুল। সুতরাং ব্যবসার প্রকৃতি এমন হওয়া চাই যা থেকে সহজেই পুঁজি প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়।

অংশীদার কর্তৃক যাতে কোনরূপ অনৈতিক কাজ হতে না পারে তার জন্য ব্যাংকের পক্ষেও এক বা একাধিক দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও আমানতদার কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। সব থেকে ভাল হয় যদি অর্থ ও হিসাব পরিচালনায় দক্ষতা সম্পন্ন কাউকে অর্থ ও হিসাব দেখার কাজে নিয়োগ করা যায়। ব্যবসার গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ শাখা ব্যবস্থাপক মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখবেন।

www.pathagar.com

শিরকাতুল আনান

আনান অর্থ এড়িয়ে যাওয়া। শিরকাতুল আনান একটি সুবিধাজনক অংশীদারি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অংশীদারগণ যে কোন অনুপাতে মূলধন সরবরাহ করতে পারে। মুনাফাও নিজেদের সুবিধাজনক যে কোন অনুপাতে বণ্টন করতে পারে। ব্যবসার লোকসান বণ্টন হয় মূলধন অনুপাতে অর্থাৎ মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে ও লোকসান মূলধনের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে এবং প্রত্যেকের নিজের দায় নিজে বহন করে। এ পদ্ধতিতে মুফাওযা পদ্ধতির কতিপয় সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। যেমন ঃ মুফাওযা পদ্ধতিতে উভয়েরই মূলধন সমান হওয়া আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। কারণ কখনো উদ্যোক্তার সামর্থের সীমাবদ্ধতা আবার কখনো ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঝুঁকি গ্রহণের সুযোগ কম থাকা। কেননা কখনো কখনো ব্যাংক মুদারিবকে অর্থ দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক ঝুঁকি গ্রহণকে যথার্থ মনে করে না। শিরকাতুল আনানের ক্ষেত্রে ব্যাংক উদ্যোক্তাকে ব্যবসার ৩০% বা ২০% বা ১০% বিনিয়োগ করে ব্যবসার গতি-প্রকৃতি, লাভের অবস্থা, ব্যবসায়ীর সততা ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণের পর পর্যায়ক্রমে ব্যবসা প্রসার করে ব্যাংকের পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে এমন উদ্যোক্তা আছে যারা পরীক্ষিত অথচ ৫০% মূলধনের যোগান দিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। এরূপ উদ্যোক্তাগণ অধিকাংশ ব্যাংকের মূলধনে ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত ঃ অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যিনি মূলতঃ ব্যবসা পরিচালনা করেন তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শ্রম ও সময়দান অনেক বেশী হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মুনাফা মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হলে ব্যাংক অধিক মূলধন দেয়ার কারণে অধিকাংশ মুনাফারই মালিক হয়ে যাবে আর মূল উদ্যোক্তা মুনাফার কিয়দংশ পাবে। ফলে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহসহ এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে না। যেহেতু এ পদ্ধতিতে মুনাফার হার চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় সেহেতু উভয় পক্ষ নিজেদের সুবিধানুসারে মুনাফার হার নির্ধারণ করতে পারে।

লোকসান বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি এরূপ হয় যে সমুদয় পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায় আর ব্যাংকের মূলধন বেশী থাকে এবং মুনাফার অনুপাত কম থাকে আর মুনাফার হার অনুপাতে লোকসান বণ্টন করা হয় তবে উদ্যোক্তা অংশীদারকে ব্যবসার মূলধনের বাইরে থেকে অর্থ যোগান দিয়ে লোকসান বহন করতে হবে। উদ্যোক্তার এইরূপ সামর্থ নাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টনই অধিকতর সুবিধাজনক ও ন্যায়সঙ্গত।

এই পদ্ধতির অংশিদারির ক্ষেত্রেও কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন ঃ মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হারে বণ্টন করা হলেও সমুদয় মুনাফা উদ্যোক্তা বা পুঁজিদাতা যে

www.pathagar.com

কোন একজনের অনুকূলে বণ্টন করা যাবে না। মুনাফা বণ্টনের পূর্বে ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করার জন্য মুনাফার কোন অংশ পূর্ব হতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন অংশীদারের জন্য পৃথক করে রাখা যাবে না।
এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাংককে মুফাওযা পদ্ধতির অনুরূপ সতর্কতা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমভাবে জরুরী।

শিরকাতুল ছানায়ে বা শিরকাতুল তাকাব্বাল (পেশাদারী অংশীদারি বা ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব)

এ পদ্ধতিতে কোন পেশাগত কাজ বা শ্রম নির্ভর কাজ সম্পাদনের জন্য একাধিক ব্যক্তি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফরমায়েশ গ্রহণ করে। এ বিষয়টি এমন যে, দু'জন সেলাই কর্মী বা রঞ্জনকর্মী এই শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করল যে, তারা ফরমায়েশ গ্রহণ করবে এবং লব্ধ উপার্জন দুজনের মাঝে ভাগ করা হবে। ইসলাম এ ধরনের অংশীদারিত্বকেও জায়েয রেখেছে।
এ বিষয়ে ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ দু'জনের যে কেউ কাজ বা ফরমায়েশ গ্রহণ করবে তা সম্পন্ন করা তার জন্য এবং তার শরীকের জন্য জরুরী হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতির মাধ্যমে পোশাক শিল্প ও অন্যান্য সার্ভিস নির্ভর রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতে পারে।
সাধারণতঃ সুদী ব্যাংকসমূহ পোশাক শিল্পের চলতি মূলধন হিসাবে Pre-Shipment Finance (PSF) নামে অর্থায়ন করে থাকে এবং এর উপর সুদ চার্জ করে থাকে। কোন কোন ইসলামী ব্যাংকও PSF নামে অর্থায়ন করে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। এই সার্ভিস চার্জের সাথে তারা ডিপোজিটরদেরকে প্রদেয় মুনাফা এবং প্রশাসনিক ব্যয় সাথে ১% বা ২% অতিরিক্ত চার্জ করে থাকে। এ ধরনের চার্জ মূলতঃ সুদেরই নামান্তর। কারণ সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রশাসনিক ব্যয়ের আনুপাতিক অংশের অতিরিক্ত কিছুই নেয়া যেতে পারে না। ব্যাংকের হিসাবসমূহের হিসাব বিবরণী হতে দেখা গেছে প্রশাসনিক ব্যয় প্রদত্ত অর্থের ২% থেকে ৩% এর বেশী হবে না।
ইসলামী ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত পদ্ধতিতে PSF এর বিকল্প বিনিয়োগ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে পোশাক শিল্প যে ফরমায়েশ পাবে তা সম্পাদনের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক অংশিদারির চুক্তিবদ্ধ হবে। চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কর্মীর অর্ধেক সংখ্যক ব্যাংক নিয়োগ দিবে এবং অর্ধেক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মালিক নিয়োগ দিবে। ব্যাংক এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ যৌথভাবে উক্ত কাজ সমাধা করবে। সপ্তাহান্তে ব্যাংকের কর্মকর্তা বা ব্যাংকের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে তাদের কর্মীদেরকে বেতন ভাতা প্রদান করবে এবং উক্ত কাজের জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় ওভার হেড খরচ যেমন ঃ বিদ্যুৎ, মেশিনের ভাড়া, কারখানার ভাড়া ইত্যাদি পরিশোধ করবে। উক্ত ফরমায়েশকৃত পণ্য রপ্তানী করে যে সার্ভিস চার্জ পাওয়া যাবে তা ব্যাংক অর্ধেক রেখে অবশিষ্ট অর্ধেক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে।

যেমন ঃ X গার্মেন্টস্ প্রতি ১,০০০ পিস ৩০০ ডলার সার্ভিস চার্জ দরে মোট ৫ লক্ষ পিছ কাপড় সেলাই এর ফরমায়েশ ব্যাংকের সাথে যৌথ চুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। এখন উক্ত ৫ লক্ষ পিছ কাপড় এর জন্য নিম্নোক্ত খরচ দরকার হবে।

শ্রমিক – ৫০০ জন ২০০ দরে X ৬০ দিন	৬০,০০,০০০ টাকা
বিদ্যুৎ –	১০,০০,০০০ টাকা
ভাড়া (মেশিনারিজ ও কারখানা) –	২০,০০,০০০ টাকা
মোট খরচ	৯০,০০,০০০ টাকা
সার্ভিস চার্জ হিসাবে প্রাপ্ত টাকা –৩০০ X৫০০X৭০ টাকা	১,০৫,০০,০০০ টাকা
বাদ খরচ –	৯০,০০,০০০ টাকা
মুনাফা	১৫,০০,০০০ টাকা
ব্যাংকের মুনাফা – ৩০%	৪,৫০,০০০ টাকা

ব্যাংক যদি প্রকৃতই বাস্তবত ও উদ্দেশ্যগতভাবে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে তবে প্রাপ্ত আয় হালাল হবে এবং পোশাক শিল্পও তার অলস মেশিন ও কারখানার অংশ ব্যাংকের নিকট সাময়িক ইজারা দিয়ে ভাড়া পেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক যে টাকা বিনিয়োগ করে উক্ত টাকার উপর যে মুনাফা করতে চায় তার সাথে শ্রমিকদের মজুরী ও প্রকৃত বিদ্যুৎ খরচ যোগ করে তা প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ হতে বাদ দিয়ে সার্ভিস চার্জের অবশিষ্ট টাকা মেশিন ও কারখানার ভাড়া হিসেবে প্রদান করার শর্তে উক্ত কাজের জন্য কারখানার মালিকের নিকট হতে ইজারা গ্রহণ করতে পারে। তবে এ সংক্রান্ত চুক্তিটি অবশ্যই পূর্ব হতে সম্পন্ন করে নিতে হবে।

শিরকাতুল উজুব (পরিচয়ভিত্তিক অংশীদারি)

যখন একাধিক ব্যক্তি মূলধন ছাড়াই নিজেদের পরিচিতি, সুনাম ও আস্থাভাজনতাকে কাজে লাগিয়ে অংশীদারি ব্যবসা করে তাকে শিরকাতুল উজুব বা পরিচয়ভিত্তিক অংশীদারি বলে। এ বিষয়ে ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ "পরিচয়ভিত্তিক অংশিদারির রূপ এই যে, মূলধন নেই এমন দু'জন এই শর্তে অংশীদারি চুক্তি করলো যে, তারা নিজেদের পরিচয় (ও আস্থাকে) কাজে লাগিয়ে ক্রয় ও বিক্রয় করবে এই ভিত্তিতে অংশীদারি বৈধ হবে।

www.pathagar.com

আধুনিককালে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডেফার্ড পেমেন্ট শর্তে এল/সির মাধ্যমে পণ্যের বেচা-কেনা হয়ে থাকে। ব্যাংক তার সুনাম ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে অংশিদারির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

ইজারা

ইসলামী ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস হলো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা প্রকিউর করে তা ভাড়ায় খাটানো। ইজারা সংক্রান্ত শরীয়ার বিধান ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। ইজারার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহে ব্যাপকভাবে প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্ব পদ্ধতি বা Hire parchase Shirkatul Meilk (HPSM). এই পদ্ধতিতে ব্যাংকসমূহ সাধারণতঃ ভারী শিল্পের মেশিনারীজ, পরিবহন, বাড়ি ইত্যাদিসহ স্থায়ী জাতীয় সম্পদ গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয়, অর্জন বা নির্মাণ করে। অতঃপর ব্যাংকের অংশটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দিয়ে আয় অর্জন করে এবং নির্ধারিত কিস্তির বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। গ্রাহক কিস্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর সম্পদটির নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করে এবং ব্যাংককে আর ভাড়া পরিশোধ করতে হয় না। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের মালিকানা থাকে এবং গ্রাহক উক্ত সম্পদ ব্যবহারের জন্য ব্যাংককে ভাড়া প্রদান করে।

ক্রয়-বিক্রয়

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যবসা পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো হালাল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়। ব্যাংক তার নিজস্ব পুঁজি এবং মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজি এবং আরিয়াকৃত অর্থ দ্বারা বাজার হতে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে তার গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। আবার ব্যাংক তার গ্রাহক হতে কোন পণ্য ক্রয় করে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করেও মুনাফা অর্জন করে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহককে যে সুবিধা দিয়ে থাকে তা হলো মূল্য পরিশোধের জন্য সময়দান অর্থাৎ বাকীতে বিক্রয়। অপরদিকে পণ্য প্রাপ্তির পূর্বে মূল্য পরিশোধ অর্থাৎ অগ্রীম ক্রয়। সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবসার ক্ষেত্রেও বাকীতে পণ্য বিক্রয় এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য অগ্রীম অর্থ পরিশোধের ধারা প্রচলিত রয়েছে। ইসলামও এ দু'টি পন্থাকে সম্পূর্ণ জায়েয রেখেছে। এ পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক বাকিতে বিক্রকৃত পণ্যের মূল্য আদায় নিশ্চিত করার জন্য বা অগ্রীম প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত পণ্য পাওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহক থেকে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করতে পারে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদ হারাম করেছেন। - সূরা বাকারা ঃ ২৭৫

www.pathagar.com

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা. জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য বস্তু বাকীতে ক্রয় করেন। অতঃপর তাঁর বর্মটি তাকে বন্ধক হিসেবে প্রদান করেন। - মুসলিম

আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা. আগমনকালে মদীনার লোকজন খেজুর অগ্রীম ক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে বললেন ঃ যে অগ্রীম ক্রয় করতে চায়, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওজনে ক্রয় করে। – মুসলিম, বুখারী

ইবনে উমর রা. বলেন ঃ নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যদ্রব্য আগাম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ নেই। যদি তা এমন ফসলের মধ্যে না হয় যা ব্যবহার উপযোগী হয়নি।

ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ নগদ মূল্যে এবং মেয়াদী মূল্যে বিক্রয় বৈধ, যদি মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় বাকীতে/অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে সে সকল শর্ত যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই তা হালাল ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে এ সকল শর্তের অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় হালাল হয় না। মর্যাদাগত দিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। বাই-এ নাফিয, বাই-এ বাতিল, বাই-এ ফাসিদ, বাই-এ মাওকুফ।

বাই-এ নাফিয

যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাল তাৎক্ষণিকভাবেই ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় তা হলো বাই-এ নাফিয। বাই-এ নাফিযের জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা হলো–

- ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে প্রাপ্ত বয়স্ক, পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।
- একই বিষয়ে ইজাব এবং কবুল হতে হবে।
- বিক্রিতব্য বস্তু মওজুদ হতে হবে।
- বস্তুটি স্বত্ব হওয়ার যোগ্য হতে হবে।
- বিক্রেতা নিজে বিক্রিতব্য পণ্যের মালিক বা বিক্রয়ের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি হতে হবে।
- বস্তুটির মধ্যে ব্যবহার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।
- পণ্যটি বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো স্বত্বমুক্ত হতে হবে।
- চিরস্থায়ীভাবে স্বত্ব স্থানান্তরের সংকল্প থাকতে হবে। সাময়িক স্থানান্তর বা সাময়িক বিক্রয়ের শর্ত থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

বাই-এ বাতিল

যে ক্রয়-বিক্রয় কোনভাবেই শুদ্ধ হয় না তা-ই হলো বাই-এ বাতিল। যেমনঃ এমন কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয় বাস্তবে যার উপর বিক্রেতার কোন সত্ত্ব নেই।

বাই-এ ফাসিদ

যে বাই-এ ত্রুটি থাকে তবে ক্রীত মাল হস্তগত হওয়ার পর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হয় কিন্তু কোনরূপ ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া বা উপযোগীতা লাভ করা যায় না বা হালাল হয় না তা-ই বাই-এ ফাসিদ। যেমন ঃ

- দুই বিনিময় বস্তুর একটি যদি হারাম হয় তবে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। যেমন ঃ মৃত, রক্ত, মদ, শুকরের বিনিময়ে বিক্রি।
- শিকার করার পূর্বে মাছ, শূণ্যে উড়ন্ত পাখি, গর্ভস্থ বাচ্চা, গাছে থাকা ফল আন্দাজে পরিমাপ করা ইত্যাদি বিক্রয়।
- এমন শর্তে বিক্রয় যা বিক্রয়ের পরিপন্থী।

বাই-এ মাওকুফ

কেউ অপর কারো বস্তু তার বিনা অনুমোতিতে বিক্রয় করলে বস্তুটির মূল মালিকের বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করার কারণে বস্তুটির উপর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ ধরণের বাই হলো বাই-এ মাওকুফ। পরবর্তীতে মূল মালিক উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদন দিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কিছু কিছু বিক্রয় শরীয়তে মাকরূহ্ হিসেবে বিবেচিত। যেমন ঃ ধোঁকাবাজি ও প্ররোচিত করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, একে অন্যের দামের উপর বাড়িয়ে কমিয়ে দাম বলে ক্রয়-বিক্রয়।

মূল্যের দিক থেকেও বাই চার প্রকার। তা হলো তাওলিয়া, মুরাবাহা, যায়'আ ও মুসাওয়ামাহ্। যখন কোন পণ্য প্রকৃত ক্রয় মূল্যেই ক্রেতা বিক্রয় করে তা হলো তাওলিয়া, যখন ক্রেতা-বিক্রেতা সমঝোতার ভিত্তিতে ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় করে তা হলো মুরাবাহা এবং ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করলে তা হবে যায়'আ। আর যখন পূর্ব দাম অর্থাৎ ক্রয়মূল্য অগ্রাহ্য পূর্বক ক্রেতা-বিক্রেতার যৌথ সম্মতিক্রমে মূল্য ধার্য করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে বলা হয় মুসাওয়ামাহ্।

মূল্য পরিশোধের সময় অনুসারে আরও দুটি প্রকার পাওয়া যায়। তা হলো বাই মুয়াজ্জাল ও বাই সালাম।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণতঃ যে পদ্ধতির অনুসরণ করে তা হলো ঃ

www.pathagar.com

বাইমুয়াজ্জাল

বাই মুয়াজ্জাল হল এমন প্রকৃতির বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য মূল্য ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে পণ্যের মালিকানা ও দখলীস্বত্ব তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক পণ্য বাজার হতে ক্রয় করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য জানাতে বাধ্য নয়। তবে বর্তমানে প্রচলিত প্রথানুসারে দেখা যায় ব্যাংক গ্রাহকের পছন্দসই পণ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে ক্রেতার পছন্দমত উৎস হতে তারই পছন্দের পণ্যটি ক্রয় করে দেয়। আবার যেক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃতিগত জটিলতার কারণে ব্যাংকের পক্ষে বাজার হতে পণ্যটি প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে পণ্যটি ক্রয় করে সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে প্রায়ই বিনিয়োগ গ্রহীতাকেই ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে প্রায়ই উক্ত পণ্যের ক্রয় মূল্যও গ্রাহকের জানা থাকে। অবশ্য এরূপ জানা থাকাতে কোন সমস্যা নেই।

মুরাবাহা

মুরাবাহা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে নির্ধারিত পণ্য ক্রয় করে পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত হারে মুনাফা যোগ করে উক্ত পণ্য গ্রাহকের নিকট নগদে বা নির্ধারিত মেয়াদে বিক্রয় করে। বাই মুয়াজ্জালের সাথে এর অন্যতম পার্থক্য হলো বাই মুয়াজ্জালে ব্যাংকের মুনাফার হার গ্রাহককে জানানো বাধ্যতামূলক নয়। অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে ব্যাংক যে পরিমাণ মুনাফা করে তা গ্রাহককে জানানো বাধ্যতামূলক। ব্যাংক ক্রয়মূল্যের সাথে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত আদায় করতে পারে না। তবে উক্ত পণ্যের প্রসেসিং খরচ ও বহন খরচ যোগ করা জায়েয। মুরাবাহা সম্পর্কে ইমাম কুদূরী র. বলেন ঃ "মুরাবাহা হলো প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে জিনিসটির মালিকানা লাভ করেছে সেটাকে অতিরিক্ত লাভসহ প্রথম মূল্যের উপর হস্তান্তর করা। আর তাওলিয়া হলো প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে জিনিসটির মালিকানা লাভ করেছে সেটাকে অতিরিক্ত লাভ ছাড়া প্রথম মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা।" এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ "উভয় প্রকার বিক্রয়ই বৈধ; কেননা এতে বৈধ হওয়ার যাবতীয় শর্ত সমবেত হয়েছে। আর এ ধরনের বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কেননা ব্যবসা বুঝে না এমন নির্বোধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্মের উপর ভরসা করার প্রয়োজনবোধ করে এবং সে যে মূল্য দ্বারা খরিদ করেছে, সেও তার সদৃশ মূল্যে কিংবা অতিরিক্ত লাভের বিনিময়ে বিক্রি করেছে বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে

www.pathagar.com

পারে। সুতরাং এ দুটির বৈধতা দেয়া অপরিহার্য। সুতরাং মুরাবাহা একটি শরীয়া সিদ্ধ পদ্ধতি হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করাও শরীয়াসম্মত। আর তাই ইসলামী ব্যাংক সাধারণতঃ মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের পূর্বেই পণ্য ক্রয়ের নিশ্চয়তা স্বরূপ ক্রেতার কাছ থেকে নগদ জামানত গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক পণ্য ক্রয়পূর্বক নিজস্ব দখলে নেয়ার পর মালিকানা স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে। তবে পণ্যমূল্য আদায় নিশ্চিত করার স্বার্থে জামানতস্বরূপ পণ্যের দখলি স্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখতে পারে এবং মূল্য আদায় সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে বা সম্পূর্ণ পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে থাকে।

বাই সালাম

বাই সালাম ইসলামসম্মত একটি ক্রয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বিক্রয়যোগ্য পণ্য অগ্রীম ক্রয় করে বিক্রেতাকে তার মূল্য পণ্য প্রাপ্তির পূর্বেই প্রদান করে থাকে। অতঃপর নির্ধারিত সময় পরে ব্যাংক উক্ত পণ্যের ডেলিভারী গ্রহণ করে তার সাথে মুনাফা যোগ করে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করে লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পূর্বেই উক্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের পরিমাণ ও নমুনা উল্লেখপূর্বক তৃতীয় পক্ষের সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। এক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রেতাও ব্যাংককে উক্ত পণ্য বিক্রয়ের সহযোগিতা স্বরূপ ক্রেতার সন্ধান দান বা বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সহযোগিতা করতে পারে। এ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কৃষকদেরকে কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য, শিল্প মালিকদেরকে শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য উক্ত পণ্যসমূহ আগাম ক্রয় করে উহার মূল্য পূর্বেই প্রদান করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাংক নির্ধারিত সময়ান্তে উক্ত পণ্যের সরবরাহ গ্রহণ করে ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ গ্রাহককে পণ্য সরবরাহ করে মূল্য আদায় করতে পারে। এ পদ্ধতিতে যে কোন উৎপাদনকারী খামার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ের জন্য অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করা হয় বিধায় উৎপাদকগণ বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পের মালিকগণ তাদের পণ্য আগাম বিক্রয় করে উৎপাদন কার্যকে গতিশীল করতে পারে।

উল্লেখিত বিনিয়োগ পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাংক গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পণ্য, ব্যক্তিগত বাহন, ছোটখাট যন্ত্রপাতি ক্রয়পূর্বক কিস্তিতে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এ সকল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত ও পদ্ধতিগতভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পরিপালন করা হলে তা সম্পূর্ণরূপে হালাল উপার্জন হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক বাণিজ্য

ইসলামী ব্যাংকের আয় উপার্জনের অন্যতম উৎস হলো বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য হতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জন করতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমদানী এবং রপ্তানী। সুদূর প্রাচীনকাল হতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। এজন্য মানুষ বহু দূর দেশ ভ্রমন করত। আধুনিককালে মানুষ নিজস্ব স্থানে বসেই বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় সক্ষম। আর তা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ব্যাংকিং সেবার বদৌলতে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সতর্কতার সাথে কাজ করলে সম্পূর্ণ হালালভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করতে পারে। ব্যবসাকে শরীয়া সম্মতভাবে পরিচালনার স্বার্থে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে।

আমদানী বাণিজ্য

আমদানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক তিনটি পদ্ধতিতে শরীয়া সম্মতভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। যেমন ঃ (১) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমদানী, (২) নিজেই আমদানী করে গ্রাহকের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় এবং (৩) গ্রাহককে আমদানীতে সহযোগিতা করে বা সেবা দিয়ে আয় অর্জন। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত পদ্ধতিতেই কাজ করে থাকে। পদ্ধতিগুলো হলো –

নিজে আমদানী করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয়

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদানুসারে নিজে আমদানীকারক হিসেবে গ্রাহকের জন্য পণ্য আমদানী করে উক্ত পণ্যের আমদানী মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে এল সি খোলার পূর্বেই ব্যাংকের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়। উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহক পণ্য সরবরাহ নেয়ার নিশ্চয়তা হিসেবে কিছু নগদ অর্থ জামানতস্বরূপ ব্যাংকের কাছে জমা রাখে। উক্ত জামানত এল সি মার্জিন হিসেবে পরিচিত। উক্ত জামানত প্রাপ্তির পর এবং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ব্যাংক পণ্য সরবরাহকারীকে ফরমায়েশ তথা এল সি ইস্যু করে পরবর্তীতে পণ্য সরবরাহকারীগণ পণ্য সরবরাহ করলে ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে উক্ত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে এবং জাহাজী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে মালের সরবরাহ গ্রহণ করে নিজস্ব দখলে এনে পরবর্তী সময়ে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক গ্রাহকের নিকট এর মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করে। তবে পণ্যমূল্য গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের দখলী স্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখতে পারে আবার উপযুক্ত জামানত রেখে টি আর (Trust Receipt) এর মাধ্যমে পণ্যের মালিকানার সাথে দখলও গ্রাহককে বুঝিয়ে দিতে পারে। যে

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পণ্যের দখলী স্বত্ব ব্যাংক ধরে রাখে সেক্ষেত্রে গ্রাহক পণ্যমূল্য পরিশোধ করে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করে আর যে ক্ষেত্রে টি আর এর মাধ্যমে মালের দখল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য বিক্রয় করে পণ্যমূল্য পরিশোধের সুযোগ পায়। এ পদ্ধতিটি বিক্রয় বা মুরাবাহা পোষ্ট ইমপোর্ট (এম পি আই) হিসেবে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়ে গ্রাহক নিজেও ব্যাংককে সহযোগিতা করতে পারে। যেমন ঃ পণ্যের উৎস নির্বাচন, দর নির্ধারণ, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে রপ্তানীকারকের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে তার কাছ থেকে ব্যাংকের জন্য কোটেশন সংগ্রহ করে ব্যাংককে সরবরাহ করতে পারে। ব্যাংক গ্রাহকের দেয়া তথ্যানুসারে উক্ত রপ্তানীকারক হতে পণ্য আমদানী করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ব্যাংক হলো রপ্তানীকারকের পণ্যের প্রত্যক্ষ ক্রেতা এবং আমদানী পরবর্তী সময়ে স্থানীয় গ্রহীতার কাছে পণ্যের বিক্রেতা।

পণ্য আমদানির জন্য গ্রাহককে সেবা প্রদান

ব্যাংক স্থানীয় আমদানিকারকদেরকে আমদানির ক্ষেত্রে সেবাদানের মাধ্যমেও আয় করতে পারে। সাধারণতঃ আমদানীকারকগণ দেশে থেকেই বৈদেশিক পণ্য আমদানী করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সব থেকে বড় তাহল আমদানীকারকের পণ্যমূল্য পরিশোধ করার পর যথাযথভাবে পণ্য পাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং রপ্তানীকারকের ঝুঁকি হলো মূল্য প্রাপ্তির পূর্বে পণ্য রপ্তানী করে তার মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তা। উভয়পক্ষের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উভয়পক্ষই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকের উপর আস্থা স্থাপন করে এবং আমদানীকারকের পক্ষে পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য তার দেশীয় ব্যাংক রপ্তানীকারককে নিশ্চয়তাস্বরূপ লেটার অব ক্রেডিট প্রদান করে এবং রপ্তানীকারকের দেশীয় ব্যাংক উক্ত পণ্যমূল্য আদায়ে মধ্যস্থতা করে। সুতরাং পণ্য আমদানীকারকগণ নিজেরা পণ্য আমদানী করলেও ব্যাংকের সেবা তাদের গ্রহণ করতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে এল সি খুলে থাকে। এর বিনিময়ে গ্রাহক হতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। এইরূপ এল সি খোলার প্রাক্কালে আমদানীকারক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। এইরূপ এল সিকে ১০০% মার্জিন সমেত এল সি বলা হয়। আমদানিকৃত পণ্য জাহাজীকরণের পর বা দেশে পৌঁছার পর অর্থাৎ পূর্বশর্ত মোতাবেক রপ্তানীকারক পণ্য সরবরাহের পর ব্যাংক গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ দ্বারা পণ্যমূল্য পরিশোধ করে। এখানে উল্লেখ্য নিজস্ব পণ্য আমদানীর জন্য গ্রাহককে পূর্বেই ১০০% মূল্য পরিশোধ করা নাও লাগতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের সন্তুষ্টি স্বাপেক্ষে এল সি খোলার প্রাক্কালে আংশিক মূল্য এবং অবশিষ্ট অংশ পণ্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে

www.pathagar.com

সি খোলার প্রাক্কালে আংশিক মূল্য এবং অবশিষ্ট অংশ পণ্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে ব্যাংকে জমা দিতে পারে। উল্লেখ্য গ্রাহক কর্তৃক পণ্য আমদানী করা হলে যেক্ষেত্রে গ্রাহক পণ্যমূল্য পরিশোধের পূর্বে অবশিষ্ট অংশ পরিশোধে ব্যর্থ হয় এবং ব্যাংক হতে ঋণ করে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে সেক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত অর্থের উপর কোন অতিরিক্ত চার্জ বা মুনাফা চার্জ করতে পারে না। কেননা এক্ষেত্রে গ্রাহকই হল মূল ক্রেতা এবং রপ্তানীকারক হল বিক্রেতা আর ব্যাংক হল সেবাদানকারী এবং পরবর্তীতে গ্যারান্টর হিসেবে অর্থায়নকারী। ফলে এইরূপ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক অতিরিক্ত চার্জ করতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে অনেক শরীয়া ব্যাংকই গ্রাহক কর্তৃক আমদানীকৃত অর্থাৎ ক্যাশ রিটায়ারমেন্ট ভিত্তিতে ইস্যুকৃত এল সির বিপরীত আমদানীকৃত মালের ক্ষেত্রেও মুরাবাহা পদ্ধতিতে (এম পি আই) বাকীতে বিক্রয় করে থাকে। আমাদের মতে এইরূপ ক্যাশ এল সির মালামাল মুরাবাহার ভিত্তিতে বাকীতে বিক্রয় করা সঠিক নয়। কেননা, ক্যাশ এল সির ভিত্তিতে পণ্য আমদানী করে পরবর্তীতে গ্রহীতা কর্তৃক পণ্যমূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে এম পি আই করা হলে দুটি যুক্তি প্রদর্শন করা হতে পারে –

(১) উক্ত পণ্যের রপ্তানীকারককে ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করে বিধায় উক্ত পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের হয়। সুতরাং ব্যাংক তা গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করতে পারে।

অথবা

(২) গ্রাহক আমদানীকারক হিসেবে আমদানী করে তার মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। সুতরাং ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত পণ্য ক্রয় করতে পারে। অপরদিকে কোন পণ্যের বিক্রেতা পরবর্তীতে ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট হতে ক্রয় করতে পারে। সুতরাং গ্রাহক ব্যাংকের নিকট হতে উক্ত পণ্য বাকীতে ক্রয় করতে পারে।

অতএব তাদের মতে নগদ এল সির মালও এম পি আই করা যায়। আমাদের যুক্তি হলো উল্লেখিত কারণে মেয়াদের ভিত্তিতে মুরাবাহার মালামাল ঐ গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করা যায় না। কারণ –

(১) মুরাবাহার ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাফার হার পূর্বেই নির্ধারণ করে চুক্তি করা হয় এবং বিক্রেতা তদপেক্ষা বেশী মুনাফা গ্রহন করতে পারে না। আর যে ক্ষেত্রে মূল মূল্যের উপরে বিক্রয় করার চুক্তি করা হয় অর্থাৎ ক্রয়মূল্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার চুক্তি করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয়কে বলা হয় তাওলিয়া। যেহেতু গ্রহীতা নগদে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে জাহাজ হতে পণ্য সরাসরি খালাস করার জন্য এল সি করে সেহেতু এল সি খোলার প্রাক্কালে

www.pathagar.com

মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে ব্যাংককে আমদানীকারক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তা মুরাবাহার পরিবর্তে তাওলিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করে মাল খালাস নেয়ার ব্যর্থতার কারণে মুনাফা প্রযুক্ত করে মুরাবাহা করার কোন সুযোগ নেই।

(২) যখন ধরে নেয়া হয় ব্যাংক এল সি খোলার সুবাদে পণ্যমূল্য পরিশোধের বিষয়ে গ্যারান্টর সে ক্ষেত্রে গ্রাহকই হলো পণ্যের প্রকৃত আমদানীকারক। সেহেতু আমদানীকারকের পক্ষে ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করলে তা ব্যাংকের নিকট আমদানীকারকের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ঋণের উপর অতিরিক্ত গ্রহন করা হলে তা সুদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। অপরদিকে যদি ধরে নেয়া হয় ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে নিবে এবং গ্রাহককে পরিশোধিত পণ্যমূল্য দ্বারা রপ্তানীকারকের পাওনা পরিশোধ করবে এবং ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে ক্রয়কৃত পণ্য পুনরায় গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রয় করবে তবে তাও সঠিক হবে না। কেননা এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বাই-এ ফাসেদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা শরীয়তের মূলনীতি হলো বেচা-কেনায় এমন কোন শর্তারোপ জায়িয নেই যা মূল বেচা-কেনার পরিপন্থী। ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে যদি এ শর্তে পণ্য ক্রয় করে যে গ্রাহক পুনরায় তা ব্যাংকের নিকট হতে অধিক মূল্যে ক্রয় করে নিবে তবে পুনঃবিক্রির এই শর্ত একটি ফাসেদ বা হারাম শর্ত। সুতরাং এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ নয়।

সুতরাং আমাদের মত হলো নগদ ভিত্তিক এল সির ভিত্তিতে আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গ্রহীতাই আমদানীকারক বা ক্রেতা হিসেবে পণ্য আমদানী করে অথবা ব্যাংক আমদানীকারক হলেও প্রথম হতে মুনাফা ধরা হয় না সেহেতু আমদানীর পর গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক হতে পণ্য ক্রয় করে পুনঃবিক্রয় বা তাওলিয়ার পরিবর্তে মুরাবাহা করা সঠিক নয়। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

রপ্তানী বাণিজ্য

সেবাদান

রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাংকের ভূমিকা অপরিহার্য। কেননা রপ্তানীকারকের পণ্যের মূল্য এল/সি প্রদানকারী ব্যাংক হতে আদায় করার জন্য স্থানীয় ব্যাংকের উপর নির্ভর করতে হয়। ব্যাংক এক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন করে রপ্তানীকারকের পণ্য মূল্য আদায়ে সহযোগিতা করে। তাছাড়া বৈদেশিক পত্র যোগাযোগসহ বিভিন্ন শর্তের পরিপালনও ব্যাংক নিশ্চিত করে সঠিকভাবে পণ্য আমদানীতে

www.pathagar.com

সহযোগিতা করে। এভাবে সেবাদানের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানী বাণিজ্য হতেও আয় করতে পারে।

প্রত্যক্ষ রপ্তানীর মাধ্যমে আয়

প্রায়ই ব্যাংকের গ্রাহকগণ বৈদেশিক ফরমায়েশ পাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে নিজে ফরমায়েশ অনুসারে সমুদয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহক ফরমায়েশ পত্রটি নিজে না রেখে ব্যাংকের অনুকূলে ন্যস্ত করে এবং ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে উক্ত পণ্য রপ্তানীর জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। স্থানীয় উৎপাদক হতে ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে রপ্তানী করে মুনাফা অর্জন করে। আর স্থানীয় উৎপাদক যাতে যথাসময়ে পণ্য উৎপাদন করে ব্যাংককে সরবরাহ করতে পারে তার জন্য ব্যাংক বাই সালাম পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য অগ্রীম পরিশোধ করে থাকে।

অংশীদারি পদ্ধতিতে রপ্তানী

ব্যাংক স্থানীয় গ্রাহকের সাথে মুশারাকা বা অংশীদারির ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী করেও মুনাফা অর্জন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক স্থানীয় রপ্তানীকারক কর্তৃক বৈদেশিক ফরমায়েশ প্রাপ্তির পর উক্ত পণ্যের রপ্তানী মূল্য এবং তার উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী লাভজনক হবে তবে ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী করে। অর্থাৎ ব্যাংক উক্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় সরবরাহ, উৎপাদন প্রক্রিয়া তদারকী, রপ্তানী নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে এবং এ রপ্তানী হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেয়। এভাবে ব্যাংক মুশারাকার ভিত্তিতে রপ্তানী করে মুনাফা অর্জন করে।

অন্যান্য সেবা

সেবাদানের বিনিময়ে শ্রমমূল্য/সেবামূল্য বা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে থাকে এবং এর বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। এ সকল সার্ভিস চার্জসমূহও ইসলামী ব্যাংকের আয়ের একটি বিশেষ উৎস। ব্যাংকের এ সকল সেবার মধ্যে টি,টি, ডি,ডি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক অর্থ স্থানান্তর, পে-অর্ডার, ব্যাংক গ্যারান্টি, স্থানীয় লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকের পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান, গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদার, কর্মচারীদের পাওনা/বেতন প্রদান, গ্রাহকের পক্ষে তার পাওনাদারদের হতে পাওনা আদায়, বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়, সরকারী সেবাদানকারী সংস্থা যেমন ঃ বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ওয়াসা ইত্যাদির পাওনা আদায়, লকার ভাড়া দেয়ার মাধ্যমে গ্রাহকের মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তা এ পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং যে কথাটি বলার ও বুঝানোর উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এ দীর্ঘ আলোচনা করতে হলো এখানে তাই বিধৃত করা হবে।

ইসলাম একটি জীবন বিধান। আর যারা ঈমান এনে এ জীবন বিধান গ্রহণ করে নেয় সে হল মুসলমান। কোন কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে তার পূর্ণ পরিপালনের মাধ্যমে এমন তাক্বওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয় যে, ইসলাম পরিপালনে বা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. এর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে নিজেকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত রাখে এবং বড় বড় বিপদকে গ্রহণ করে নেয়। আবার মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোক আছে যারা হরহামেশা নির্দ্বিধায় অনেক অপকর্ম করে যায়। চুরি, ডাকাতি, মদপান যেনাসহ সকল ধরনের অপরাধই কোন কোন মুসলমান করে থাকে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করলেই সকল মুসলমানের মর্যাদা সমান হয় না। মুসলমান যেমন জান্নাতে যাবে তেমন মুসলমান জাহান্নামেও যাবে। আর তা নির্ভর করবে উক্ত মুসলমান কর্তৃক ইসলাম পরিপালনের উপর। তেমনিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং এর ইসলামী পদ্ধতি। যে সকল ব্যাংক শরীয়া অনুসরনের ঘোষণা দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর পদ্ধতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে তারাই হলো প্রকৃত ইসলামী ব্যাংক এবং তারা এর দ্বারা সুদমুক্ত থেকে কল্যাণ অর্থনীতির সুবিধা মানুষকে দিতে পারে এবং নিজেরাও সুদমুক্ত থেকে হালাল উপার্জনে সক্ষম হয়। অপরদিকে যে সকল ব্যাংক শরীয়া পরিপালনের ঘোষনা দেয়া সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকিং এর পদ্ধতি সমূহের অনুসরণ করে না সে সকল ব্যাংকের আয়ে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং ইসলামী শরীয়া পরিপালনের ঘোষণা দিলেই সকল ইসলামী ব্যাংকের মর্যাদা সমান হয় না। তা একান্তই নির্ভর করে শরীয়া ব্যাংক কর্তৃক শরীয়া পরিপালনের মাত্রার উপর।

এ কথাটি আমাদের জন্য মোটেও সুখকর নয় যে, বর্তমানে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ইসলামী নাম ধারণ করে প্রকারান্তরে সুদের কারবারের সাথে জড়িত হয়ে তার অগণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করছে এবং দেশের অসীম সংখ্যক মুসলমান যারা কখনোই সুদের সংস্পর্শে আসার কল্পনাও করেনি তাদের অজান্তেই তাদেরকে সুদ খাইয়ে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মহান প্রত্যয় নিয়ে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কতিপয় উদ্যোক্তাও এ দেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটান। তাদের এ প্রচেষ্টা ছিল সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর একটি অংশ বিশেষ। ফলে উক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পিছনে মুনাফা অর্জন মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরা, মুসলমানদেরকে হালালভাবে ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নিজেরাও উক্ত সুযোগ ভোগের অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। যখন এ ব্যাংকের সুপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোন ভাবগতিই লক্ষ্য করা যায়নি তখনও বহু সংখ্যক লোক প্রতিষ্ঠিত চাকরির সুবিধা ত্যাগ করা, সঞ্চিত অর্থ অনিশ্চিত খাতে ঢেলে দেয়ার মত ঝুঁকি গ্রহণ ও ত্যাগ স্বীকার করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিল। অপরদিকে বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীর যে বৃহৎ অংশটি সুদীর্ঘ কাল হতে সুদের কারণে ব্যাংকিং সুবিধা হতে দূরে ছিল তাদের মধ্যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এমনকি এমন অনেক লোকও ছিল যারা নিজের টাকা সুদী ব্যাংকে রাখার পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকে রাখার জন্য সাইকেলে করে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার মত কসরতও করেছিল। বহুলোক সুদী ব্যাংকের হিসাব গুটিয়ে ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খুলেছিল এবং কোন একটি দিনের জন্যও হিসাব পরিচালনা করতে সুদী ব্যাংকের ধারে কাছে যায়নি। উদ্যোক্তাদের সদভিপ্রায় ও ইসলাম প্রিয় জনসাধারণের আন্তরিকতার বদৌলতে ইসলামী ব্যাংক যখন বিরাট সাফল্যের মুখ অবলোকন করতে শুরু করল তখন অনেকেই কেবলমাত্র ব্যবসায়িক ধ্যান-ধারণা নিয়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসে এবং সুদী ব্যাংকের কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ চাকরিতে অধিক সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে চলে আসে। তাছাড়া যারা ছিল ইসলামী ব্যাংকের পাইওনিয়ার তাদের অনেকেরও বিদায় ঘটে। ফলে ইসলামের নামে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে হালাল ব্যাংকিং আজ প্রায় বিদায় নিতে বসেছে। আমরা ইতিমধ্যে ইসলামী ব্যাংকের কার্যাবলী শিরোনামে যে প্রক্রিয়ার আলোচনা করেছি তা মূলতঃ ইসলামী ব্যাংকের জন্য ডিজাইনকৃত হালাল প্রক্রিয়া, যে সকল প্রক্রিয়ার বিষয়ে দু'একটি ব্যাংক এবং স্বল্প পরিসরে কর্মকর্তাগণ ব্যতিত অবশিষ্টরা মোটেও আন্তরিক নয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকের নামে বর্তমানে যে সকল ব্যাংক কাজ করছে তাদের কোন কোনটি হারামের মধ্যেই লিপ্ত রয়েছে। আর তারা অতিরিক্ত যে অপরাধ করছে তা হলো দেশের ইসলাম প্রিয় মুসলমানদেরকে হালাল বলে হারাম খাইয়ে দিচ্ছে। সুদী ব্যাংকগুলোও আজ ইসলামী কাউন্টার খুলছে বলে আমরা যারা আজ এটাকে ইসলামী ব্যাংকের সফলতা বলে আনন্দিত হচ্ছি তাদের আসলে খুশি হওয়ার কিছুই নেই। কেননা,

www.pathagar.com

এ সকল ব্যাংকসমূহ ইসলামের নামে কাজ করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের মহত্ব ক্রমেই বিপণ্ন হচ্ছে। কেননা, ইসলামী অনুশাসনের মধ্যে থেকে ইসলামী ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করার জন্য যে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে হয় গ্রাহকগণ ঐ সকল ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করতে ঐ সকল সমস্যার মুখোমুখি হয় না। সুতরাং তাদের প্রথম সুবিধা হয় তারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে আবার ইসলামী অনুশাসন মানার কষ্ট হতেও নিষ্কৃতি লাভ করে। ফলে এ সকল গ্রাহকগণ প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকিংকে হেরেজম্যান্ট মনে করে ঐ সকল ব্যাংকের দিকে ছুটতে থাকবে আর এক সময় তাদের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকিং পুনরায় অপরিচিত হয়ে যাবে। বর্তমানে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক ইসলামী পদ্ধতি পরিপালনের পরিবর্তে যে সকল পদ্ধতির অনুসরণ করছে তা নিম্নরূপ ঃ

নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে আমানত গ্রহণ

আমরা আলোচনা করেছি ইসলামী ব্যাংক মুদারাবার ভিত্তিতে জনসাধারণকে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে তাদের থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ পুঁজির মালিকদেরকে প্রদান করে। এইরূপ মুনাফা একটি অনিশ্চিত বিষয় এবং ব্যবসাটি বেশ ঝুঁকি বহুল। কোন অবস্থায়ই ন্যূনতম মুনাফা (গ্যারান্টেড মুনাফা) পূর্ব হতে নির্ধারণ করা যায় না। অথচ ইসলামের নামে পরিচালিত কোন কোন ব্যাংককে দেখা যায় বিভিন্ন উৎস হতে পূর্ব নির্ধারিত হারে ফান্ড গ্রহণ করতে এবং মোটা অংকের ফান্ড প্রাপ্তির আশায় নির্ধারিত রেট অফার করতে। প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার কারণে অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। ফান্ড বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিত হয়ে কোন একটি শরীয়াহ্ ভিত্তিক লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে একটি শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও সেকেণ্ড অফিসার ফান্ড দেয়ার অনুরোধ করে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান সাহেব তাদেরকে ফান্ড দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে জানান তারা যেন অন্ততঃ ১১% দরে এক বছর মেয়াদী TDR এর জন্য অফিসিয়ালী চিঠি ইস্যু করে। একদিকে ফান্ড বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের চাপ অপরদিকে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ সুদ প্রদানের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়। দুটি বিষয়ে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ব্যাংকের কর্মকর্তাগন বলেছিলেন ঠিক আছে আমরা এটুকু বলি যে, "আমরা ১১% মুনাফা দিতে পারব আশা করি।" পরবর্তীতে মুনাফা যে হারে হবে আমরা সে হারেই প্রদান করব। এতে আমরা ফান্ডও পেলাম আবার লেনদেনটাও হলো হালাল। কিন্তু শরীয়া ভিত্তিক ইনস্যুরেন্স এর সম্মানীত চেয়ারম্যান সাহেব পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এখন যা বলবেন তা অবশ্যই দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা চলবে না। তার প্রস্তাবে ব্যাংকের শাখা

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপক সাহেব প্রায় সম্মতি দিয়েই দিলেন এবং খুব খুশী হয়ে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে জানিয়ে দিলেন স্যার প্রায় পাঁচ কোটি টাকার একটি ফান্ড পেয়েছি এটা দশ কোটিও হতে পারে। যদিও ঐ লেনদেনটি শেষ পর্যন্ত অপর কর্মকর্তার অসম্মতির কারণে হয়নি; চেয়ারম্যান সাহেব কোন এক শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংকের নাম করে বলেন এই ব্যাংক এত পার্সেন্টে আমাদের থেকে ফান্ড নিয়েছে। এ কথাগুলো আমার কল্পনা প্রসূত নয়। আপনারা বড় অংকের ফান্ড নির্ধারিত বিশেষ রেটে অফার দেন দেখবেন কোন কোন ইসলামী ব্যাংক আপনার ফান্ড নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। অথচ এ ধরনের লেনদেন নিরঙ্কুশভাবে সুদ সৃষ্টি করে। এ হারাম সুদই মুসলমানদের খাদ্যনালীতে হয় প্রবাহিত।

বাংলাদেশের একটি বৈদেশিক (পরবর্তীতে দেশীয়) ব্যাংকের উদাহরণ এখানে আসতে পারে। অনেকেই জানে ঐ ব্যাংক দীর্ঘদিন লোকসান দিয়ে দিয়ে প্রবলেম ব্যাংকে পরিণত হয়েছিল অথচ লোকসানজনক অবস্থায়ও তারা আমানতকারীদেরকে জমার উপর অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো মুনাফা না হলে আমানতকারীদেরকে মুনাফা দিল কোথা হতে? সুতরাং তাদের প্রদত্ত ঐ মুনাফা নামের অতিরিক্ত ব্যবসা হতে উৎসারিত ছিল না। আর তারা এটিকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় মনে করে প্রদান করেছে।

পূর্বশর্ত হিসেবে পুঁজির মালিককে কোন অর্থ প্রদান মোটেও শরীয়াসম্মত নয়। যদি ব্যবসাটি মুদারাবার ভিত্তিতে হয় তবে মুনাফা অবশ্যই অনিশ্চিত এমনকি মূল পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যদি নির্ধারিত হারে মুনাফা দেয়ার শর্তে পুঁজি সংগ্রহ করা হয় তখন তা আর মুদারাবা ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত থাকে না। তা হয় সুদভিত্তিক ঋণ। সুতরাং যে সকল ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত (গ্যারান্টেড) মুনাফা দেয়ার শর্তে পুঁজি সংগ্রহ করে এবং মুনাফা প্রদান করে তারা মূলতঃ পুঁজিদাতাদেরকে সুদই প্রদান করে। তাদের একটির পরিবর্তে দশটি শরীয়া বোর্ড থাকুক না কেন তাদের লেনদেন হবে অবশ্যই সুদভিত্তিক এবং হারাম। এ সকল ব্যাংকের সাথে ব্যবসা করে বা অর্থ জমা রেখে সুদমুক্ত মুনাফা খাওয়ার বিষয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার কোন সুযোগ নেই। তবে এইরূপ নির্ধারিত হারে ডিপোজিট সংগ্রহ করা তখনি একটি ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের পক্ষে সম্ভব হবে যখন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দিবে। সুতরাং যখনই কোন ইসলামী ব্যাংকে এইরূপ নির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিনিময়ে ডিপোজিট সংগ্রহের তৎপরতা দেখা যাবে বুঝতে হবে ঐ সকল ব্যাংকের কোন পর্যায়েই ইসলামী ভাবধারার ন্যূনতম চর্চাও নেই। অথচ আজকাল কোন কোন ইসলামী ব্যাংক আনসার ভিডিপি ব্যাংক, জীবন বীমা, সাধারণ বীমা ও অন্যান্য ইসলামী/

www.pathagar.com

ট্রেডিশনাল ইস্যুরেন্স কোম্পানী হতে অসংকোচে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ দেয়ার শর্তে ফান্ড সংগ্রহ করে ডিপোজিট টার্গেট অর্জন করছে।

বিনিয়োগ বিভাগ/ব্যবসা

আমরা ইতিপূর্বে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে যদি ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগতভাবে ও বাস্তবে এ সকল পদ্ধতির পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করত তবে ইসলামী ব্যাংকে সুদের আবির্ভাবের কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকত না। এ সকল ব্যাংকের কর্মচারীগণ হালাল উপার্জনের সুযোগ পেত, পুঁজির মালিকরা পেত হালাল মুনাফা আর বিনিয়োগ গ্রহীতারাও সুদ দেয়া হতে বিরত থেকে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত রেখে পূতঃপবিত্র হালাল রিজিকের সংস্থান করতে সক্ষম হত। আর ব্যাংকের উদ্যোক্তারাও এতগুলো মানুষের জন্য হালাল রিজিকের সংস্থান করার কারণে হালাল মুনাফা পাওয়ার পাশাপাশি অর্জন করতে পারত অফুরন্ত নেকী। অথচ অতি দুঃখের বিষয় যে আজকাল কোন কোন ইসলামী ব্যাংক কার্যত এ সকল পদ্ধতির অনুসরণের বিষয়ে যৎসামান্যও আন্তরিক নয়। তারা সকল নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে পরিপূর্ণ সুদভিত্তিক লেনদেন করছে আর কোন কোন ব্যাংক শরীয়া অডিট নামের একটি বিশেষ আনুষ্ঠানিকতাকে ফেস করার জন্য কিছু অতিরিক্ত পেপার ওয়ার্ক করে থাকে। ফলে বিনিয়োগ গ্রহীতারা সুদ দিচ্ছে, ডিপোজিটররা অজান্তে সুদ খাচ্ছে, কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সুদের লেখক ও সাক্ষী হিসেবে কাজ করছে এবং উদ্যোক্তারাও মুনাফার পরিবর্তে সুদ খাচ্ছে। ইসলামী নাম ধারণকারী কোন কোন ব্যাংক বাস্তবে যেভাবে লেনদেন করে থাকে তার চিত্রটি হলো –

বাই মুয়াজ্জাল

বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতির বিনিয়োগ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এটি মূলতঃ বাকিতে বিক্রয়। অর্থাৎ ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত মেয়াদে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে। যেহেতু ব্যাংক নিজে সকল পণ্যের উৎপাদক নয় সেহেতু ব্যাংক বাজার থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে বিক্রয় করবে। এ বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা হল আগে পণ্যটি ক্রয় করে নিজের মালিকানায় আনতে হবে, পরে ক্রেতার কাছে তা বিক্রয় করবে। অবশ্য পূর্ব হতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করাতে কোন বাধা নেই। সুতরাং এখানে ব্যাংককে যে শর্তসমূহ পরিপালন করতে হবে তা হল –

- গ্রাহকের চাহিদা জানার পর বা বিক্রয় চুক্তি করার পর প্রথমে পণ্যটি ক্রয় করে নিজের দখলে/মালিকানায় আনবে।

www.pathagar.com

- পণ্যটি বাস্তবে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করবে। কেননা এ ছাড়া বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় না।

- গ্রাহক কর্তৃক তার নিজের জন্য ক্রয়কৃত কোন পণ্যের মূল্য ব্যাংক পরিশোধ করবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মূল বিক্রেতা ও গ্রাহকের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় আর ব্যাংক হয় গ্রাহকের পক্ষে মূল্য পরিশোধকারী; যা ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

- পূর্ব হতেই বাকীতে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্য উক্ত ক্রেতা হতে নগদে ক্রয় করে আবার তারই নিকট বাকীতে বিক্রয় করা যাবে না। একই ব্যক্তির মালিকানাধীন দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকলে উভয় প্রতিষ্ঠানের পণ্য ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন হিসেবেই বিবেচিত হবে। সুতরাং একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নগদে ক্রয় করে অপরটির নিকট বাকীতে বিক্রয় করা যাবে না। কেননা, এতে গ্রাহক মূলতঃ কৃত্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক হতে অর্থ ঋণ গ্রহণ করে অথচ ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগিতা পায় না।

অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক যা করে তা হলো –

- ক্রেতা তার ইচ্ছে মত কোন একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে কোটেশন এনে ব্যাংকে জমা দেয় আর ব্যাংক উক্ত কোটেশনের উপর গ্রাহক কর্তৃক লিখিয়ে নেয় "মালামাল বুঝিয়া পাইলাম।" অতঃপর কোটেশন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নামে পে-অর্ডার ইস্যু করে আর গ্রাহক উক্ত পে-অর্ডার সাথে সাথেই নগদায়ন করে নগদ টাকা নিয়ে যায় অথবা উক্ত কোটেশন প্রদানকারীদের হিসাবে জমা দিয়ে পে-অর্ডার কালেকশন করিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। ফলে এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু কাজ করা হলেও বাস্তবে কোন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়নি এবং টাকা ব্যতীত পণ্যের কোন আদান-প্রদান হয়নি। ফলে গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তা মূলতঃ অর্থ ব্যবহারের জন্য ব্যাংককে অতিরিক্ত প্রদান করে যা পরিপূর্ণ সুদ হিসেবেই গণ্য হবে। ক্ষেত্র বিশেষে এমনও হয় যে, গ্রাহকের দুটি প্রতিষ্ঠান থাকে। তখন একটি প্রতিষ্ঠানের নামে বিনিয়োগ গ্রহণ করলে অপর প্রতিষ্ঠান হতে কোটেশন প্রদান করে টাকা কালেকশন করে।

- গ্রাহক প্রত্যক্ষভাবে বাকীতে পণ্য ক্রয় করে তা ব্যবহারও শুরু করে দেয়। পরবর্তীতে ব্যাংকে উক্ত পণ্যের ক্রয় রশিদ জমা দিয়ে ব্যাংককে বলে সরবরাহকারীকে তার মূল্য পরিশোধ করতে আর ব্যাংক পে-অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত মূল্য পরিশোধ করে। এ ক্ষেত্রে পণ্যের আদান-প্রদান হলেও ক্রয়-বিক্রয়

www.pathagar.com

হয় মূলতঃ গ্রাহক ও পণ্য সরবরাহকারীর মধ্যে। ব্যাংক ক্রয়-বিক্রয় করে না, কেবল ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, যা ব্যাংক ক্রেতাকে ঋণ দিয়েছে বলেই ধর্তব্য হবে। কেননা ব্যাংক পণ্যের ক্রেতাও নয় বিক্রেতাও নয়। ব্যাংক পণ্য দখলেও আনেনি, দখল হস্তান্তরও করেনি।

- গ্রাহক তার পূর্ববর্তী বা বিদ্যমান মওজুদ মালের বিপরীতে নগদ অর্থ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রেও কোন প্রতিষ্ঠান হতে কোটেশন গ্রহণ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা কালেকশন করিয়ে নেয় আর ব্যাংক প্রতিনিধিকে পণ্য দেখানোর প্রয়োজন হলে তার পূর্ব হতে বিদ্যমান মালামাল প্রদর্শন করে। সুতরাং এইরূপ লেনদেন হতে প্রাপ্ত আয়ও সুদ হবে।

- বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে সব থেকে জঘন্য যে কাজটি করা হয় তা হল কৃত্রিমভাবে নতুন ডিল সৃষ্টির মাধ্যমে পুরনো ডিল সমন্বয়। গ্রাহকগণের অনেকেই পূর্ব শর্তানুসারে বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংকের নিকট থেকে ক্রয়কৃত মালামাল বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করে নিজের কাছে রেখে দেয় বা পুনরায় নিজের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ফেলে। আর যখন ডিল সমন্বয়ের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন তার হাতে টাকা থাকে না। এমতাবস্থায় ওভারডিউ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রাহক ও শাখার কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপকগণ পরস্পর যোগসাজশে সিদ্ধান্তে আসেন যে, গ্রাহক মুনাফার সমপরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা দেবেন আর অবশিষ্ট টাকা আরও একটি নতুন ডিল সৃষ্টির মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। আবার কখনও কখনও গ্রাহকের হিসাবে টাকা না থাকা সত্ত্বেও হিসাবে ভূয়া জমা দেখানো হয় এবং একই দিনে ঐ পরিমাণ টাকা হিসাব থেকে কর্তন করে বিনিয়োগ সমন্বয় দেখানো হয় এবং বিনিয়োগ বিতরণ দেখিয়ে ক্যাশ মিলানো হয়।

  কখনো কখনো গ্রাহক থেকে চেক গ্রহণ করে বিনিয়োগ হিসাবকে সমন্বিত হিসাবে দেখানো হয় এবং চেক ক্লিয়ারিং এ পাঠানো হয়। ইত্যবসরে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে পুনরায় পে-অর্ডারের মাধ্যমে বা ক্রয় প্রতিনিধি করে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। গ্রাহক নিজে বা ব্যাংক কর্মকর্তাসহ গ্রাহক উক্ত বিতরণকৃত টাকা নগদায়ন করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে ক্লিয়ারিং এ পাঠানো চেকটিকে অনার করিয়ে থাকে।

  এই পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকের হিসাবকে সম্পূর্ণ নিয়মিত দেখানো হয়। গ্রাহক ঋণ খেলাপীর তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ দক্ষ হিসেবে অভিহিত হন। কিন্তু বাস্তব যে সত্যটি ঘটে থাকে তা হল –

www.pathagar.com

শাখা ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ কাজের মাধ্যমে স্বয়ং তার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেন এবং ঈমানহারা হয়ে যান। কারণ

- গ্রাহক দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাংকে টাকা জমা না দেয়ার কারণে তার পক্ষে নিরাপদে টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয় অথবা ক্রমান্বয়ে সমুদয় পুঁজি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এক সময় সে খেলাপী গ্রহীতায় পরিণত হয় এবং টাকা পরিশোধ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিলম্বিত আদায়ের কারণে পাওনার পরিমাণ বাড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত উক্ত টাকা আদায় অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। আর সম্ভব হলেও বিলম্বিত আদায়ের কারণে ঐ সময়ে উক্ত টাকা ননপারফরমিং এসেট হিসেবে থাকে বিধায় তা ব্যাংকের মুনাফায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। সুতরাং এ কাজের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ স্বয়ং তার নিজের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করেন। ডিল সৃষ্টি করে পুরানো ডিল সমন্বয় করার মাধ্যমে গ্রাহককে দীর্ঘ সময় না দিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই আদায়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ব্যাংক লাভবান হয়ে থাকে।

- এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করে কোন কেনা-বেচা হয় না। কেবলমাত্র পূর্ববর্তী বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর বর্ধিত সময়ের জন্য যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয় তা অকাট্য সুদ। ফলে ব্যবস্থাপক গ্রাহক থেকে সুদ আদায় করে তা ব্যাংকের শেয়ার ধারক, পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে খাওয়ান, কর্মচারীদের বেতন প্রদান করেন, এতে নিজে সুদের লিখক ও সাক্ষীর ভূমিকা পালন করেন। যাদেরকে স্বয়ং রাসূল সা. আল্লাহর অভিশাপ দিয়েছেন, আল্লাহ্ পাক আল্লাহর সাথে যুদ্ধকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈমান অবশিষ্ট থাকলে সে এরূপ একটি নিষিদ্ধ কাজ করতে পারে না।

বাই মুরাবাহা

যখন কোন ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব বা অন্য কোন বিষয় থাকে তখন অপর কোন ব্যক্তিকে তার জন্য নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা যোগ করে তার কাছে বিক্রয় করার জন্য ফরমায়েশ দিতে পারেন। ফরমায়েশ অনুসারে অপর ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে পূর্ব নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে ফরমায়েশদাতার কাছে বাকীতে বা নগদে বিক্রয় করতে পারেন। এ পদ্ধতির নামই হল বাই-মুরাবাহা। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ব্যাংককে হালাল ব্যবসা করতে হলে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুসারে নিজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পণ্যটি ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। তাছাড়া বাই মুয়াজ্জালের অন্যান্য শর্তও এখানে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু কখনো কখনো যা হয় তা হলো –

www.pathagar.com

- ক্রেতা তার ইচ্ছেমত কোটেশন, পণ্যের চালান, ক্যাশ ম্যামো নিয়ে আসে আর ব্যাংক কর্মকর্তাগণ গোডাউন সুপারভাইজার ও গ্রাহককে দিয়ে লিখিয়ে নেন "মালামাল গুদামজাত করা হয়েছে।" অথচ প্রায়ই উক্ত পণ্য আগে থেকেই গ্রাহক কর্তৃক ক্রয় করা থাকে। কেবলমাত্র ব্যাংকের তালা-চাবি লাগিয়ে ব্যাংকের দখলে আনা হয়ে থাকে। ফলে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় না হওয়ার কারণে উক্ত লেনদেন থেকে প্রাপ্ত আয় সুদে পরিণত হয়। আর এ সকল ভূয়া কাগজপত্র তৈরী করা একটি জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণা হিসেবে গণ্য হয়।

- মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াকালে গ্রাহক থেকে টাকা আদায়ের পরিবর্তে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ গ্রাহকের গুদামে মালামাল আছে কিনা তা হয়ত দেখেন, মালামাল পূর্ণ পরিমাণ না থাকলে প্রায়ই মিথ্যা স্টক রিপোর্ট তৈরী করেন এবং উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনরায় গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত ভূয়া দরপত্র, চালান ও ক্যাশ মেমোর ভিত্তিতে আরও একটি ডিল সৃষ্টি করে পুরনো ডিল সমন্বয় দেখানো হয়। কখনো কখনো পণ্যটি অবিক্রিত অবস্থায় থাকলে পুনরায় নতুনভাবে ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে প্রদর্শন করে ডিল সমন্বয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্রয়-বিক্রয় হয় না বিধায় তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা অবগত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল – যার একটি ঘটনা যতদূর মনে পড়ছে তা ছিল এরকম যে, একজন গ্রাহক কোন একটি ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার মাধ্যমে কোটিধিক টাকা মূল্য মানের রিক্সা/সাইকেলের স্পুক আমদানী করেন যা পরবর্তীতে এম পি আই সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক উক্ত বিনিয়োগটি সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও গ্রাহক সমঝোতার মাধ্যমে গ্রাহকের অপর একটি প্রতিষ্ঠানের নামে লোকাল পারচেজ দেখিয়ে মুরাবাহার মাধ্যমে বিনিয়োগ বিতরণ করা হয় এবং পূর্বের প্রতিষ্ঠানের নামের এম পি আই হিসাবটি সমন্বয় করা হয়। কিন্তু গ্রাহক এ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ মাল বিক্রয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাল ছাড় করাতে পারেননি। ফলে পুনরায় স্থানীয় ক্রয় দেখানো হয় এবং একই মালামালকে নতুন মালামাল হিসেবে প্রদর্শন করে নতুন ডিল সৃষ্টি করে পুরনো ডিল সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত মালামালসমূহ মরিচা ধরে যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিষ্ঠানের মূল মালিক দূর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্যাংক তার দুই ভাই যাদেরকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দেখানো হয়েছিল তাদের নামে চিঠি ইস্যু করে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন তারা ব্যাংককে এই বলে দোষারোপ করে যে, গুদামে ব্যাংক কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটির কারণে বন্যার পানিতে মরিচা ধরে মালামাল বিনষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভাল মালামাল বুঝিয়ে

www.pathagar.com

দিলেই কেবল টাকা পরিশোধ করা যাবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পাওনা আদায় হয়ে পড়ে অনিশ্চিত/বিলম্বিত, ব্যাংকের স্বার্থ হয় দারুণভাবে ব্যাহত। যেখানে গ্রাহককে দীর্ঘ দিন থেকে নিয়মিত ও ভাল গ্রাহক হিসেবে দেখানো হল তার বিনিয়োগের শেষ পরিণতি হলো বেডলস। অথচ প্রথম থেকেই এই প্রতারণামূলক লেনদেন করা না হলে হয়ত আদায় তদপেক্ষা বেশী হত এবং ব্যাংকের ক্ষতি হ্রাস পেত।

একই ব্যাংকের অপর শাখায় অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে প্রায় তিন বছরের অধিক সময় থেকে একটি ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমারকে মুরাবাহায় রেখে তিনবার বিনিয়োগ বিতরণ করা হয়। শেষবার যখন পুরনো ডিল সমন্বয় করতে নতুন করে বিনিয়োগ বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো কাগজপত্র ও ট্রান্সফরমারটি পরীক্ষা করে দেখা গেল দীর্ঘ সময় আগের সেই একই ট্রান্সফরমারকে ব্যাংকের গুদামে রেখে বারবার বিনিয়োগ বিতরণ ও মুনাফা নেয়া হচ্ছে। ডাকা হল বিশেষজ্ঞ। জানা গেলো এটি এখন প্রায় অকেজো। তবে রয়েছে একটি স্ক্র্যাপ ভেল্যু। সুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ বিতরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হলো। ফলে তা ওভারডিউ হয়ে যায়। যদিও ওভারডিউর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কারো কারো পক্ষ হতে হালকা অব্যক্ত তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তথাপিও ঐ সময়ে নতুন ডিল সৃষ্টির মাধ্যমে পুরাতন ডিল সমন্বয়ের পরিবর্তে আদায়ের জন্য বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অধিকাংশ অর্থ আদায় হয়েছিল। হয়ত অবশিষ্টটাও পরবর্তীতে আদায় হয়েছে। এ পণ্যের উপরও যদি ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ বিতরণ অব্যাহত থাকত হয়ত এক সময় আর আদায়ই সম্ভব হত না। কেননা এর বিপরীতে একটি ব্লাঙ্ক চেক ছাড়া আর কোন জামানতই অবশিষ্ট ছিল না। অথচ গ্রাহকের ব্যবসা ছিল অধঃগতি সম্পন্ন।

অতএব, এ প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ বিতরণের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করা হয় তার পুরোটাই সুদ আর তার দ্বারা ব্যাংকের স্বার্থও হয় চরমভাবে ব্যাহত।

ক্রয়-প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

যে সকল পণ্য ব্যাংকের পক্ষে ক্রয় করা পণ্যের প্রকৃতির কারণে জটিল সে সকল পণ্য ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগদানের মাধ্যমে ক্রয় করে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের নিয়ম বর্তমান ইসলামী চিন্তাবিদগণ অনুমোদন করেছেন এবং ক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে স্বয়ং ক্রেতাকেই নিয়োগ দান করা যায় মর্মে অনুমোদন দিয়েছেন। এ পদ্ধতিতে লেনদেন হালাল করার জন্য উক্ত ক্রয় প্রতিনিধি ব্যাংকের টাকা গ্রহণ করে ব্যাংকের জন্য মালামাল ক্রয় করবে এবং যথা সময়ে ব্যাংকের কাছে (ব্যাংকের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারী) মালামাল হস্তান্তর করবে। ব্যাংক উক্ত

www.pathagar.com

মালের মালিকানা স্বত্ব লাভ করে তা ব্যাংকের ক্রেতাকে সরবরাহ করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো মানুষকে জটিলতা হতে কিছুটা নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য 'ক্রয় প্রতিনিধির' যে ধারণাটি অনুমোদন দেয়া হলো বর্তমানে তার যথেচ্ছ অপব্যবহারের মাধ্যমে শরীয়া ব্যাংকের আয়ের মধ্যে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। বাস্তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যা করা হয় তা হলো ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে একটি দরখাস্তে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের চিঠি হস্তান্তর করে এবং মঞ্জুরীকৃত টাকা তার চলতি হিসাবে জমা করে দেয় এবং একই দিনে 'ক্রয়-বিক্রয় বিবরণী' নামের একটি ফরমে বা 'পণ্য গ্রহণ সরবরাহ' নামক একটি পত্রে গ্রাহক এবং ব্যাংকের কর্মকর্তা স্বাক্ষর করে প্রমাণ সংরক্ষণ করেন যে, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে। অথচ গ্রাহক উক্ত টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকে বুঝিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছামত খরচ করে। বাস্তবে পণ্যের কোন লেনদেন হয় না। ফলে পণ্যের অনুপস্থিতিতে নগদ অর্থের লেনদেন হয় আর তা হতে যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয় তা সুস্পষ্ট সুদ।

বাই সালাম

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি ইসলামী ব্যাংকের একটি হালাল বিনিয়োগ হলো বাই সালাম। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক তার কোন ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাহক থেকে পণ্য ক্রয় করার বিপরীতে অগ্রীম নগদ টাকা প্রদান করে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় বিশ্বাসগত ও প্রক্রিয়াগত ব্যত্যয়ের ফলে এ থেকে মুনাফার পরিবর্তে সুদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন ঃ একজন এক্সপোর্টার/রপ্তানীমুখী শিল্পকে বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেয়ার জন্য ব্যাংককে বিশ্বাস করতে হবে ব্যাংক উক্ত রপ্তানীমুখী শিল্প থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে ব্যাংক নিজে বিদেশে রপ্তানী করছে এবং রপ্তানী করে যে মূল্য পাবে তার সবটাই ব্যাংকের। সুতরাং আমদানীকারকের ফরমায়েশ হতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ব্যাংকের নামে। ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নির্ধারিত দরে পণ্য কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানকে তার মূল্য অগ্রীম হিসেবে এককালীন বা প্রথমে অগ্রীম হিসেবে আংশিক এবং সেলস প্রসিড পাওয়ার পর অবশিষ্ট পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই দেখা যায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যক্ষভাবে আমদানীকারকের সাথে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে, নিজেই রপ্তানী করে এবং রপ্তানীমূল্য আদায়ের জন্য ব্যাংকের নিকট নিজের নামেই বিল জমা দেয়। আর ব্যাংক উক্ত রপ্তানীকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য টাকা দিয়ে অর্থায়ন করে। গ্রাহকের রপ্তানী বিল আদায় হওয়ার পর সম্পূর্ণ মূল্য নিজে রাখার পরিবর্তে কেবলমাত্র বিনিয়োগ স্থিতির উপর নির্ধারিত হারে ফাইন্যান্সিয়াল চার্জ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ রপ্তানীকারককে প্রদান করে। ফলে বিশ্বাসগত ও প্রক্রিয়াগতভাবে তা বাই সালাম

www.pathagar.com

হয় না। কেননা, এখানে ক্রেতা হলো আমদানীকারক আর বিক্রেতা হলো প্রত্যক্ষভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি। ব্যাংক এখানে ক্রেতা বা বিক্রেতা কোনটিই নয়। সুতরাং যথাযথভাবে প্রক্রিয়া অবলম্বন না করার কারণে বাই সালাম পদ্ধতিতে অর্জিত আয় সুদ হয়ে যায়।

মুদারাবা বিনিয়োগ

যদিও মুদারাবা বিনিয়োগই ইসলামী ব্যাংকের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হওয়া উচিত ছিল, পরিস্থিতির প্রতিকূল অবস্থার কারণে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যদিও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সীমিত আকারে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করছে অন্যান্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে তা চোখে পড়ছে না। বাস্তব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির শর্ত পরিপালন করা হলে সুদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নেই।

মুশারাকা

মুদারাবার ন্যায় প্রকৃত মুশারাকাও চোখে পড়ে না। তবে রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ব্যাংকই মুশারাকা নামে বিনিয়োগ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত মুশারাকা হয় না। কেননা তারা গ্রাহকের কাছ থেকে প্রকৃত মুনাফার অংশ গ্রহণের পরিবর্তে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর নির্ধারিত হার ধরে দেন এবং রপ্তানীর ফলে মুনাফা হলো না লোকসান হলো এবং তার পরিমাণ কত তা বিবেচনায় না এনে নির্ধারিত হারে স্থিতির উপর লাভ ধরে অতিরিক্ত আদায় করে। লাভ-লোকসান বিবেচনায় না এনে নির্ধারিত হারে আদায় করে বিধায় এই লেনদেনও মুশারাকার পরিবর্তে অর্থায়ন হয়ে থাকে এবং আয় মুনাফার পরিবর্তে সুদ হয়ে থাকে।

ইজারা পদ্ধতি

ইজারার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ HPSM পদ্ধতিতেই সিংহভাগ বিনিয়োগ করে থাকে। গৃহ নির্মাণ, পরিবহন, শিল্পের ভারী যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ এর ক্ষেত্রে শরীয়াহর চমৎকার পরিপালনসহ লাভজনক বিনিয়োগ করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের বিশ্বাসগত এবং প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে এ ক্ষেত্রেও সুদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। কেননা,

- এই প্রকৃতির বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত হলো সম্পদটি ব্যাংকের মালিকানধীন হবে এবং গ্রহীতা হবে ভাড়ার বিনিময়ে উক্ত সম্পদের ব্যবহারকারী। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সম্পদের মালিকানা থাকে গ্রাহকের নামে আর অর্থায়নে ব্যাংকের নাম লিখা থাকে। ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহকের প্রতি ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। ঋণের উপর ভাড়া আদায় করা যায় না। এর উপর আদায়কৃত অর্থ হবে সুদ।

www.pathagar.com

- সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পরই কেবল ভাড়ার জন্য হস্তান্তর করা যায় এবং ভাড়া আদায় করা যায়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিনিয়োগ বিতরনের দিন হতে বা যে ক্ষেত্রে গেষ্টেশন পিরিয়ড আছে সে ক্ষেত্রে গেষ্টেশন পিরিয়ড উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী হোক বা না হোক ভাড়া চার্জ করা হয়। এ ধরনের ভাড়া মূলতঃ সম্পদের উপর ভাড়া নয় বরং বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর আর্থিক চার্জ বা সুদ।

- আরও একটি ভেরিয়েশন প্রায়ই দেখা যায়, কোন কোন ব্যাংক গ্রাহকের বিদ্যমান বাড়ী মর্টগেজ রেখে এই মুডে অর্থায়ন করে যে অর্থ গ্রাহক অনির্ধারিত ব্যবসার কাজে বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করে থাকে। বাড়ীর দখল এবং মালিকানা গ্রাহক ভোগ করে। কেবল বাড়ীটি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখে। এ ধরনের লেনদেনের ফলে প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক সম্পদটির মালিক হয় না এবং উক্ত গ্রাহকগণও মালিক হতে ভাড়াটিয়ায় পরিণত হয় না। ফলে ব্যাংকের উক্ত বিনিয়োগের উপর যে অতিরিক্ত দেয়া হয় তা ভাড়া হিসেবে গণ্য না হয়ে সুদ হিসেবেই গণ্য হবে।

- HPSM বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা যায় গ্রাহক খেলাপী হয়ে পড়ে। তখন ব্যাংক সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে তার পাওনা আদায় করে। যেহেতু সহযোগী জামানত ভূমি হলে আর সম্পদ মেশিন বা গাড়ি/বাস ইত্যাদির মত স্থানান্তর যোগ্য সম্পদ হলে মূল সম্পদটি বিক্রয় সহজ হয়। আর তাই প্রায়ই ব্যাংক প্রথমে উক্ত সম্পদটি নিজের দখলে এনে বিক্রয় করে তার পাওনা আদায় করে। সম্পদ বিক্রয় করে পাওনা সম্পূর্ণ আদায় না হলে অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য সহযোগী জামানত বিক্রয় এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত অন্যান্য সম্পদ এটাচম্যান্ট ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট টাকা আদায়ে অন্যান্য ব্যবস্থা সফল হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ব্যাংক উক্ত সময়ের জন্যও পাওনা টাকার উপর ভাড়া আদায় করে থাকে। এই ভাড়াও সুদ হবে। কেননা যখন ব্যাংক সম্পদটি দখলে নিয়ে নিল তখনই গ্রাহকের সাথে ভাড়া চুক্তিটি নিঃশেষ বা সমাপ্ত হয়ে গেল। তখন থেকে এক টাকাও ভাড়া নেয়ার সুযোগ থাকে না। এরপর গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের যে পাওনা বাকী থাকল তা হলো গ্রাহকের ঋণ। সুতরাং এর উপর যে অতিরিক্ত চার্জ করা হয় তা হবে সুস্পষ্ট সুদ। অথচ ইসলামী ব্যাংকের নামে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের কোন কোনটি এই প্র্যাকটিস করে থাকে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্য যে কোন ব্যাংকেরই আয়ের অন্যতম উৎস। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আন্তরিকতার সাথে শরীয়ার নিয়ম-নীতি পরিপালনের মাধ্যমে ব্যাংকের জন্য এ খাত হতে সম্পূর্ণ হালালভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে চরম গাফলতি, অবহেলা পরিলক্ষিত হয় যার ফলে এ ক্ষেত্রেও সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। যেমন ঃ

আমদানী বাণিজ্য

আমদানী বাণিজ্য শুরু হয় লেটার অব ক্রেডিট খোলার মাধ্যমে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তিন প্রকারে এল সি খোলা হয়ে থাকে।

১. গ্রাহক কর্তৃক নগদে এল সি।

২. ব্যাংক গ্রাহক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খোলা এল সি।

৩. ব্যাংক কর্তৃক আমদানী করে গ্রাহককে সরবরাহের জন্য ব্যাংক কর্তৃক খোলা এল সি।

এ তিন প্রকারের এল সির মধ্যে প্রথম প্রকারের অর্থাৎ ক্যাশ এল সির ক্ষেত্রে ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে না বিধায় এ ক্ষেত্রে সুদ আসার সম্ভাবনা থাকে না। সমস্যা হয় অপর দুটি ক্ষেত্রে। অবশ্য মুশারাকার ভিত্তিতে এল সি খোলার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। ইসলামী ব্যাংক ক্যাশ এল সি এবং ব্যাংক কর্তৃক আমদানীর জন্য এল সি খুলে থাকে। যখন ব্যাংক কর্তৃক আমদানী করে গ্রাহককে সরবরাহের জন্য এল সি খোলা হবে তখন মুরাবাহার ভিত্তিতে মুনাফার হার স্থির করে নিয়ে ব্যাংক গ্রাহকের জন্য পণ্য আমদানী করবে এবং গ্রাহকের নিকট হতে মার্জিন হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ নগদ জামানত হিসেবে বিবেচনা করবে। অথবা বিশ্বাসগত ও প্রক্রিয়াগতভাবে ব্যাংককে স্থানীয় গ্রাহকের সাথে ঐ পণ্যের একটি দর স্থির করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করতে হবে এবং ব্যাংক চুক্তিকৃত পণ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক রপ্তানীকারক থেকে কোটেশন এনে তাদের অনুকূলে এল সি দিতে হবে। গ্রাহকের কাছ থেকে মার্জিন হিসেবে যে টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বিপরীতে অগ্রীম হিসেবে বিবেচনা করে সান্ড্রি ডিপোজিটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। পণ্য পৌঁছার পর উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংক নিজস্ব ফান্ড দিয়ে উক্ত পণ্য খালাস করে ব্যাংকের মালিকানায় আনবে। অতঃপর ব্যাংক তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

- পণ্যমূল্য হতে অগ্রীম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে পণ্যের মালিকানা ও দখল হস্তান্তর করা।
- পণ্যমূল্য হতে অগ্রীম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে

www.pathagar.com

পরিশোধের শর্তে (ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করে বা জামানত ছাড়া) পণ্যের মালিকানা ও দখল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা।

- পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা এবং পণ্যমূল্যের অবশিষ্ট আদায় না হওয়া পর্যন্ত দখল ব্যাংকের নিকট সংরক্ষণ করা।

কিন্তু দুঃখজনক যে, দেখা যায় কোন কোন ইসলামী ব্যাংক প্রায়ই –

- পণ্যের মূল্য পূর্ব হতে স্থির না করে লজমেন্টের পর প্রকৃত খরচ হিসাব করে পণ্য মূল্য স্থির করে। ফলে ব্যাংক ও ক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিটি অসম্পন্ন থাকে।

- ব্যাংক নিজে পণ্য আমদানীর পরিবর্তে ব্যাংকের গ্রাহক নিজের নামে আমদানীকারক হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে এল সি খোলে। ফলে ক্রেতা নিজে হয় আমদানীকারক আর ব্যাংক হয় কেবলমাত্র গ্রাহকের পক্ষে এল সি খোলার সুবাদে গ্যারান্টর।

- যেহেতু শুরু থেকে গ্রাহকই হয় আমদানীকারক আর ব্যাংক হয় তার পক্ষে গ্যারান্টর সেহেতু আমদানীকৃত পণ্যের জন্য এম পি আই মুডে বিনিয়োগ সৃষ্টিকালে প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক আমদানীকারকের পক্ষে তার সরবরাহকারী বা রপ্তানীকারককে মূল্য পরিশোধ করে, যা ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের ঋণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

এমতাবস্থায় ব্যাংক উক্ত পরিশোধিত অর্থের উপর যা কিছুই চার্জ করুক না কেন তা মুনাফার পরিবর্তে সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

রপ্তানী বাণিজ্য

রপ্তানী বাণিজ্যের বিষয়ে ইতিমধ্যে মুশারাকা শিরোনামে যৎসামান্য আলোচনা হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করব যা সন্দেহাতীতভাবে সুদ হয়ে থাকে। রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক প্রথাগত ব্যাংকের মত পি এস এফ দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাংক পি এস এফ বা পি এস আই এর উপর সার্ভিস চার্জ হিসেবে অতিরিক্ত গ্রহণ করে এবং কোন কোন ব্যাংক মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে মুনাফা চার্জ করে। উভয় পদ্ধতিতে পূর্ব নির্ধারিত হারে চার্জ গ্রহণ করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো যারা সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করেন তারা সার্ভিস চার্জের মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন আর কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন? এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য এই সার্ভিস চার্জের মধ্যে ডিপোজিটরদেরকে প্রদেয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে

www.pathagar.com

না। কেননা মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজির মালিককে কোন নির্দিষ্ট অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত নেই। এ খাত থেকে বড়জোর আনুপাতিক হারে প্রশাসনিক ব্যয়ের অংশ নেয়া যেতে পারে যদিও এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। অথচ সার্ভিস চার্জের পরিমাণ হয় প্রায় ১০%-১১%। এ বিষয়ে কোন একটি ইসলামী ব্যাংকের সার্কুলার দেখে আমার চোখ ছানাভরা হয়েছিল এবং হৃদয় কেঁপে উঠেছিল- যেখানে শাখার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক লেখা হয়েছিল -"বাংলাদেশ ব্যাংকের ---------সার্কুলার লেটার অনুসারে রপ্তানী বাণিজ্যের উপর প্রদত্ত প্রি-শীপম্যান্ট ফাইন্যান্সের উপর ৯% এর পরিবর্তে ৭% সুদ গ্রহণ করতে হবে।" সে যাই হোক রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য কর্জ হিসেবে অর্থ পরিশোধ করে সার্ভিস চার্জ বা যে নামেই অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক না কেন তা সুদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে সকল ইসলামী ব্যাংক মুশারাকার ভিত্তিতে পি এস আই দিয়ে নির্ধারিত হারে অর্থ আদায় করে, তাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার তারা সত্যই এই অর্থ দানের মাধ্যমে উক্ত রপ্তানী ফরমায়েশের সরবরাহকারী হিসেবে অংশীদার হচ্ছেন কিনা। যদি উক্ত ফরমায়েশের প্রকৃত মোট ব্যয় হিসাব করে রপ্তানী মূল্য হতে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয় ব্যাংক গ্রাহক পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে নেন বা লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে বহন করেন কেবল তখনই তা মুশারাকা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আয় হালাল হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংক উক্ত ফরমায়েশকৃত পণ্যের মোট বিক্রয় ব্যয় হিসাব না করে তাদের অর্থায়নের উপর নির্ধারিত হারে দিন গুনে গুনে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে। এ অতিরিক্ত গৃহীত অর্থকে সুদ বলার পরিবর্তে মুনাফা বলে আত্মতৃপ্তি লাভের কোন অবকাশ নেই।

রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাই সালাম পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ করা হয়। আমরা ইতিমধ্যে বাই সালাম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি -

www.pathagar.com

সুদী ব্যাংকের ইসলামী কাউন্টার

ইসলামী ব্যাংকিং এর জগতে সব থেকে খারাপ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে কতিপয় সুদবাহী ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী কাউন্টার নামে ব্যবসায়িক ফায়দা গ্রহণের লক্ষ্যে ইসলামী কাউন্টার খোলার মাধ্যমে। কারণ এ সকল ব্যাংকের কার্যক্রম প্রকৃত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুদী ব্যাংক কর্তৃক কাউন্টার খোলার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব কিনা তা গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তা সম্ভব নয়। কারণ ঃ

- এ সকল ব্যাংকের আন্তঃশাখা লেনদেন হয়ে থাকে এবং এক শাখা অন্য শাখাকে ব্যাংক জেনারেল একাউন্ট (বিজিএ) এর মাধ্যমে অর্থ/পাওনা আদান-প্রদান করে থাকে। যে শাখাটি ইসলামী ধরে নেয়া হলো সে তার বিজিএ ক্রেডিট ব্যালেন্স এর উপর হতে মুনাফা প্রদান করে। কিন্তু সে যখন তার ডেবিট ব্যালেন্স এর উপর সুদী শাখা হতে মুনাফা পায় তখন সুদী শাখা তাকে বিজিএ এর ব্যালেন্স এর উপর যে অতিরিক্ত দিয়ে থাকে তা কোথা হতে দেয়? সুদী শাখাতো শরীয়া মোতাবেক ব্যবসা করে না। সুতরাং ইসলামী শাখার বি জি এ ডেবিট ব্যালেন্স থাকলে সেই শাখা তার উপর সুদী শাখা হতে যে আয় পায় তা সন্দেহাতীতভাবে সুদ। এই সুদই ডিপোজিটরদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

- আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি অতি সতর্কতার সাথে ব্যাংকিং না করলে শরীয়ার নিয়ম-নীতি পরিপালিত হয় না। আর তখন মুনাফার পরিবর্তে সুদের আগমন ঘটে। এইরূপ সতর্কতা ও শরীয়া পরিপালন তখনই সম্ভব হবে যখন সংশ্লিষ্টদের মধ্যে শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে নৈতিক অনুভূতি বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সুদের বিষয়ে ঘৃণা ও তা ত্যাগ করার আপোষহীন মানসিকতা থাকতে হবে অন্যথায় কখনো তাদেরকে দিয়ে শরীয়া ব্যাংকিং সম্ভব নয়। অথচ এ সকল সুদী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ অনুভূতি সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। যেহেতু তারা একটি পূর্ণাঙ্গ সুদী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে এবং পরিচালকবৃন্দ সুদী ব্যাংক পূর্ণ আবর্তনে পরিচালনা করছে সেহেতু তাদের মধ্যে সুদের বিষয়ে সামান্যতম ঘৃণাবোধ আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং তাদের দ্বারা সুদ হতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা চালানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। তারা কেবলমাত্র ব্যবসায়িক সুবিধা প্রাপ্তি অর্থাৎ সুদী ব্যবসায় অভ্যস্ত গ্রাহকসহ যে সকল গ্রাহক সুদ অপছন্দ করে তাদেরকে তাদের ব্যাংকের আওতায় নিয়ে আসার জন্যই এইরূপ

www.pathagar.com

কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা করেছে। এটা তাদের সুদ হতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা নয় বরং ব্যবসা প্রসারের জন্য প্রতারণামূলক পদচারণা।

- ইসলামী ব্যাংকসমূহ কম্পেনসেশনের টাকাকে সুদ এবং হারাম মনে করে আয় হিসেবে নেয় না। কিন্তু এ সকল কাউন্টার সমৃদ্ধ ব্যাংক সুদকে সুদ মনে করলেও হারামের বিষয়ে তাদের কোন অনুভূতি নেই। অতএব, কম্পেনসেশন ফান্ডের টাকা তারা সুদী শাখার আয় হিসেবে বিবেচনা করে। অবশ্য তাদের কম্পেনসেশন চার্জ করারই দরকার হয় না। কেননা, একভাবে না একভাবে তারা এ ধরনের চার্জকে সরাসরি আয় হিসেবে গ্রহণ করে।

- বর্তমানে কোন কোন সুদী ব্যাংক যাদের ইসলামী কাউন্টার আছে তারা বলছে "যে কোন শাখা থেকেই ইসলামী ব্যাংকিং করা যায়।" যদিও এ ঘোষণাটি অবাস্তব ও হাস্যকর।

অতএব, ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার খোলার নামে বর্তমানে যে ব্যাংকিং চলছে তাকে ইসলামী বা শরীয়াভিত্তিক মনে করার কোন কারণ নেই। বরং একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, শয়তান মানুষকে ভাল কাজে বা আল্লাহর ইবাদতে বাঁধা দেয়। যখন কোন মানুষ নেক কাজ করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যায় তখন শয়তান খারাপ কাজকেই তার কাছে ভাল কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে খারাপ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে আমল বিনষ্ট করে দেয়। সুদী ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী কাউন্টার খোলার মাধ্যমে মানুষকে তাদের সুদের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি শয়তানের অনুরূপ কাজের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়।

ফলাফল

এটা সত্যি যে, আমরা 'ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ' শিরোনামে যে আলোচনা করেছি তার যথার্থতা বিবেচনার দাবী রাখে। আপনি যদি ইসলামী কোন ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তবে আপনার বা অপর কোন ইসলামী ব্যাংকের কাজগুলোকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করুন, এ সম্পর্কে চিন্তা করুন – তখন আমাদের আলোচনার বাস্তবরূপটি হয়তো আপনার নজরে চলেও আসতে পারে। আর ইসলামী কাউন্টার খুলে যারা ব্যবসা করছে তাদের কার্যক্রমকে ইসলামী মনে করার তো কোন সুযোগই নেই। আর আপনি যদি গ্রাহক বা ডিপোজিটর হন তবে দু'চারটি লেনদেন পর্যবেক্ষণ করুন, কোন কোন ব্যাংকের অধিকাংশ লেনদেনে হয়ত আপনিও উল্লেখিত চিত্রগুলো খুঁজে পাবেন। সে যাই হোক, আমি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যা সঠিক পেয়েছি ও বুঝেছি তা-ই লিখেছি। এ পর্যায়ে আমরা এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল বিবেচনা করব।

ইসলামী ব্যাংক নাম ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ শরীয়া অনুসারে পরিচালিত বলে

www.pathagar.com

প্রচার করে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াগতভাবে শরীয়ার শর্তসমূহ পরিপালিত না হওয়ায় যা হয় তা হল –

- যে সকল ইসলামী ব্যাংক শরীয়ার পূর্ণ অনুসরণের পরিবর্তে উল্লেখিত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে লেনদেন করে তাদের আয়ের মধ্যে বিরাট অংকের সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

- এই সুদই বিনিয়োগকারী/জমাকারীদের মধ্যে হালাল আয় বলে বণ্টন করা হয়।

- সুদের লেনদেন হওয়ার কারণে এ সকল ব্যাংকের কর্মচারী/কর্মকর্তাবৃন্দ সুদের লেনদেনের সাক্ষী, লেখক ও সহযোগিতাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।
- মালিক বা পরিচালকবৃন্দ সুদের দাতা ও গ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

- এ সকল লেনদেনের বাস্তব অবস্থা ও প্রকৃতি অবগত থাকা সত্ত্বেও শরীয়া লেনদেন হচ্ছে বলে প্রচার করা হলে প্রচারকগণ মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

- এ ধরণের ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ দুটি অপরাধে অপরাধী হবেন। প্রথমত ঃ শরীয়া পরিপালন না করার কারণে সুদের লেনদেন হওয়ার অপরাধ। দ্বিতীয়ত ঃ জনসাধারণকে মিথ্যা বলে তাদেরকে হালাল বলে হারাম খাওয়ানোর অপরাধ।

- প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার মালিকগণ ইসলামী হওয়ার ঘোষণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং সুদ হওয়ার বিষয়টি অবগত না হয়ে মুনাফা ভোগ করলে আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে খোঁজ-খবর না নিয়ে এবং বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা হালাল হারাম বাছাই করার চেষ্টা না করার কারণে হারাম খাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি কিছুটা হলেও থেকে যায়।

- শেয়ার ধারকদের ন্যায় একই কথা সাধারণ ডিপোজিটরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য একটি শরীয়া বোর্ড থাকায় তাদের পক্ষে শরীয়া বোর্ডের ঘোষণার বিপরীত বিশ্বাস করা ও ত্রুটি খোঁজাও খুব সহজ নয়। আর তাই ইসলামী আলেমগন ডিপোজিটরদের আয়কে হালাল মনে করেন।

- শরীয়া বোর্ডের সদস্যগণ একটি বিরাট স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। শরীয়ার যথাযথ পরিপালন না হলে ব্যাংকটি ইসলামী হওয়া সত্ত্বেও সুদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। ফলে ব্যাংকের উদ্যোক্তা, শেয়ার ধারক, ডিপোজিটর এবং বিনিয়োগ গ্রহীতাগনের অনেকেই নিজের অজান্তে সুদের

www.pathagar.com

সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বেন। যেহেতু ব্যাংকে একটি শরীয়া বোর্ড রয়েছে সেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকের গতিবিধি সম্পর্কে নিজেরা খুব একটা খোঁজ খবর নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না বা নেন না। তারা দেখেন শরীয়া বোর্ডে কে কে আছেন। শরীয়া বোর্ডের সদস্যগনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে থাকেন। এমতাবস্থায় ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শরীয়া বোর্ড এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব অনেক বেশী। তারা যদি সুদ অনুপ্রবেশের ছিদ্র পথসমূহ বন্ধ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করেন তবে তাদের এ খেদমতের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ সুদের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হবে। অপরদিকে তারা যদি এ বিষয়ে উদাসিন থাকেন বা কোন ব্যাংকের লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও এ পদে সমাসীন থেকে উক্ত ব্যাংককে তাদের লেনদেন শরীয়াসম্মত হচ্ছে বলে প্রচার করার সুযোগ দেন তবে এর দায় এড়ানো আদৌ সম্ভব হবে কি না তা বিবেচনা করা জরুরী।

আমাদের বিবেচনায় শরীয়া বোর্ডের সদস্যগন যদি ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের সদস্যের পদ ধারণ করা সত্ত্বেও ব্যাংকের লেনদেন শরীয়াসম্মত হচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর না রাখেন বা শরীয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও তা দূর করার কার্যকর চেষ্টা না করেন বা চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল না হয়েও উক্ত পদে আসীন থাকেন তবে সাধারণ মানুষ তাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তারাও সমান অপরাধী হবেন। সুতরাং তাদের উচিত হয়তো ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়ার পরিপর্ণ পরিপালন নিশ্চিত করা অথবা পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসা।

অপরাধ বা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজ করা হলে, তা নিজ উদ্যোগে করা হোক, অপরের প্ররোচনায় করা হোক বা অন্যের মিথ্যা ঘোষণাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে করা হোক, তার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না।

অতএব, কোন ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে যদি উল্লেখিত শরীয়া পরিপন্থী অবস্থা বিদ্যমান থাকে তা হতে আয় হবে সুদভিত্তিক আয় এবং সুস্পষ্ট হারাম। আর সুদভিত্তিক আয় ও হারাম উপার্জন হতে কুরআন ও হাদীস হতে যে সকল ঘোষণা পাওয়া যায় তা হলো –

"যারা সুদ খায় তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান আপন স্পর্শের দ্বারা পাগল, জ্ঞানহীন করেছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে,

www.pathagar.com

তারা বলে, ব্যবসাতো সুদেরই মতো, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এ সাবধান বাণী পৌঁছাবে এবং যে ভবিষ্যতে সুদ হতে বিরত থাকবে সে যা কিছু খেয়েছে তাতো খেয়েছেই। ঐ ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিবেচনাধীন, আর যারা এ সাবধান বাণী পাওয়ার পরেও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে। সেখানে হবে তাদের অনন্ত নিবাস।" - আল-কুরআন ২ ঃ ২৭৫

সুদ সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন, সা. সুদ দাতা সুদ গ্রহীতা সুদের চুক্তি পত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী-সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী।

- সহীহ আল মুসলিম

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত সা. বলেছেন 'সুদের' সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতার সাথে যিনা করে।

- ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, হাকেম, মিশকাত

অতএব যে ব্যক্তি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন গঠন করে তার মূলধন পরিপূর্ণভাবেই আল্লাহ নিষিদ্ধ পন্থায় সংগঠিত হয়। সুতরাং উক্ত মূলধন কোনভাবেই পবিত্র হওয়ার সুযোগ নেই। আর যে মূলধন অপবিত্র তার থেকে অর্জিত আয় কিরূপে পবিত্র হতে পারে?

আমরা কি আজ মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করছি ? না, আমাদের অধিকাংশই মুসলামন হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়টি বিবেচনা করছেন না। রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে পূর্বেই বলে গেছেন।

আবু হুরায়রা রা ঃ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ইয়া রব, ইয়া রব বলে দোয়া করে, কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে। –মুসলিম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে; রাসূল সা. বলেছেন, যে বান্দা হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান খয়রাত করবে তা কবুল হবে না এবং তার নিজ কার্যে ব্যয় করলে বরকত ফলোদয় হবে না। আর ঐ ধন উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে উহা তার জন্য দোযখের পুঁজি হবে। আল্লাহ মন্দের দ্বারা মন্দ কাটেন না, হ্যাঁ, ভাল দ্বারা মন্দ কাটিয়া থাকেন। খারাপ খারাপকে বিদূরিত করতে পারে না। - আহমদ, মিশকাত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত , নবী করিম সা. বলেন, যে ব্যক্তি দশ

www.pathagar.com

দিরহাম দিয়ে কোন বস্ত্র ক্রয় করে যার মধ্যে মাত্র এক দিরহাম হারাম উপার্জিত অর্থ রয়েছে, তথাপিও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বস্ত্র তার পরিধান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। ইবনে ওমর রা. এই বিবরণ দেয়ার পর তাঁর উভয় কর্ণে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে যদি এই বর্ণনা আমি নবী সা. কে বলতে শুনিয়া না থাকি।

- আহমদ, বায়হাকী, শোয়েব, মেশকাত

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেন, যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত পালিত তা কখনো জান্নাতে যাবে না এবং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা। - আহমদ, দারিমী, বায়হাকী, মিশকাত

সুতরাং আমরা এ আলোচনা হতে সার কথায় আসতে পারি যে –

- ইসলামী ব্যাংক নাম ধারণ করে যে সকল ব্যাংক কর্মচারী/কর্মকর্তা সুদী লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে সকল পরিচালক এ সকল বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও তার সমর্থক ও সুযোগ দান করা, জেনে-বুঝে যারা এর শেয়ার ধারণ করে ও ডিপোজিট রাখে তাদের এ খাতের আয়ের পূর্ণাংশ বা অংশ বিশেষ হারাম। আর হারাম রিযিক দ্বারা যে দেহ লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট হবে সে দেহ কখনো জান্নাতে যাবে না বরং জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। পোশাকের মধ্যে হারাম উপার্জনের টাকা থাকলে উক্ত পোশাক পরে সালাত আদায় করলে তার সালাত কবুল হবে না, উক্ত আয় থেকে দান করলে তার দান কবুল হবে না, হজ্জ্ব করলে হজ্জ্ব হবে না, যাকাত আদায় হবে না। অর্থাৎ তার কোন ইবাদতই কবুলযোগ্য হবে না। সুতরাং পরকালে সে হয়ে যাবে একান্তই নিঃস্ব। ফলে জাহান্নাম ছাড়া সে আর কিছুই পাবে না।

- এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিচালকগণের জন্য হারাম খাওয়ার কারণে পরকালে নিঃস্ব হওয়া ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মানুষকে সুদ খাওয়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। কেননা তারা হালাল ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে হারাম খাইয়েছে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও গোমরা করেছে। অতএব, তাদের শাস্তি হতে পারে দ্বিগুন। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেন -

"পরে তাহারা বলিবে ঃ হে আমাদের রব ! যে লোক আমাদিগকে এই পরিণাম পর্যন্ত পৌছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাকে দোজখের দ্বিগুন আযাব দিন।"
- সাদ (৩৮); ৬১

জাহান্নামবাসীদের এ আর্জি যদি আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়ে যায় তবেতো দ্বিগুন শাস্তি ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবে না। অতএব এ সকল শরীয়া পরিপন্থী

www.pathagar.com

লেনদেনের কারণে তাদের জন্য অপেক্ষমান চূড়ান্ত ব্যর্থতা। মেহেরবান আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে যে কাউকেই ক্ষমা করে জান্নাত দিয়ে দিতে পারেন। তার একচ্ছত্র অধিকার আল্লাহ্ তায়ালারই। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহর ভিত্তিতে যদি কর্মের ফলাফল হিসাব করা হয় তবে, ইসলামী ব্যাংকের নামে ব্যাংকিং ব্যবসা করতে গিয়ে শরীয়ার পরিপালনের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে যদি সুদের লেনদেন হতেই থাকে তবে এর নিশ্চিত ফলাফল হলো –

- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উক্ত লেনদেনের সাক্ষী , লিখক ও সহযোগী হওয়ার কারণে এ খাত হতে বেতন হিসাবে প্রাপ্ত তাদের সমুদয় আয় হবে হারাম।

- পরিচালকগণ এ বিষয়ে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তাদের অন্যান্য আয়ের সাথে এ সুদী আয় মিশ্রিত হয়ে তাদের খাদ্য বস্ত্র তথা রিজিকেও হারাম প্রবেশ করবে।

- ডিপোজিটর এবং সাধারণ শেয়ার ধারকবৃন্দ যদি জেনে বুঝে এ সুদের অংশীদার হন অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করেন তাদের অন্যান্য আয়ের সাথে এ আয় মিশ্রিত হয়ে তাদেরও পোশাক-পরিচ্ছদ, রিযিক হয়ে যাবে অপবিত্র।

- যারা বিনিয়োগ গ্রহণ করেন তারাও যদি শরীয়ার পরিপালন না করেন তবে তারা হবেন সুদের দাতা সুদ সমেত মূলধনও হবে নাপাক। আর নাপাক তথা মন্দ হতে ভালোর উৎপত্তি হয় না।

সুতরাং তারা সকলেই রাসূল আকরাম সা. এর অভিশাপে অভিশপ্ত হবেন। তাদের সিয়াম, সালাত, হজ্ব , যাকাতসহ কোন ইবাদত কবুলযোগ্য হবে না। ফলে পরকালে জান্নাত লাভ করার পরিবর্তে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য হবেন। (নাউজুবিল্লাহ্)

www.pathagar.com

হারাম আয়ের প্রেক্ষিতে নিরূপায়ের মাসআলা

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে ব্যাপক হারে সুদের আবির্ভাব হচ্ছে তা ব্যাংকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ একেবারেই জানেন না বিষয়টি এরূপ নয়। অনেকেই সবকিছু জেনে-বুঝেই শরীয়া পরিপন্থী লেনদেন করেন। আবার অনেকে শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে সামর্থের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতিস্বীকার করে নিরূপায়ের মাসআলা স্মরণ করে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ ভাবেন এবং যুক্তিও উপস্থাপন করেন। তাদের যুক্তি হল –

- দেশে ইসলামী আইন নেই।
- দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ নির্ভর হওয়ায় তাদের সাথে লেনদেন করতে গিয়েও সুদের আগমন ঘটে।
- দেশের বিনিয়োগ গ্রহীতাগণের মধ্যে ঐরূপ তাকওয়া অর্জিত না হওয়ায় তাদের প্রভাব ও চাপে এ ধরনের কাজ করতে হয়। কেননা ব্যাংক খোলা হয়েছে মুনাফার জন্য। কেবলমাত্র শরীয়ার দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বসে থেকে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া যাবে না।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থির করে দেয়া টার্গেট অর্জিত না হলে চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। আর শরীয়া পূর্ণরূপে পালন করতে চাইলে টার্গেট অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়।
- গ্রাহকগণ প্রথম বিনিয়োগ নেয়ার সময় শরীয়া পরিপালন করে থাকেন কিন্তু পরবর্তীতে সমন্বয় করে নতুন বিনিয়োগ নেয়ার সময় প্রায়ই নগদ সমন্বয় করার পরিবর্তে নতুন ডিল সৃষ্টি করে পাওনা সমন্বয় করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন এবং পণ্য ক্রয় করতে চান না। এমতাবস্থায় তাদের কথামত এ কাজটি না করলে বিনিয়োগ ওভার ডিউ ও ক্লাসিফাইডে পরিণত হয়। আর যার কারণে অনেকেরই চাকরি যাওয়ার/খারাপ পোষ্টিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- দেশে বিকল্প কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় চাকরি রক্ষার স্বার্থে নেহায়েত অপারগ হয়ে হারাম জেনেও 'মজবুরী' র মাসআলার অনুসরণ করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদেরকে এ পর্যায়ে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে শরীয়ার বিষয়ে একটু ঢিলেঢালা নীতির প্রয়োগের কোন সুযোগ আছে কিনা ?

না, নেই, কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সুদসমেত লেনদেনের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তারা যে সকল যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন তার ভিত্তিতে এ ধরনের কার্যকলাপ মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা –

- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন প্রচলিত না থাকলেও রাষ্ট্র কাউকে সুদ খেতে বা সুদ দিতে বাধ্য করে না। রাষ্ট্রীয় আইনে সুদ বৈধ হওয়ার কারণে যে কোন মুসলমান এ দেশে সুদের লেনদেন করতে পারে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছে করলে সুদের লেনদেন এড়িয়েও চলতে পারে। অনেক বিষয়ই আছে দেশীয় আইনে বৈধ অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে হারাম। আবার ইসলামী আইনে বাধ্যতামূলক অথচ রাষ্ট্রীয় আইনে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন ঃ নামায পড়া রাষ্ট্রীয় আইনে বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে বাঁধাও দেয় না। এমতাবস্থায় কোন প্রকৃত মুসলমান নামায ছেড়ে দেয় না। আবার রমযান মাসে দিনের বেলা পানাহার রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ নয় আবার কাউকে খেতে বাধ্যও করে না। এমতাবস্থায় কোন মুসলমান দিনের বেলা খাবার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব, রাষ্ট্রীয় আইন যেখানে কাউকে সুদ গ্রহণে বা প্রদানে বাধ্য করে না সেখানে কোন কারণে সুদের লেনদেনকে বৈধ বলার জন্য রাষ্ট্রীয় আইনের প্রসঙ্গ তোলার বিষয়টি বোধগম্য নয়।

  বৃটিশ আমলের শেষদিকে কতিপয় আলেমদের একটি দল সুদ সম্পর্কে আলোচনার এ দিকটি তুলে ধরেছিলেন যে, ভারত হচ্ছে দারুল হারব এবং দারুল হারবে হারবী অমুসলিমদের নিকট হতে সুদ নেয়া জায়েয। তাদের মধ্যে অন্যতম মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে এ দিকটা জোড়ালো ভাষায় তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মওদূদী র. তার ক্ষুরধার লেখনীতে তার সমুচিত যে জবাব দিয়েছিলেন তার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"যদি মাওলানার এ আইনের ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যায়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ভারতে কোন অমুসলিমের ধন-সম্পদ যদি লুণ্ঠন করা হয়, চুরি ঘুষ অথবা আত্মসাৎ করে হস্তগত করা যায়, তাহলে এসব কাজ যে মুসলমান করবে সে শুধু দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধী হবে। আর ধর্মের দিক দিয়ে তাকে গুনাহ্গার মনে করা হলেও শুধু এ কারণে যে, সে চুক্তি আইনের বিপরীত কাজ

www.pathagar.com

করেছে। তাকে এ কারণে গুনাহ্গার মনে করা হবে না যে, সে ঐসব কাজ করেছে যা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। উপরন্তু যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে কোন মুসলিম নারী বেশ্যাবৃত্তি করে এবং অমুসলিমের নিকট থেকে দেহ ব্যবসার বিনিময়ে (নাউজুবিল্লাহ্) মূল্য গ্রহণ করে, তাহলে এ বেশ্যাবৃত্তি লব্ধ অর্থ তার জন্য হালাল ও পবিত্র হবে। কারণ অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন তার এ পেশাকে বৈধ মনে করে এবং এ বেশ্যাবৃত্তির জন্য তাকে লাইসেন্সও প্রদান করে। অতএব, সে চুক্তি আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে না এবং ইসলামী শরীয়াও যখন জিম্মি নয় এমন কাফিরের সম্পদ বৈধ বলে ঘোষণা করে, যে কোন উপায়েই সে সম্পদ হস্তগত করা হোক না কেন – তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে হারাম ভক্ষণের অপরাধে অপরাধী হবে না। সম্ভবত মাওলানা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। কিন্তু তার যুক্তি প্রদর্শনের ধরন থেকে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়।"

- সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং

সুতরাং এ দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত নয় বলে কোন মুমিনের জন্য অবশ্যই এমন কোন লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ হবে না যার ফলে সুদের আবির্ভাব হতে পারে।

- এখন আমরা বিবেচনা করব নিরূপায়ের মাসআলা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা ? অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে এ ধরনের লেনদেন করেন কিনা যে অবস্থার কারণে সুদের আবির্ভাব হওয়ার মত লেনদেন হালাল হয়ে যায়। এ বিষয়টি বোধগম্য হওয়ার জন্য আমরা শরীয়তের বিধানটি জেনে নিতে পারি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"এই ব্যাপারে আল্লাহর তরফ হতে শুধু এইটুকু নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শূকরের গোস্ত হতে বিরত থাকবে এবং এমন কোন জিনিস খাবে না যার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি নিতান্ত ঠেকায় পড়ে যায় এবং সে উহা হতে কোন জিনিস খায়; কিন্তু আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছে যদি না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন না করে, তবে এতে তার কোন পাপ হবে না।" - আল কুরআন ঃ ২; ১৭৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে লিখা হয়েছে–
"এই আয়াতে হারাম জিনিস ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে তিনটি শর্তে। প্রথমত ঃ নিতান্তই ঠেকা ও উপায়হীনতা। যেমন ঃ ক্ষুধা কিংবা পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হওয়া অথবা রোগের কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া এবং এই অবস্থায় হারাম দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুই না পাওয়া। দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার বাসনা

www.pathagar.com

মনে না থাকা এবং তৃতীয়ত ঃ ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করা– উহার সীমা লঙ্ঘন না করা। যেমন ঃ হারাম দ্রব্যের সামান্য পরিমাণ দ্বারাই যদি প্রাণ রক্ষা পাওয়া যায় তবে উহার চেয়ে একটুও বেশী ব্যবহার করা জায়েয নয়।" - তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা বাকারা ঃ ১৭৩

অপর এক তাফসীর গ্রন্থ মা'রিফুল কুরআনে এ আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে –

"উল্লেখিত আয়াতে চারটি বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। এই হুকুমে এতটুকু অবকাশ রাখা হয়েছে যে, ক্ষুধার অতিশয্যে যে ব্যক্তি নিতান্তই অনন্যোপায় হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লেখিত হারাম বস্তু থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল এই যে, (১) সে স্বাদ গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হবে না এবং (২) প্রয়োজনের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, মহা দয়ালু।

এখানে ক্ষুধার তাড়নায় মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য দুটি শর্তে উল্লেখিত হারাম বস্তু নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়ার পাপকে তুলে দেয়া হয়েছে।
শরীয়তের পরিভাষায় ক্ষুধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন বিপণ্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ কষ্ট কিংবা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না। কাজেই যে লোক ক্ষুধার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না খেতে পারলে জীবন বিপণ্ন হয়ে পড়বে, তখন সেক্ষেত্রে তার পক্ষে দুটি শর্তে – এসব হারাম বস্তু খেয়ে নেয়ার অবকাশ রয়েছে। একটি শর্ত হল যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু মাত্র জীবন বাঁচানো বা প্রাণ রক্ষা করা। খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সে খাবারের পরিমাণ এতটুকুতে সীমিত রাখবে, যাতে শুধু প্রাণটুকু রক্ষা পেতে পারে, পেট ভরে খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া তখনও হারাম হবে।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় হল, এ ক্ষেত্রে কুরআন কারীমা মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে তাতে তার কোন পাপ নেই। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। - ম'রিফুল কুরআন। সূরা বাকারা ঃ ১৭৩

উপরোক্ত আয়াত ও বিখ্যাত দুটি তাফসীর গ্রন্থ হতে তার যে ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি তার নিরীখে বলা যায় ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারে বসে এমন কোন

www.pathagar.com

লেনদেনের মাধ্যমে হালাল উপার্জন সম্ভব নয় যে লেনদেনের মাধ্যমে সুদের আবির্ভাব হবে এবং জেনে বুঝে এ ধরনের লেনদেন করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা করা স্রেফ তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, যে সকল পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এ সকল লেনদেন করা হয় তার সব কিছুই এড়ানো সম্ভব। যেমন ঃ

- সব থেকে কঠিন যে সমস্যাটিতে পড়তে হয় তা হলো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও মালিকপক্ষ তথা পরিচালনা পর্ষদের শরীয়ার বিষয়ে অনীহা, অবহেলা ও গুরুত্বারোপ না করা। শরীয়া পরিপালন করতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় অনেক বড় বড় গ্রাহক ঝামেলা সহ্য করে ক্রয়-বিক্রয়ের জটিলতায় যেতে চান না। ফলে ব্যবসার প্রসার বাঁধাগ্রস্ত হয় আবার পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক নতুন ডিল তৈরী করে পূর্ববর্তী ডিল সমন্বয়ের বিষয়ে স্বদাবীতে অনড় থাকে। ফলে তার কথানুসারে এ কাজটি না করলে ওভারডিউ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শরীয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপের পরিবর্তে ব্যবস্থাপকের উপর মন্দ পারফরমেন্সের অজুহাতে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা হয় এমনকি বিভিন্ন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ ব্যাংকে শরীয়া পরিপালন করে চাকরি করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের পরিস্থিতিতেও একজন ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তার জন্য শরীয়া পরিপন্থী পন্থা অবলম্বন তথা হারাম লেনদেন করা বৈধ হতে পারে না। কারণ তার বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। এমতাবস্থায় ঈমানের দাবী এতটুকুই যে, চাকরিটা ছেড়ে দেয়ার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। একজন মুসলমানকে ঐ হারাম চাকরিটাই করতে হবে এমন নয়। কর্মের বহুরূপ সংস্থান আছে। হয়ত তার স্টেটাস ঠিক থাকবে না, তার উপার্জন হ্রাস পাবে। এমনকি উপার্জন হয়ত এমন পর্যায়েও নেমে আসতে পারে যে, কোন রকমে জীবন ধারণ করা যায় মাত্র। তথাপিও তাকে ঐ চাকরি ছেড়ে অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থাটাই গ্রহণ করে নিতে হবে। কারণ স্টেটাস রক্ষা আর অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের জন্য হারাম খাওয়ার পাপ ক্ষমা পাওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। অথচ পরকালীন জাহান্নামের শাস্তি দুনিয়ার এই সাময়িক কষ্ট ভোগের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন।

- এমনও ইসলামী ব্যাংক আছে যাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং মালিকপক্ষ তথা পরিচালনা পর্ষদ শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয় অপেক্ষা অনেক আন্তরিক। এমনকি তাদের ব্যাংক সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন ও এর মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের কল্যাণময়

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক নীতি তুলে ধরে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দেয়া। এমন একটি ব্যাংকের চেয়ারে বসে যদি কোন ব্যবস্থাপক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়ার পরিপালন না করেন তবে তা তার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, সমুদয় পাপের সে একক বাহক। হয়ত তার সহকর্মী হতে পারে তার অংশীদার। এ ক্ষেত্রে ঠেকার মাসআলাতো প্রয়োগ করা যায়ই না, বরং তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টা এত বেশী যে, সে একেতো নিজে সুদের সক্রিয় সহযোগী, লেখক, সাক্ষী, উদ্ভাবক অপরদিকে কর্তৃপক্ষের দেয়া পলিসি পরিপালন না করার কারণে চরম খেয়ানতকারী এবং মানুষকে হালাল বলে হারাম খাওয়ানোর কারণে মিথ্যুক ও প্রতারক এবং যারা হালাল খাওয়ার প্রত্যাশায় পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তাদের হালাল আয়ের সাথে হারাম মিশ্রিত করে দেয়ার কারণে প্রত্যক্ষভাবে ইবলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তার অপরাধ মাত্রাতিরিক্ত এবং ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। তারা ইচ্ছে করলেই এ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে পারেন। কেননা,

- প্রথমতঃ বিনিয়োগের আবেদন প্রাপ্তির পরই গ্রাহককে ইসলামী পদ্ধতিটি খুব ভাল করে বুঝিয়ে তাকে শরীয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিপালনের বিষয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এতে করে সেই গ্রাহক পরবর্তীতে শরীয়া পরিপন্থী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বিতরণের জন্য এপ্রোচ করতে পারবেন না। তার পরও যদি এ ধরনের এপ্রোচ করেন ব্যবস্থাপক বিনিয়োগ বিতরনে বিরত থাকবেন এবং ব্যাংকের ব্যবসা প্রসারের জন্য বেশী বেশী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যবসায়িক টার্গেট পূরণ করে নেবেন। সুতরাং টার্গেট এচিভ করার জন্য সহজ বিনিয়োগ বিতরণের লক্ষ্যে শরীয়ার লঙ্ঘন 'মাজবুরীর' মধ্যে পরে না।
- দ্বিতীয়তঃ বিতরণকৃত বিনিয়োগ আদায়ে জটিলতা দেখা দিলে ব্যবস্থাপক গ্রাহকের কথামত নতুন ডিল সৃষ্টি না করে তিনিও আদায়ের বিষয়ে অনড় থাকবেন। প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এতে সাময়িকভাবে ওভারডিউ বা ক্লাসিফাইডের সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংক তার সুফল পাবে। কারণ, গ্রাহক যদি বিশ্বাস করে কোনভাবেই ইসলামী ব্যাংকে কৃত্রিম ডিল সৃষ্টি করে বিনিয়োগ সমন্বয় সম্ভব হবে না তবে সে তার পূর্বেই পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। আর যদি কোন দূরভিসন্ধি থাকে তবে তাকে সময় কম দেয়ার কারণে ব্যাংকের বিনিয়োগের নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে গ্রাহককে কৃত্রিম ডিল তৈরী করে নগদে পাওনা পরিশোধ না করার সুযোগ দিলে গ্রাহক ক্রমান্বয়ে অর্থ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিলে ব্যাংকের বিনিয়োগ আদায়ের ঝুঁকি বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গ্রাহকের অবহেলাজনিত

www.pathagar.com

পাওনা পরিশোধের কারণে ওভারডিউ/ক্লাসিফাইড ঠেকানোর জন্য কৃত্রিম ডিল সৃষ্টি করাতো মজবুরীর মধ্যে পরেই না, বরং এটি একটি উচ্চাভিলাষিতা উদ্ভূত ও স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ।

অতএব ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারে বসে ইসলামী ব্যাংকিং এর পদ্ধতিসমূহ পরিপালন না করা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ যা দুনিয়ার জীবনের জন্যও নৈতিকতা বিবর্জিত এবং আখেরাতের জন্যও চরম শাস্তিদায়ক।

সুদ অনুপ্রবেশের কারণ

ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনসমূহ হালালভাবে সমাধা করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ব্যাংকের অধিকাংশ লেনদেনসমূহই হারাম প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হচ্ছে। এতে মানুষ হালালের পরিবর্তে নিজেদের জন্য হারামকে বাছাই করে নিচ্ছে। এর কারণ কি ?

এর মূল কারণ ঐ সকল ইসলামী ব্যাংকসমূহের মানব সম্পদে ইসলামী ব্যক্তিত্বের অভাব। যে কোন ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানব সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলেই কেবল এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ইসলামী ব্যক্তিত্বের পরিচিতি এবং শরীয়া ব্যাংকিং নিশ্চিতকরণে ইসলামী ব্যক্তিত্বের অপরিহার্যতা।

[অবশ্য, ইসলামী ব্যক্তিত্ব শব্দদ্বয় কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ নয়। ইসলামী পরিভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ মুসলিম, মু'মিন এবং মুত্তাকী। আমরা এ পুস্তিকায় সহজবোধ্য করার জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব শব্দের ব্যবহার করেছি।]

ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলতে ঐ সকল মানুষকেই বুঝব যারা কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশগুলো বাস্তবায়নে সুদৃঢ়ভাবে অনড় থাকে। তাকে কোন চাপ, প্রভাব, শক্তি, লোভ-লালসা কর্তব্য হতে এক চুল পরিমাণও টলাতে পারে না। কারণ সে তা নিজের মধ্যে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামী ব্যক্তিত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামী ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে শরীয়া পরিপালনে উদ্বুদ্ধ ও নৈতিকভাবে বাধ্য করে।

এই বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো ঃ

১. ইসলামী জ্ঞান।

২. পরিপক্ক ঈমান।

৩. তাকওয়া।

এখানে একটি বিষয় আরেকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন ঃ ইসলামের

www.pathagar.com

যথার্থ জ্ঞান ছাড়া ঈমানের পরিপক্কতা আসে না আবার ঈমানের পরিপক্কতা ছাড়া তাকওয়ার উচ্চ পর্যায়ে পৌছা সম্ভব নয়। কোন মানুষ যখন একত্রে এ তিনটি বিষয় অর্জন করতে পারে তখন সে ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। আর এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ দ্বারা সুদের মতো একটি জঘন্য অপরাধে জড়িত হওয়া তো দূরের বিষয় সাধারণ গুনাহে প্রবৃত্ত হওয়াও সম্ভব নয়। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ কিভাবে একজন মুসলমানকে শরীয়া পরিপালনে নৈতিকভাবে বাধ্য করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো –

ইসলামী জ্ঞান

ইসলামী ব্যক্তিত্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ্ জ্ঞান থাকবে। কুরআন পাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মানুষের জন্য যে সকল বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেছেন, মানুষের অতীত জীবন এবং তার কর্মফলের ভিত্তিতে তাকে যে স্থানে সোপর্দ করা হবে সে স্থানসমূহের অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, আল্লাহর পরিচয় এবং তার সৃষ্টি সম্পর্কে যে তথ্য জানানো হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের স্বচ্ছ ধারণা থাকবে। পাশাপাশি তিনি আমাদের প্রিয় নবী সা. এর জীবন, ত্যাগ, কর্মকৌশল, নৈতিক শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ-উপদেশ এবং রাসূল আকরাম সা. এর সাহাবায়ে কেরামদের ত্যাগ ও কর্মকৌশল ও দ্বীনের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে হাদীস ও সিরাত গ্রন্থ হতে গভীর জ্ঞান আহরণ করবেন। উক্ত জ্ঞান তাকে তার কাজ-কর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করবে। কোন্ কাজ করলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টিভাজন বান্দা হতে পারবে এবং কোন্ কাজ করলে আল্লাহর রোষানলে পড়বে এবং তার ফলাফল কি দাঁড়াবে তা তার জানা থাকবে। স্বাভাবিক কারণেই সঠিক কাজটি বাছাই করে নেয়া তার জন্য সহজ হবে। অপরদিকে সে যদি শরীয়ার পদ্ধতি না জানে তবে সে কিভাবে তা সমাধা করবে ? আর শরীয়া লঙ্ঘনের পরিণাম যদি না জানে তবে স্বাভাবিকভাবেই তার চোখে দৃশ্যমান সুবিধা-অসুবিধাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে সুবিধাজনক কাজটি করে নেবে। সুতরাং শরীয়ার পরিপালনের বিষয়টি তার কাছে গৌণ হয়ে পরাই স্বাভাবিক। আর ঘটছেও তা-ই।

ঈমান

মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করে তখন তার মধ্যে প্রকৃত ঈমান তৈরী হয়। সে বাস্তব জ্ঞানে পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে কতিপয় বিষয় বিশ্বাস করে যা তাকে সরল সঠিক পথে চলতে সাহায্য ও নৈতিকভাবে বাধ্য করে। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তিটি ঈমান অর্জন করেনি সে ইসলামী ব্যক্তিত্ব নয় এবং তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পরিপালন করাও সম্ভব নয়। কতিপয় বিশ্বাসের সমষ্টিকে ইসলামের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়। এ সকল বিশ্বাস অর্জনের দ্বারাই মানুষ মুসলমান হয় এবং নির্ধারিত পথে পরিচালিত হয়। মানুষের মধ্যে এ সকল বিশ্বাসগুলো সৃষ্টি না হলে মানুষ যেমন কখনোই ইসলামের পথে পরিচালিত হতে পারে না, তেমনি কোন মানুষ যদি ইসলামের নির্ধারিত পথে পরিচালিত না হয় তবে সে যে এ সকল বিশ্বাসগুলো অর্জন করেনি অর্থাৎ ঈমানদার হয়নি তাও নিশ্চিত করে বলা যায়। ঈমান যে সকল বিশ্বাসের সমষ্টি এবং এ সকল বিশ্বাস মানুষের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন আনে ও অন্য মানুষ হতে যে সকল পার্থক্য তৈরী করে এবং শরীয়ার পরিপালনে কিভাবে সাহায্য করে আমরা তা নিম্নে আলোচনা করছি।

আল্লাহর উপর ঈমান

ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি আর কার্যে পরিণত করার সমষ্টি। মহান আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস অন্তরে স্থাপন করতে হয় এবং সেই সকল বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে ও নিজের বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে রূপদানের মাধ্যমে বাস্তব সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে হাকীমে মানবজাতির কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। মানুষকে মুসলমান হতে হলে মহান আল্লাহ্ পাকের সেই পরিচয় অনুসারেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, সেই পরিচয়ের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহকে সেই মর্যাদাই দিতে হবে। কুরআনে আল্লাহর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার অন্যতম হলো তিনি মানবজাতি তথা সমগ্র জাহানের রব। অর্থাৎ তিনি মালিক ও মুনিব, মুরব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষণকারী – এক কথায় তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও দয়ার একমাত্র উৎস। তিনি রহমান, তিনি আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি আমাদের রিযিকদাতা, বিচার দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি। মানুষের মনে আল্লাহ্ সম্পর্কে এ ধারণা ও বিশ্বাস জন্মানোর পর মানুষের আমল বা কর্মে অবশ্যই কতিপয় পরিবর্তন আসবে। যেমন সে বিশ্বাস করবে আল্লাহ্ তার স্রষ্টা ও তার মালিক। সুতরাং সে একচ্ছত্রভাবে তাঁরই গোলামিত্ব কবুল করে নিবে। একমাত্র আল্লাহই হুকুমদাতা। অতএব, সে জীবনের সর্বত্র একমাত্র তাঁরই হুকুম পালন করবে। অন্য কারো ভয় শঙ্কা তাকে আল্লাহর হুকুম পালন হতে দূরে সরাতে পারবে না। সে বিশ্বাস করবে আল্লাহই হলেন একমাত্র রিযিকদাতা। অতএব রিযিকের ভয়ে সে পৃথিবীর কোন মানুষের চাপে আল্লাহর বিধান পালন হতে বিচ্যুত হবে না। রিযিকের জন্য এমন

www.pathagar.com

কোন উপায় অবলম্বন করবে না যার কারণে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয়। সে বিশ্বাস করবে আল্লাহ সবকিছু দেখেন, তার দৃষ্টির অন্তরালে কিছুই নেই। সুতরাং যখনই এমন কোন কাজ তার সামনে উপস্থিত হবে যার ফলে আমানতের খেয়ানত হতে পারে, উপার্জন হারাম হতে পারে, আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘীত হতে পারে – তখন সে আল্লাহর সামনে সে কাজ করতে কখনোই প্রস্তুত হবে না। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এমন সব কাজ করতে থাকে যার দ্বারা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয় তবে আল্লাহর উপর তার পূর্ণ ঈমান আছে বলে মনে করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ?

রিসালাত

ঈমানের দ্বিতীয় শর্ত হল রিসালাতের উপর ঈমান রাখা। আর তার দাবী হল সকল নবীদের উপর বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি রাসূল আকরাম সা. এর উপর ঈমান ও পূর্ণ অনুসরণ করা। সুদ সম্পর্কে রাসূল আকরাম সা. যে সকল কঠিন হাদীস রেখে গেছেন এবং বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদের উপর যে গুরুত্বারোপ করেছেন কোন মুসলমান তা অবগত হওয়ার পরও সুদের লেনদেনে প্রবৃত্ত হলে রাসূল সা. এর প্রতি তাদের আস্থা আছে বলে কোনভাবেই প্রতীয়মান হয় না।

আখিরাত

ঈমানের তৃতীয় বিষয়টি হলো আখিরাত। একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তাকে অবশ্যই আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং স্বয়ং তার স্রষ্টা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব তাকে উপস্থাপন করতে হবে। দুনিয়াতে কৃত কোন কর্মই সেদিন লুকানো সম্ভব হবে না। সব কিছুই সেদিন সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং এর ভিত্তিতে তার বিচারের রায় হয়ে যাবে। সেই রায়ের ভিত্তিতেই তার আবাসস্থল জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কোন মুসলমান যদি সত্যই আখিরাত বিশ্বাস করে তবে দুনিয়ার সামান্য সময়ের জন্য সম্মান, সম্পদ ও আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে না। যদি কেউ দুনিয়াতে অসংকোচে আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে তবে আখিরাতের বিষয়ে তার ঈমানদার হওয়ার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের কাজসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্মানিত ফেরেশতাবৃন্দ নিয়োজিত আছেন এবং তারা সবকিছু জানেন যা আমরা করি। অতএব পাহারাদার নিযুক্তির বিষয়টি বিশ্বাস করার পর নিশ্চয়ই এমন কোন স্পর্ধা থাকার কথা নয় যে সে এমন সব কাজ করতে থাকবে যে বিষয়ে আল্লাহ্

www.pathagar.com

কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং এ সকল কাজ সমাপনকারীদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তথাপিও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজ করতেই থাকে তবে এটাই ধরে নিতে হবে সে মনে করছে তার এ অপরাধসমূহ কেউ দেখছে না এবং তাকে এর জন্য কোন জবাব দিতে হবে না।

তাকদীরের উপর ঈমান

তাকদীরের উপর ঈমান আনার পর কোন ব্যক্তির রিযিকের ব্যাপারে এতটা চিন্তিত হওয়া যথার্থ নয় যে সে রিযিকের জন্য আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিবে। সে বিশ্বাস করবে তার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। তিনিই তার রিযিক বহু গুনে বৃদ্ধি করতে পারেন আবার সঙ্কুচিত করে দিতে পারেন। তিনি ক্ষতি চাইলে কেউ নেই তা ফিরাবার আবার তিনি বাঁচাতে চাইলে কেউ নেই ক্ষতি করার। তার রিযিক কি হবে কোথায় হবে তার আবাসস্থল তা আল্লাহই জানেন। অতএব সে এ সকল বিষয়ে পেরেশান হয়ে হারামকে নিজের জন্য হালাল করে নিবে না। কারো মধ্যে হারাম পথে এ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত পেরেশানী তাকদীরের বিষয়ে তার সন্ধিগ্নতাই প্রমাণ করে।

তাকওয়া

একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সে তাকওয়া সম্পন্ন হবে। তাকওয়া শব্দের অর্থ হল পরহেজগারী, আত্মশুদ্ধি, কোন কিছু থেকে বেঁচে থাকা বা সতর্ক থাকা। ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা বুঝায়। মানুষ যখন তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয় তখন আল্লাহ নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় যে কোন কাজই তার কাছে প্রচণ্ড রকমের অসহনীয় হয়ে উঠে এবং সে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। মানুষ যখন তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয় আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা হয় ফেরেশতা অপেক্ষাও অনেক বেশী। এ মানুষটি আল্লাহর হক রক্ষা করার পাশাপাশি বান্দার হকের বিষয়েও তৎপর থাকে। তার দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতে পারে না। ফলে তার উপর আস্থা স্থাপন ও নির্ভরশীলতা খুবই নিরাপদ। যখন মানুষের মধ্যে তাকওয়ার ঘাটতি দেখা দেয় তখন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন অপেক্ষা পার্থিব জীবনের সুবিধা অর্জনের দিকেই বেশী ধাবিত হয়। আর যখন মানুষের মধ্যে তাকওয়ার অনুপস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন মানুষের অবস্থা দাঁড়ায় পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট পর্যায়ে। তখন মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, খেয়ানত, চরিত্রহীনতাসহ সকল প্রকার মন্দ স্বভাব বাসা বাঁধে এবং সে নফসের চাহিত পথে

www.pathagar.com

চালিত হয়। সে যতটুকু ভাল কাজ করে তা মানুষকে দেখানোর জন্য করে, মানুষের ভয়ে করে, যখনই সে বিশ্বাস করে মানুষকে ফাঁকি দেয়া যাবে তখন তার কাজ হয় ইচ্ছে মত। আর তাই এ ধরনের মানুষের উপর আস্থা স্থাপন ও নির্ভরতা মোটেও নিরাপদ নয়। আল্লাহর কাছে এ ধরনের মানুষের মর্যাদা শয়তানের মর্যাদা অপেক্ষা বেশী নয়। সুতরাং কোন মুসলমান যদি ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হন অর্থাৎ তিনি যদি উল্লেখিত গুণ/বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হন তবে তাঁর কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান সামগ্রীক কর্মকান্ডে যে সুবিধা পেয়ে থাকে তা হলো ঃ

- তার মধ্যে সুদৃঢ় আমানতদারিতার সৃষ্টি হয়। ফলে –

প্রথমতঃ বহু মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা তার হাতে অধিকতর নিশ্চিত হয়। সে সর্বদাই সতর্ক থাকবে যেন তার কোন গাফলতির দরুন তার যিম্মায় থাকা মানুষের সম্পদের সামান্যতম ক্ষতি না হয়। ফলে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনৈতিকভাবে ম্যানেজ করার প্রবণতা ও প্রভাব থেকে সে মুক্ত থেকে ব্যাংকের সম্পদের সংরক্ষণ করবে।

দ্বিতীয়ত ঃ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে হালাল উপার্জনের বিষয়টিও সুনিশ্চিত হয়। আমানতদারিতা থেকে তার মধ্যে এ অনুভূতি জেগে উঠবে যে, জনসাধারণ ইসলামী ব্যাংকের শরীয়ার ঘোষণার প্রেক্ষিতে তাদের টাকা জমা রেখেছে। অনৈসলামিক প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করা হলে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থির করে দেয়া নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে যা আমানতের সুস্পষ্ট খিয়ানত। ফলে সে এ পথে পা বাড়াবে না।

তার মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং তার কাছে ফিরে যাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হলে তিনি আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘনের কারণে আল্লাহর রোষানলে পড়ার ভয়ে শরীয়ার নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করবেন না। যার কারণে ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তি যদি ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের সমন্বয়ে গড়ে উঠে তবে সত্যিই দেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব।

আর যদি মানুষের মধ্যে এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ গড়ে না উঠে তবে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তা হলো –

আল্লাহর ভয়, পরকালীন জীবনে প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় বিশ্বাস ও জবাবদিহিতার প্রখর অনুভূতি সৃষ্টি হবে না। ফলে তার কাছে মূল লক্ষ্য বস্তু হবে দুনিয়ার যিন্দেগী এবং আখিরাত হবে অতিরিক্ত অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের উন্নতি, সুখ, সমৃদ্ধি, পজিশন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ঠিক রেখে যতটুকু আল্লাহর ইবাদত করা যায় ততটুকুকেই যথেষ্ট মনে করবে। এতে করে চাকরিতে নিজের পারফরম্যান্স ঠিক রাখার জন্য কৃত্রিম দক্ষতা প্রদর্শন করে সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করবে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

- শরীয়ার পরিপালন বাস্তবে না করা সত্ত্বেও কাগজপত্র ঠিক রেখে পূর্ণ পরিপালন করা হয়েছে বলে প্রদর্শন করবে।
- ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য এমন সব গ্রাহক নিয়ে আসবে যাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দক্ষতা, সততা ও বিনিয়োগ গ্রহণের যথার্থ যোগ্যতা নেই। ফলে উক্ত গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালন, যথাসময়ে পাওনা পরিশোধ ও নিয়ম-নীতির পূর্ণ অনুসরণে তৎপর হবে না, যা ব্যাংকের সম্পদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে।

- ক্লাসিফাইড/ওভারডিউ হ্রাস করে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য কৃত্রিম ডিল সৃষ্টি করে বিনিয়োগ হিসাব নিয়মিত দেখাবে। ফলে হারাম আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে। বিনিয়োগ গ্রহীতা ফান্ড স্থানান্তরের সুযোগ পাবে। ভবিষ্যতে উক্ত বিনিয়োগের টাকা আদায়ে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিবে। আদায় হলেও দীর্ঘ দিন ননপারফরমিং এসেট হিসেবে বিনিয়োগ পড়ে থাকায় ব্যাংক আয়/লাভ হতে বঞ্চিত হবে।

- প্রভিশন ঘাটতি সৃষ্টি করে বা অনাদায়ী মুনাফাকে মুনাফা হিসেবে প্রদর্শন করে সাময়িকভাবে কৃত্রিম মুনাফা সৃষ্টি করে দক্ষতা প্রদর্শনের চেষ্টা করবে। ফলে এক মেয়াদকালের বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বেশী দেয়ার কারণে পরবর্তী মেয়াদের বিনিয়োগকারীদের মুনাফায় বিরূপ প্রভাব পড়বে, যা অন্যের হক নষ্ট করার শামিল। তাছাড়া ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

- ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন কারণে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যাংকের নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করবে, যা ভবিষ্যতে ব্যাংকের অস্তিত্বের উপর আঘাত হানবে।

- ব্যাংকের সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করবে যা আত্মসাতের শামিল।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকসমূহের মানব সম্পদ

ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের মাত্রা অবলোকন করে অনেক ব্যাংকের মালিক/উদ্যোক্তাগণ প্রথাগত [সুদী] ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। আবার কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের দু/একজন প্রকৃতার্থে ইসলামী ব্যাংকিং করার উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেও তারা যে সকল ব্যক্তিদেরকে পরিচালক/উদ্যোক্তা হিসেবে সাথে নিয়েছে যাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ইসলামী ভাবধারা নেই। তাদের কেউ কেউ সুদী ব্যাংকের সাথে জড়িত আছে এবং অধিকাংশই সুদী ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা। ব্যক্তিগত জীবনে তারা হজ্জ্ব পরিপালন, মাঝে মধ্যে নামায আদায় করলেও বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণে এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে আর্থিক ও মর্যাদাগত ত্যাগ স্বীকার করতে মোটেও আগ্রহী নয়। এমনকি তাদের অনেকে নেহায়েত মর্যাদা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বয়ং সমাজে কুফর প্রতিষ্ঠা ও লালন-পালনে সক্রিয়। স্বাভাবিক কারণেই ইসলামী প্রক্রিয়ায় হোক আর অনৈসলামিক প্রক্রিয়ায়ই হোক সহজভাবে ব্যাংকের মুনাফা অর্জনই থাকে তাদের মূল লক্ষ্য। সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য তারা খুব একটা বুঝতে চান না। যেহেতু তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাদের ব্যাংকটি শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত সেহেতু শরীয়া পরিপালনের জন্য সার্কুলার ইস্যু করা, মঞ্জুরীপত্রে শরীয়া পরিপালনের শর্তারোপ থেকে শুরু করে প্রচার প্রচারণার সব ক্ষেত্রেই তৎপর থাকেন। কিন্তু বাস্তবে ইসলাম পরিপালিত হল কিনা সে বিষয়ে মোটেও আন্তরিক নন। বরং পরিচালনা পর্ষদে দু/চারজন সদস্য ইসলামী অনুশাসন পরিপালনের বিষয়ে আন্তরিকতা দেখাতে গেলেও অবশিষ্টদের সুকৌশল পূর্ণ হাস্য রসিকতার উপজীব্য হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেন। আর তাই এ সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যকলাপে ইসলামের সত্যিকার অনুসরণ সম্ভব হয়ে উঠে না। এতো গেল পরিচালনা পর্ষদের অবস্থা। এ সকল ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের এবং সাধারণ জনশক্তির দিকে তাকালেও দেখা যাবে অধিকাংশই সুদৃঢ়ভাবে ইসলাম পরিপালনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেকেই সুদী ব্যাংকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে এ সকল ইসলামী ব্যাংকে অনুপ্রবেশ করেছেন। তাদের কাছে সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের পার্থক্য অনেকটা পুঁথিগত। শরীয়া পরিপালনের ক্ষেত্রে যদি কোন জটিলতা দেখা দেয় তারা সহজ রাস্তাটিই বেছে নেন। এতে সুদের অনুপ্রবেশ হলো কিনা তা বিবেচনায় আনেন না। বরং তাদের কাজের যথার্থতা প্রমাণের

www.pathagar.com

জন্য বিভিন্ন যুক্তি ও অপযুক্তির অবতারণা করেন। কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা না থাকা সত্ত্বেও এমন সব ঘটনা বা মাসআলা আওড়াতে থাকেন যার সাথে তার ঘটনাটির দূরতম সম্পর্কও নেই। আবার অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার পরও প্রতিকূল পরিস্থিতি শামাল দিয়ে অনুকূলে আনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করে তার অধস্তনের সত্যভাষী মুখটিকে বন্ধ করে দেন।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও জনশক্তির এ ত্রুটির দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে দেখেন কাদের দ্বারা দক্ষতা বেশী প্রদর্শন করে পরিচালনা পর্ষদের কাছে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারবেন। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়া জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি বাছাইয়ের পরিবর্তে দেখেন কার দ্বারা কিছু বেশী মুনাফা করা যাবে এবং ব্যবসা প্রসারিত করা যাবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা ভাল জনশক্তি নিয়োগ করা যায় না। কেননা জনশক্তি যদি শরীয়াপন্থী এবং আমানতদার না হয় তার দক্ষতা দ্বারা ব্যাংক কিছুটা উপকারিতা পেলেও তার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। আর শরীয়া পরিপালনের তো কোন নিশ্চয়তাই থাকে না।

প্রসঙ্গত একটি অভিজ্ঞতা বলতে হচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে কিছু সময় আমাকে চট্টগ্রামে অবস্থান করতে হয়েছিল। আমার দুই সহকর্মীর মধ্যে আলাপের এক পর্যায়ে একজন বলছিলেন .....ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের নাম নন্দ দুলাল ভট্টাচার্য। যে ব্যাংকের কথা বলছিলেন তা ছিল একটি ইসলামী ব্যাংক। যদিও উক্ত ব্যাংকের নামের সাথে ইসলামী শব্দটি নেই তথাপি শরীয়া ব্যাংক হওয়ার বিষয়ে এবং দরদী সমাজ গঠনের অভিপ্রায়ে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বেশ জোড়ে শোড়েই প্রচার করত। আমার সহকর্মীর মুখে বলা নামটি আমার এতটা মনযোগ আকর্ষণ করলো যে, গভীর মনোনিবেশ করা কাজ থেকে মুহূর্তের মধ্যেই আমার চোখ সরে গেল। আমি পুনরায় তার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হলাম একজন অমুসলিম ব্যক্তি দ্বারা ঐ ইসলামী ব্যাংকের খাতুনগঞ্জ শাখা পরিচালিত। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আমার সন্দেহটা রয়েই গেল যে, একজন অমুসলিম ভদ্রলোক একটি ইসলামী ব্যাংকের শাখার ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। আর তাই একদিন উক্ত ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে দেখা করলাম। আলাপ করলাম এবং তার কাছ থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নিলাম যেখানে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে – Nanda Dulal Bhattacharjee Senior Vice President & Manager.

তিনি বিশ্বাসগত এবং জন্মগতভাবে একজন অমুসলিম। এ প্রসঙ্গে আমি বলছি না যে, অমুসলিমলোক ভাল নয়, দক্ষ নয়, দুর্নীতিগ্রস্ত ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন হল

www.pathagar.com

যেখানে লেনদেনের সামান্য অসতর্কতার কারণে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং ব্যাংকটি পূর্ণ মাত্রায় ইসলামী থাকে না সেখানে এমন একজন ব্যবস্থাপক যিনি ইসলাম বিশ্বাস করেন না, তিনি কেন এবং কিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং করবেন ? বাস্তব কথাটি যদি স্বীকার করে নেন তবে তিনি আর্থিকভাবে এবং সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করলেও তার দ্বারা কখনোই ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব নয়। আমার এ অভিজ্ঞতা বর্ণনার উদ্দেশ্য এ নয় যে অমুসলিম ধর্মের কুৎসা করা বা ঐ ব্যক্তির বদনাম করা। বরং বুঝাতে চাচ্ছি যে তথাকথিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে/ ব্যাংকটিকে ইসলামী পন্থায় পরিচালনায় কতবেশী উদাসীন।

সে যাই হোক, মূলকথা হলো বর্তমানে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক শরীয়া পরিপালন না করা এবং সুদের অনুপ্রবেশের মূল কারণ হল ঐ সকল ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি।

www.pathagar.com

আহ্বান

যারা ইসলামের নামে ব্যাংক পরিচালনা করছেন অথচ শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে যত্নবান/সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন না তাদের প্রতি বিনীত আহ্বান আপনারা যেহেতু ইসলামী ব্যানারে ব্যাংক চালনা করছেন অতএব, শরীয়ার বিষয়ে আন্তরিক হোন, যত্নবান হোন। প্রথম কারণ হচ্ছে কোন মানুষ যদি মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করে তবে তার সুনির্ধারিত স্থান হল জাহান্নাম। আর মুসলমান বলতে ঐ ব্যক্তিকেই বুঝায় যিনি তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অনুসরণ করে থাকে। যেহেতু সুদ ইসলামে হারাম সেহেতু কোন মুসলমানের জন্য সুদভিত্তিক লেনদেন করার কোন সুযোগ নেই। লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়ার নিয়ম-নীতির পরিপালন লঙ্ঘিত হলে সুদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা ব্যাংকটিকে শরীয়া ব্যাংক ঘোষণা দেয়ার কারণে বহু লোক ইসলামী ব্যাংক মনে করে হালাল উপার্জনের প্রত্যাশায় বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ না করে আপনার ব্যাংকে চাকরি নিয়েছে। অসংখ্য লোক যারা সুদের ভয়ে কখনোই সুদী ব্যাংকে টাকা রাখেনি বা টাকা রেখে সুদ গ্রহণ করেনি তারা আপনাদের ঘোষণার উপর আস্থা স্থাপন করে আপনাদের ব্যাংকে টাকা রেখেছে এবং নিশ্চিন্তে তার উপর প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ হালাল মনে করে গ্রহণ করছে। অথচ এ সকল কর্মচারীদের উপার্জন ও বিনিয়োগকারীদের আয় হালাল হচ্ছে না। ফলে প্রতারণা, মিথ্যা ঘোষণা ও ওয়াদা চুক্তির খেলাপের কারণে আপনারা হচ্ছেন প্রতারক, মিথ্যুক, ওয়াদা ভঙ্গকারী – যে সকল বৈশিষ্ট্য কোন মানুষই নিজের জন্য মানানসই মনে করেন না।

তৃতীয়ত ঃ আপনাদের উপার্জনে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটছে যার ফলাফল আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। সুতরাং নিজের বিবেকের কাছে, সমাজের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ রাখতে, আল্লাহর রোষানল হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে আপনাদেরকে সুদের লেনদেন হতে ফিরে আসতে হবে। যার জন্য শরীয়ার পূর্ণ পরিপালন অত্যাবশ্যক।

যদি আপনারা নিতান্তই শরীয়ার আওতায় আসতে প্রস্তুত না হন তবে দয়া করে ছদ্মাবরণটি ত্যাগ করুন। আপনার ব্যাংক থেকে 'ইসলামী' শব্দটি বাদ দিয়ে পূর্ণরূপেই প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে দাখিল হয়ে যান। এতে আপনাদের ভাগ্য যা হওয়ার তা-ই হবে। অপরদিকে কতিপয় মানুষ হারাম খাওয়ার অপরাধ হতে মুক্তি পেতে পারে। আপনাদের পরিচয় প্রচ্ছন্ন না রেখে আসল পরিচয়ে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হলে যারা সুদের লেনদেন করতে প্রস্তুত নয় তারা আপনার সাথে লেনদেন বন্ধ করবে। যারা সুদী ব্যাংকে চাকরি করতে প্রস্তুত নয় তারাও বিকল্প কর্মসংস্থানের সন্ধানে তৎপর হবে। আর আপনারাও প্রতারক ও মিথ্যাবাদী হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন, যদিও সুদের লেনদেনের অপরাধে ধৃত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা অতি নগণ্য।

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

যারা ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের মহান লক্ষ্য নিয়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনা করেছেন এবং যারা পরবর্তীতে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ আন্দোলনে নিজেদেরকে শরীক করেছেন এবং বর্তমানেও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিখাত বাস্তবায়ন ও প্রসারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন ও সুদের বিনাশ সাধন যাদের হৃদয়ের এক সুদৃঢ় বাসনা, বর্তমান অবস্থা অবলোকনে সুদ সম্পর্কে যাদের অন্তরকে রাসূল সা. এর বিদায় হজ্জের ভাষণ ভীষণভাবে নাড়া দেয় তাদের বিজ্ঞচিত বিবেচনার জন্য আমার কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। আমার বিশ্বাস এ সকল বিষয়সমূহ প্রবর্তন করা সম্ভব হলে ইসলামী ব্যাংকিং হতে সুদের চির বিদায়ের ঘণ্টা ধ্বনি অচিরেই বেজে উঠবে। বিশ্ব অর্থনীতি যখন সুদের ভয়াল গ্রাসে পূর্ণরূপে ছিল আত্মীভূত, যখন ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের কিছুটা আলোও কারো চোখকে আশান্বিত করেনি, মুসলমানদের একটি শ্রেণী সুদের বিষয়ে আল্লাহর ভয়ে সুদ তথা ব্যাংকিং সেবাকে বর্জন করেই জীবনধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নেহায়েতই গরিবী হালতে আর অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও বৃহৎ শ্রেণীটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. নির্দেশ অমান্য করে, রাসূল সা. এর অভিশাপকে উপেক্ষা করে সুদের মত একটি জঘন্য অপরাধের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল তখন মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে এর সমাধান বের করার ব্যাকুলতা দেখা দিল। প্রথমেই এগিয়ে আসেন মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)। তিনি প্রথম ১৯৩৬ সালের দিকে এ বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর জনাব আনওয়ারুল ইকবাল কোরেশী এ বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অতঃপর শেখ মাহমুদ আহমেদ ১৯৫২ সালের দিকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উজাহির ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার কর্মকৌশল হিসেবে মুদারাবা পদ্ধতির সুপারিশ করেন। ক্রমধারায় মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আরাবী, এস এ ইরশাদ, ডঃ নেজারেতুল্লাহ সিদ্দিকীসহ অনেক ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী ব্যাংকিং এর একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং মিশর, মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবরূপ উপস্থাপন করে। অবশেষে ১৯৭০ সালে ও আই সি সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে মতে ১৯৭৪ সালে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদ (চার্টার) স্বাক্ষরিত হয় ও ১৯৭৫ সালে

www.pathagar.com

জেদ্দায় ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। উক্ত ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আমি যতটুকু জেনেছি বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের অনেক আশা-উদ্দীপনা, আবেগ ও তাওহিদী দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ ব্যাংকের পদযাত্রা শুরু। সোনালী ব্যাংকের এমনও এক উর্ধ্বতন নির্বাহীর কথা শুনেছি যিনি পঁচিশ বছর পূর্তির অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকরি ত্যাগ করে শুধুই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য চাকরির আর্থিক সুবিধা ত্যাগ করে শূন্য হাতে চলে এসেছিলেন, উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই মুনাফার সামান্যতম সম্ভাবনা না দেখেও এ মনে করেই প্রথম বিনিয়োগটি করেছিলেন যে, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য কষ্টার্জিত টাকাটি যেন দান করা হচ্ছে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যে স্মৃতি বর্ণনা করতে আমি শুনেছি তাতে আমার মনে হল এর প্রাতিষ্ঠা ছিল এক আবেগময় ধর্মীয় অনুভূতির দুঃসাহসিক অভিযাত্রা।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরবর্তীতে আরও অনেকে এগিয়ে আসে এবং আরও কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তাদের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্ত হয়েছে এমন সব লোকজন যাদের কাছে ইসলামী ব্যাংক এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের মধ্যকার মূলগত পার্থক্যটি সুস্পষ্ট নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে যারা অগ্রগামী হয়েছিলেন তাদের বাসনাটি শক্তির কাছে পরাভূত হয়। এ সকল ব্যাংকের অধিকাংশের সাইন বোর্ডে 'ইসলামী' শব্দটি বা 'শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত' ঘোষণাটি সুস্পষ্টভাবে লেখা সত্ত্বেও বাস্তবে শরীয়া পরিপালনের কোন প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। ফলে যারা সুদ থেকে বেঁচে থাকতে চায় তাদের অনেককেই অজান্তে সুদের লেনদেনের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয়। এমতাবস্থায় যে সকল উদ্যোক্তাগণ সত্যিই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের ইচ্ছাটুকু বাস্তবতার মুখ দেখতে পায় না। অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। বিষয়টি একটি উদাহরণ হতে সুস্পষ্ট হতে পারে।

মনে করি বেশ দূরত্বে অবস্থিত দুটি শহরের মধ্যে বাণিজ্য হয়ে থাকে। পথিমধ্যে কোন মুসলিম জনবসতি না থাকায় বণিকগণ মুশরিকদের বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাদের খাবার খেয়ে থাকেন। তারা কখনো কখনো এমন খাবারও পরিবেশন করে যা আমাদের ধর্মে অনুমোদিত নয়। অবস্থাদৃষ্টে কোন এক জনহিতৈষী মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তি উক্ত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। তিনি

www.pathagar.com

পথিমধ্যে কতিপয় বাংলো তৈরী করে দেন এবং কিছু মুসলিম বাবুর্চি নিয়োগ করেন; উদ্দেশ্য মুসলমানরা যেন হালাল রিযিক খেয়ে, ধর্মীয় পরিবেশে অবস্থান করে তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল মুসলমান মুশরিকদের ব্যবস্থাপনা পরিত্যাগ করে তার ব্যবস্থাপনাকে সাদরে গ্রহণ করে নিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল কতিপয় সমস্যার কারণে তার উদ্দেশ্য সাধিত হল না। যেমন ঃ

- বাবুর্চিরা প্রায়ই অমুসলিম দোকান থেকে তাদেরই বলি দেয়া মুরগী, গরু, খাসি ইত্যাদি ক্রয় করে আনে।

- যথার্থ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও রুচিবোধ না থাকায় বাবুর্চিরা এমন পানি দ্বারা রান্নার কাজ সমাধা করেন যার সাথে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকার নাপাকির সংযোগ ঘটে থাকে।

- গৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথার্থ না হওয়ায় প্রায়ই দস্যু দ্বারা বণিকদের পুঁজি ছিনতাই হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় গৃহ নির্মাতার নেক নিয়্যত হওয়ার কারণে তিনি সওয়াবের অধিকারী হলেও বাস্তবে কি তার কাজ হতে মানুষ উপযোগিতা হাসিল করতে পারবে ? বরং যে সকল লোক তাদের আস্তিনে করে কিছু শুকনো চিড়া-গুড় নিয়ে আসতো আর মুশরিকদের খাবার এড়িয়ে চলত তারাও মুসলমানদের খাবার মনে করে গ্রহণ করতে গিয়ে হালালের পরিবর্তে হারাম খাদ্য গ্রহণ করতে থাকবে।

অতএব সৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেও যদি এ থেকে সুদের ছিদ্র পথ বন্ধ করা না যায় তবে এর দ্বারা পূর্ণ ফায়দা পাওয়া যাবে না। ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামী ব্যাংককে সুদের বদ আছর হতে পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হলে কতগুলো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমই হল ব্যাংকের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র দাড়ি রাখা, হজ্জ সমাপণ করা লম্বা সাইজের জামা পড়ার দ্বারাই ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া যায় না। এর জন্য প্রথমত তার মস্তিষ্ক থাকবে ইসলামী জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ আর হৃদয় থাকবে তার পরিপালনে আপোষহীন, সুদৃঢ়। আর এর জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে দুটি পর্যায়ে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ নিয়োগদানকালে যথাযথভাবে বাছাই করা, দ্বিতীয়তঃ নিয়োগ পরবর্তী সময়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

নিয়োগদানকালে দক্ষতা ও সার্বিক যোগ্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি কতিপয় বিষয়ে খুব বেশী নজর দিতে হবে। যেমন ঃ

তার ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করতে হবে

কোন মুসলমান যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে কমিটেড হয় তবে তার মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকবে। আর জ্ঞান ছাড়া যেহেতু পরিপালন সম্ভব নয় সেহেতু মৌলিক মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকবে। যাদের মৌলিক জ্ঞান নেই তাদেরকে পরবর্তী সময়ে সেভাবে তৈরী করা অনেকটাই কঠিন।

ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালনের প্রবণতা

অনেক মুসলমান আছেন যারা ধর্মীয় লেখাপড়া অনেক করেন, অনেক জানেন কিন্তু বাস্তবে নিয়ম-নীতি পরিপালনের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন। তার আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, এতো কঠোরভাবে পরিপালন করতে হলে জঙ্গলে যেতে হবে ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুবিধা মত কাজটা করে ফেলেন। এ ধরনের মানুষ দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। অতএব মানুষের শুধু জ্ঞান দেখেই নয়, উক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালনের বিষয়ে কতটুকু প্রতিশ্রুতিশীল তাও যাচাই করে নিতে হবে।

আমানতদারিতা

আমানতদারিতা একটি অপরিহার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিয়োগ দানের পূর্বে এ বিষয়টি পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। প্রবেশনারী পিরিয়ডে থাকাবস্থায়ও বিভিন্ন কৌশলে তা পরীক্ষা করে নেয়া যায়।

ঈমানী চেতনাবোধ

ঈমানী চেতনাবোধ প্রখর না হলে মানুষের পক্ষে ধর্মীয় অনুশাসন পূর্ণরূপে পরিপালন খুব একটা সহজ হয় না। প্রার্থীর মধ্যে ঈমানী চেতনা কোন পর্যায়ে আছে তা আঁচ করার চেষ্টা করতে হবে যদিও তা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

এ সকল বিষয়সমূহ অনেক ক্ষেত্রেই এক/দু'ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা বা দশ/বিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার দ্বারা বুঝে নেয়া সম্ভব হয় না। প্রয়োজনে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগপত্র দেয়ার পূর্বেই বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। মূলকথা হল নিয়োগদানকালেই তার ধর্মীয় অবস্থাটি ভাল করে যাচাই করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

নিয়োগ পরবর্তী করণীয়

সকল ব্যাংকই তাদের কর্মচারীদের জন্য কম-বেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ট্রেনিং এর দীর্ঘ মেয়াদী প্রোগ্রামগুলোর দীর্ঘসূচী খুঁজেও কোথাও ধর্মীয়/নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপযোগী কর্মসূচী খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে ব্যাংকারগণ ভাল ভাল ট্রেনিং গ্রহণ করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও তাদের নৈতিক মানের উন্নতি সে অনুপাতে হয় না। কর্মচারীদেরকে এ গুণটি অর্জন করতে হয় নেহায়েতই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সে যাই হোক, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করতে হলে যথাযথ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মীয়/নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য প্রতিটি ট্রেনিংয়ের অন্যান্য বিষয়ের সাথে নৈতিকতা/ধার্মিকতার বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে সকল বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে তৈরী করতে হবে তা হলো ঃ

আল্লাহর ভয়

আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টি না হলে মানুষের পক্ষে আকর্ষণীয়, লোভনীয় পার্থিব উপকরণ ত্যাগ করা, উন্নয়নের সিঁড়ি মাড়ানোর পরিবর্তে বন্ধুর পথের যাত্রা কখনোই সম্ভব হয় না। আর ইসলামী ব্যাংকিং যথাযথভাবে করতে গেলে অনেক ব্যাংকারকেই আকর্ষণীয় ও লোভনীয় অনেক পার্থিব উপকরণ ত্যাগ করতে হয় এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা হয়ে পড়তে পারে সঙ্কুচিত, যদিও তা সাময়িক সময়ের জন্য। যেমন নৈতিকতাহীন ব্যাংকারগণ তার ব্যাংকের ও শরীয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করে বিনিয়োগ গ্রহীতাদেরকে অনুচিত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে অনেক আকর্ষণীয় সুবিধা ভোগ করে থাকে আবার শরীয়ার নিয়ম সুদৃঢ়ভাবে পরিপালন করতে গেলে ব্যাংকার সাময়িক সময়ের জন্য ভাল পারফরমেন্স দেখানোর সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। যেমন ওভারডিউ হয়ে যাওয়া, ব্যবসা কম হওয়া ইত্যাদি। যদিও শরীয়া যথাযথ পরিপালনের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে এসব বিষয়ে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যায় তথাপিও অধিকাংশ ব্যাংকার তাৎক্ষণিক পারফরমেন্স দেখাতেই বেশী আগ্রহী হয় কেননা, এতে প্রমোশনসহ চাকুরীগত সুবিধা বেশী পাওয়া যায়। অপরদিকে কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলে সে শরীয়ার লঙ্ঘন কোন অবস্থায়ই করবে না। কোন হিসাব ওভারডিউ হলে সে তা বাস্তবে আদায়ের প্রচেষ্টা চালাবে। এতে সাময়িকভাবে তিরস্কৃত হলেও সে ব্যাংকের নিয়ম ভঙ্গ করবে না এ ভয়ে যে, সে আল্লাহর আদালতে আমানতের খেয়ানতের অভিযোগ ও সুদের লেনদেনের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সকল পর্যায়ের প্রতিটি নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আল্লাহর কার্যকর ভয় সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ পাক সর্বদ্রষ্টা

প্রকৃত কথা হলো মহান আল্লাহ্ পাক সবকিছু দেখেন। এমনকি মানুষের হৃদয়ের অন্তকোঠরে যে সকল চিন্তা উকি-ঝুঁকি মারে যা উক্ত বান্দা ছাড়া আর কেউই অবগত নয় তাও তিনি সন্দেহাতীতভাবে অবলোকন করেন। মানুষের মনে এ ধারণাটি যদি প্রকৃতপক্ষেই ইয়াকীনে পরিণত হয় তবে মানুষের পক্ষে কোনভাবেই আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ করা সম্ভব হবে না। বর্তমান যুগের সি সি ক্যামেরা তার একটি বাস্তব উদাহরণ। প্রায়ই দেখা যায় ব্যাংকের বড় বড় শাখাসমূহে সি সি ক্যামেরার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক সাহেব তার সাব অর্ডিনেটদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। অধিনস্তগণ যেহেতু জানেন ব্যবস্থাপক সবকিছু দেখছেন তারা অনুপস্থিত থাকার কথাতো চিন্তাই করেন না বরং উঠা বসার ক্ষেত্রেও অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেন। একজন ব্যবস্থাপক যিনি তার সাব অর্ডিনেটদেরকে তিরস্কার, বদলী বা এ সি আর এ খারাপ লিখতে পারেন (যদিও মানবিক গুণের কারণে ব্যবস্থাপকগণ অনেক ক্ষেত্রেই এতটা কঠোর হন না) সেই ব্যবস্থাপক দেখছেন বলে যদি গতিবিধির আমূল পরিবর্তন হতে পারে তবে যিনি আল্লাহ, যিনি এত মহান, যিনি অতি দয়ালু আবার সব থেকে বেশী ক্লেশদাতাও তিনি দেখছেন এ ধারণার/বিশ্বাসের সৃষ্টি হওয়ার পর কি মানুষ অন্যায়, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন, আমানতের খেয়ানত করতে পারে ? আমরা সবাই বলি আল্লাহ দেখছেন, অথচ আমাদের কাজ-কর্ম এ কথার প্রকাশক নয় যে, তা আমাদের ইয়াকীনে পরিণত হয়েছে। আর এজন্যই আমরা আল্লাহর আদেশ নির্দ্বিধায় লঙ্ঘন করতে পারি। মিথ্যা বলতে পারি এবং ব্যাংকারগণ অডিট ফেস করার জন্য শরীয়া পরিপালন না করেও কাগজিক তথ্য প্রমাণ প্রস্তুত রাখেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন ঃ

"এই কথা কি তারা জানে না যে, তারা যা কিছু গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'য়ালার জানা আছে।" - সূরা বাকারা ঃ ৭৭

"আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই আল্লাহর নিকট হতে গোপন নয়।"
-.সূরা আল-ইমরান ঃ ৫

"হে নবী! লোকদের সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা গোপন কর আর প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তার সবকিছুই জানেন। আসমান যমীনের কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় এবং তাঁর ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকে গ্রাস করে আছে।" – সূরা আল-ইমরান ঃ ২৯

"সাবধান থাকিও আসমান যমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমরা

www.pathagar.com

যেরূপ আচরণই গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ্ তা জানেন। যেদিন মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দিবেন যে, তারা কিসব করে এসেছে। তিনিতো সব বিষয়ই জানেন।" - সূরা নূর ঃ ৬৪

অতএব আল্লাহ্র পাক বাণীতেই জানা যায় তিনি সবকিছু জানেন। এরূপ আরও আয়াত কুরআনপাকে আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দেন। এসকল আয়াতসমূহ মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত উপস্থাপনপূর্বক যদি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানুষকে জানানো যায় এবং অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা যায়, মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। এই ভয়ের কারণে তাদের দ্বারা শরীয়া পরিপালন করানো সহজ হবে।

আল্লাহ্ অত্যধিক ক্লেশদাতা

কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ পাকের যে পরিচয় এসেছে সে মোতাবেক তিনি সব থেকে বেশী দয়াময়, মেহেরবান, তাঁর এ দয়া পৃথিবীতে সবার জন্যই পরিব্যাপ্ত কিন্তু আখিরাতে কেবলমাত্র তার অনুগত ও ক্ষমাপ্রাপ্তদের জন্যই নির্দিষ্ট। কুরআনের ঘোষণা অনুসারে মেহেরবান আল্লাহ্ সব থেকে বেশী ক্ষমাশীল। কিন্তু তার ক্ষমা এমনিতে পাওয়া যাবে না। তার জন্য মানুষকে তওবা করা শর্ত। আর তওবারও কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ বলেন ঃ

"অবশ্যই যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ হতে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।" – সূরা বাকারা ঃ ১৬০

সুতরাং যারা তওবা করে নিবে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তওবার জন্য শর্ত হলো কর্মনীতির সংশোধন করা। অর্থাৎ যে ভুলটি করা হচ্ছিল তার পরিবর্তে সঠিক কাজটি করতে শুরু করা। অপরদিকে যারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত নয় এবং অপরাধের জন্য তওবা করবে না তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ক্ষমা নেই। তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ হবেন অতিশয় ক্লেশদাতা, শাস্তি দাতা। তারা পাপ করতে থাকবে আর আশা করতে থাকবে আল্লাহ্ এমনিতেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন! তাদের এ প্রত্যাশা কখনও পূর্ণ হবে না এবং তা পূর্ণ হওয়ারও নয়। যেমন– আল্লাহ্ বলেন ঃ

"এই কুরআন পুরোপুরি হিদায়াতের কিতাব, আর সেই লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে যারা নিজেদের রবের আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।" - সূরা জাসিয়া ঃ ১১

www.pathagar.com

"এই কিতাব আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হওয়া, যিনি মহা শক্তিশালী, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, গুনাহ্ মাফকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহকারী। তিনি ছাড়া মা'বুদ কেহ নাই, সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।" - সূরা মু'মিন ঃ ২-৩

"আসল কথা এই যে, যে সব লোক আল্লাহর আয়াত মানে না আল্লাহ্ কখনোই তাদেরকে সঠিক কথা পর্যন্ত পৌঁছাবার তাওফিক দেন না। আর এই ধরনের লোকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।" - সূরা নাহল ঃ ১০৪

সুতরাং যারা আল্লাহর আয়াত অমান্য করতে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ অত্যন্ত পীড়াদায়াক আযাব দিবেন। 'সুদ' কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নিষিদ্ধ কাজ। সুতরাং যারা সুদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লেনদেন করে তারা ঈমানের দাবীদার হলেও তারা কুরআনের আয়াতের অমান্যকারী। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের অর্থই হলো জাহান্নামে অবস্থান যা একটি অবর্ণনীয় নিকৃষ্টতর, ধ্বংসাত্মক, অভিশপ্ত স্থান। আল্লাহ্ পাক উক্ত স্থান ও তার যন্ত্রণার বর্ণনা কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। যেমন ঃ

"সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম- জাহান্নাম, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে। কত খারাপ সে জায়গা। এ সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা ফুটন্ত পানি ও পুঁজের স্বাদ নিক, এছাড়া রয়েছে এমন আরও নানা ধরনের শাস্তি।" - সূরা সাদ (৩৮) ঃ ৫৫-৫৭

"যারা বামদিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা! ওরা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে থাকবে উষ্ণ বাতাস ও ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়া যা ঠাণ্ডা নয়, আরামও দেয় না। পার্থিব জীবনে ওরা বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, আর অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।" - সূরা ওয়াক্বিয়া (৫৬) ঃ ৪১-৪৬

"আমরা সেই গাছটিকে জালেমদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি। উহা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। উহার ছড়াগুলো এমনই যেমন শয়তানগুলোর মাথা। জাহান্নামের অধিবাসীরা উহা খাবে এবং উহার দ্বারাই পেট ভরবে। তারপর পান করার জন্য তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। আর এর পর সেই জাহান্নামের আগুনের দিকেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।"

- সূরা সাফ্ফাত (৩৭) ঃ ৬৩-৬৮

"ওদের প্রত্যেকের জন্য পরিণাম জাহান্নাম রয়েছে, আর প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, যা সে বড় কষ্টে গিলবে, আর তা গেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে

www.pathagar.com

পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণা আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না, ও যে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।" - সূরা ইব্রাহীম (১৪) ঃ ১৬-১৭

হাদীসে দেখা যায় রাসূল সা. বলেছেন ঃ
সামুরা ইব্ন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী সা. বলেছেন ঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম। তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী সা. বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন ?) তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বললো নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, মিরাজ রজনীতে আমি এক সম্প্রদায়ের নিকট আসলাম যাদের পেট এক একটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো পেটের বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাঈল ! এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা সুদখোর সম্প্রদায়। – ইবনে মাজাহ, মিশকাত

নু'মান (ইব্ন বাশীর) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী সা. কে বলতে শুনেছি ঃ দোযখবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির হবে, যার দু'পায়ের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে, এতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে কাঁচ তামার পাত্রে টগবগ করে ফুটতে থাকে। – বুখারী

অতএব আল্লাহ্ যেমনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল, তার অনুগতদের জন্য অতিশয় দয়ালু, মেহেরবান, জান্নাতের ন্যায় মহা পুরস্কারদানকারী তেমনি তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের জন্য অতিশয় ক্লেশদাতা। বর্ণিত জাহান্নামের মত জঘন্য স্থানে নিক্ষেপ করে শাস্তিও তিনি দেবেন। যেহেতু সুদ আল্লাহর মৌলিক

www.pathagar.com

নিষেধসমূহের মধ্যে একটি, সেহেতু এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে আল্লাহ্ দয়া, ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না, আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর তাই মানুষের কাছে আল্লাহর এই কঠোরতার বিষয়টিও তুলে ধরতে হবে। তাহলে একজন মানুষ ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারে বসে এমন লেনদেন করবে না যাতে সুদের আবির্ভাব হতে পারে। কেননা যখনই সে এ লেনদেন করার চিন্তা করবে তার মানসপটে আল্লাহর কঠোরতা ও তাঁর জাহান্নামের ভয়াবহ চিত্র প্রস্ফুটিত হবে। এতে করে তার পক্ষে হারামকে হালাল করা, এর জন্য কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব হবে না। আর তাই ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য মানুষের মনে আল্লাহর ভয় পূর্ণ মাত্রায় সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য আল্লাহকে যে কোনভাবেই ফাঁকি দেয় সম্ভব নয়। তিনি যে সবকিছুই জানেন, দেখেন ও শুনেন এবং তিনি যে তাঁর আদেশ অমান্যকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে মর্মান্তিক থেকে মর্মান্তিকতম, অবর্ণনীয় শাস্তি দিবেন তার বিশ্বাস মানুষের মনে সৃষ্টি করতে হবে।

পরকালের জবাবদিহিতার ধারণা সৃষ্টি

ইসলামী ব্যাংকিং নিশ্চিত করার জন্য মানুষের মধ্যে পরকালে জবাবদিহিতার ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। ব্যাংকের একজন ক্যাশিয়ার প্রতিদিন লক্ষ/কোটি টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অথচ মাস শেষে বেতন পায় পাঁচ/দশ হাজার টাকা। নানা রকম আর্থিক অনটনেও সে ঐ দশ হাজার টাকায়ই ধৈর্য ধারণ করে। ঐ লক্ষ/কোটি টাকা হতে এক হাজার টাকাও নিজের পকেটে ভরে নেয় না। কারণ তাকে দিনের শেষে হিসাব দিতে হবে। যদি এমন হতো তার কোন হিসাব নেই তবে বিষয়টা কেমন হতো ?

পেটে ক্ষিধে নিয়ে একজন পাহাড়াদার তার নিয়োগকর্তার বিশাল রসদ ভাণ্ডারের পাহাড়াদার হয়। সে তা থেকে কিছু অংশ নিজের জন্য ব্যবহার করে না। কারণ তার হিসাব হবে এবং তার চাকরি যাবে। ফলে অল্প রিযিকেই সন্তুষ্ট থাকে। যদি এমন হতো যে, তার কোন হিসাব নাই তবে কি হত ?

উভয় ক্ষেত্রেই তারা ধৈর্য ধারণের পরিবর্তে অন্ততঃ প্রয়োজন মাফিক নিয়ে নিত। এমনকি কিছু ভবিষ্যত বিলাসিতার জন্য সঞ্চয়ও করে নিত।

সুতরাং হিসাব দেয়ার ধারণার কারণে মানুষ তার কার্যাদী নিয়ন্ত্রণ করে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন সাথে সাথে এখানে চলার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি নিয়ম-নীতি, আইন-বিধান দিয়ে দিয়েছেন। আমরা বাস্তব জীবনে ঐ সকল আইন-কানুন পরিপালন করলাম কিনা, আল্লাহ্

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম কিনা, তাঁর ইবাদত কতটুকু করলাম ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্মানিত ফেরেশতাদের নিয়োগ করেছেন, যারা জানেন সবকিছু যা আমরা করে থাকি। এ সকল ফেরেশতাবৃন্দ একটি একটি করে গুনে গুনে সবকিছু লিখে রাখছেন যা আমরা করছি। যখন বিচার কায়েম হবে তখন ক্ষমা পাওয়া বিষয়গুলো ব্যতিত সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থাপিত হবে। আমাদের জীবনে আল্লাহর বিধান কতটুকু বাস্তবায়িত করেছি? না বাস্তব কাজের মাধ্যমে, মৌখিক ঘোষণার দ্বারা আল্লাহর আইন অস্বীকার করেছি, অমান্য করেছি তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে যাবে।

সুতরাং এ কত কঠিন সময়, কত কঠিন হিসাব। কোন মানুষ যদি সত্যিই ঐ বিচার দিনটি বিশ্বাস করে এবং ঐ দিনে তার জবাবদিহিতার বিষয়ে নিশ্চিত হয় তার পক্ষে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করা কোন অজুহাতেই সম্ভবপর নয়। বিচার দিবস এবং পরকালীন জবাবদিহিতা, হিসাব গ্রহণের বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনুল কারিমার বিভিন্ন স্থানে মানুষকে সতর্ক করেছেন।

"হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান রবের ব্যাপারে ধোকায় নিমজ্জিত করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে প্রকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন। কখ্খনো নয়। বরং (আসল কথা হলো) তোমরা পুরস্কারকে ও শাস্তিকে মিথ্যা মনে করছ। অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে এমন সম্মানিত লেখক যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানে।"

- সূরা ইনফিতার (৮২) ঃ ৬-১২

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মানুষের প্রবণতা, এর কারণ এবং সাবধান বাণী উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ্ পাক মানুষকে যে নিয়ামতসমূহ দিয়েছেন, মানুষের স্রষ্টাও যিনি, মানুষ সেই স্রষ্টার বিষয়ে তখনই ধোকায় নিমজ্জিত হতে পারে যখন সে পরকালে হিসাবের মুখোমুখি হওয়া এবং তার ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি থাকার বিষয়টিকে মিথ্যা মনে করে। কেননা কোন ব্যক্তি পরকালীন কঠিন শাস্তিকে বিশ্বাস করলে আল্লাহর বিষয়ে ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া তথা আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যারা আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করছে তাদের জানা থাকা আবশ্যক যে, তাদের প্রতিটি কাজই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এর দায় থেকে তারা পরকালীন কঠিন সময়ে মুক্তি পাবে না। তাদের আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার

www.pathagar.com

বিষয়গুলো সম্মানিত পরিদর্শকগণ নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন ও লিপিবদ্ধ করছেন, যা মহাবিচার দিবসে আল্লাহর আদালতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করা হবে। যারা পরকালের হিসাব নিকাশের বিষয়ে উদাসীন তাদের আরও জানা থাকা দরকার আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, জাহান্নামে যখন অগ্নি উদ্দীপিত হবে এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে সে কি নিয়ে এসেছে ?" – সূরা তাক্বভীর ঃ ১০–১৪

"যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।" – সূরা জ্বিন (৭২) ঃ ২৩

"আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার দিলে নিত্য জাগ্রত কুচিন্তাগুলো (ওয়াসঅসাগুলো) পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা হতে অধিক নিকটবর্তী। (আর আমাদের সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দুইজন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রত্যেকটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কোন শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্য একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ না থাকে।" – সূরা ক্বাফ (৫০) ঃ ১৬–১৮

আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট বাণী শ্রবণান্তে ব্যাখ্যার আর অবকাশই কোথায়? আমরা যখন অন্য কারো সাথে কথা বলি তখন সে আমাদের মুখের কথাটি জানে। কিন্তু আমরা কি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছি, আমাদের মনে কোন পরিকল্পনা লুক্কায়িত তা অপর ব্যক্তি জানে না। কিন্তু আল্লাহ্ যেমন জানেন আমাদের উচ্চারিত কথাগুলো তেমনি জানেন আমাদের অপ্রকাশিত চিন্তা, উদ্দেশ্য ও সকল পরিকল্পনা। অধিকন্তু তাঁর ত্রুটিহীন ব্যবস্থাপনায় রয়েছে আমাদের সকল কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক লিখক। তারা প্রতিনিয়ত লিখে যাচ্ছে আমাদের ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজগুলো। দুনিয়াকে লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে আমরা যে ভাল কাজগুলো করি, তা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় না, বরং যে সম্মান, মর্যাদা, ইবাদত প্রাপ্য ছিল শুধুই আল্লাহর, তা দুনিয়ার মানুষকে দেয়ার জন্য শিরকের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার সংখ্যাসমূহ নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে যা আল্লাহর বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। মানুষ আল্লাহর বিচারালয়ে যখন এ সব কিছু দেখবে সে তার কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না, অধিকন্তু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাত, পা, জিহ্বা) তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

কোন মানুষ যদি এ চরম সত্যসমূহ সুনিশ্চিতভাবে অবগত থাকে পূর্ণ আস্থাসহ বিশ্বাস করে তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয় আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করা।

www.pathagar.com

বিশেষ করে সুদের মতো একটি মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। অতএব সত্যিকার ইসলামী ব্যাংকিং করতে চাইলে উক্ত ব্যাংকের পরিচালক, নির্বাহী, কর্মকর্তা, অংশীদার, বিনিয়োগ গ্রহীতা, ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের মধ্যে পরকালের জবাবদিহিতার সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করতে হবে।

শরীয়ার ধারণা

ইসলামী ব্যাংকিং এর লেনদেনের পদ্ধতি এবং সুদের আবির্ভাবের কারণ ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী/কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে ইসলাম অনুসরণের পূর্ণ মানসিকতা তৈরীর পাশাপাশি তাদেরকে শরীয়ার পদ্ধতিসমূহ খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং যে সকল কারণে সুদের আবির্ভাব হয় তা-ও জানিয়ে দিতে হবে। সুদের লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলাফল কি তা এর মধ্যে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে, তাছাড়া এ সম্পর্কে মুসলমান মাত্রই জ্ঞান রাখে। এ সবকিছুর পরেও যদি কেউ নিজে শরীয়া পরিপন্থী লেনদেন করে নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিতে চায় তবে আর কিসে তাকে ফিরাতে পারে। এ হতভাগার স্থান যেখানে হওয়ার সেখানেই হয়ে যাবে।

ঈমানী চেতনা আর নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি তথা ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরীর মাধ্যমে শরীয়ার পরিপালন সিংহভাগ ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব। তথাপিও শয়তান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে অবিরত, তার প্ররোচনায় পড়ে তার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সুদের লেনদেনে জড়িয়ে পড়াও সবক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সুদের আবির্ভাবের ছিদ্র পথসমূহও বন্ধ করে দিতে হবে। ইসলাম যে সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ করে সে সকল বিষয় ঘটার ছিদ্র পথগুলোও বন্ধ করে দেয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কতগুলো পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকিং নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং যারা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যেন সুদের ছিদ্র পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্ণ হালাল ব্যতিত আর কিছুই প্রবেশ করতে না পারে। আমার বিবেচনায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুদের আগমন তিরোহিত করা যেতে পারে।

বাইমুয়াজ্জাল/বাই মুরাবাহা

- সচরাচর যে সকল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিতে হবে। উক্ত পণ্যসমূহের মূল উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নেয়া হবে এবং তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন কোয়ালিটির পণ্যের সর্বনিম্ন দর দাতাদেরকে তালিকাভুক্ত করে নিতে হবে এবং উক্ত পণ্যসমূহের তালিকা সংগ্রহ করা হবে।

www.pathagar.com

অতঃপর বিনিয়োগ গ্রহীতাগণ ব্যাংকের বিনিয়োগ নিতে আসলে তাদের কাছে উক্ত পণ্যের তালিকা এবং ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের সময় জানানো হবে। ক্রেতা উক্ত শর্তে পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হলে তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীদেরকে সরবরাহ অর্ডার দেয়া হবে। তারা পারস্পরিক আলোচনাপূর্বক সুবিধাজনক স্থানে পণ্য সরবরাহ করবেন।

- এ ক্ষেত্রে ব্যাংককে সর্বনিম্ন দরে সকল কোয়ালিটির পণ্য সরবরাহের উৎস নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রয়োজনে ক্রেতাকে পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শহর এলাকার শাখাসমূহের জন্য সরবরাহকারীদের তালিকা কেন্দ্রীয়ভাবে বা জোন ভাগ করে জোনের পক্ষ হতে করা যেতে পারে।
- ক্রেতারা ঐ সকল তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের যোগসাজশে পণ্য সরবরাহ নেয়ার পরিবর্তে যাতে নগদ অর্থ নিতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করতে হবে।
- বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয় মূল্য জানানো হবে না তবে মুরাবাহার ক্ষেত্রে জানানো হবে।
- জামানত সংক্রান্ত বর্তমান নিয়ম-নীতি অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
- যে ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত উৎস হতে পণ্য সরবরাহ সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে বাজার হতে পণ্য ক্রয় করে সরবরাহ করা যেতে পারে।
- প্রত্যেক শাখায় একজন ক্রয় কর্মকর্তা থাকবেন। তিনি সকল ক্রয় ও সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। বড় শাখায় কেবল এ কাজের জন্যই একজন কর্মী থাকতে পারে। ছোট শাখায় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবেও কাউকে এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

ক্রয় প্রতিনিধি

ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে ক্রেতাকেই প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগদানের প্রথা রহিত করা যেতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে অধিকাংশ সময় সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। তথাপিও যদি এ ব্যবস্থা বহাল রাখতে হয় তবে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

- ক্রেতা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা (যদি নিরাপদ হয়)।
- মালামাল গ্রহণ ও সরবরাহের কাগজী প্রমাণপত্র তৈরী করার পরিবর্তে ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক বাস্তবে মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর এবং

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে ব্যাংক কর্তৃক ক্রেতাকে সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ বিষয়টা একান্তই ঈমানদারীতার উপর নির্ভরশীল।

- ক্রেতার হিসাবে টাকা দেয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগ হিসাব ডেবিট করা এবং প্রফিট রিসিভেবল হিসাব ডেবিট করার ধারণা মোটেও সঠিক নয়। টাকা প্রদানের সময়ে ক্রয় প্রতিনিধির নামে 'আয়ের বিপরীতে অগ্রীম' শিরোনামে টাকা হস্তান্তর করতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে কোন মুনাফা যোগ করা হবে না। কেননা তখনো বিক্রয় সম্পন্ন হয়নি। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। প্রতিনিধি যখন মালামাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করবে তখন 'ক্রয়' শিরোনাম ডেবিট এবং 'ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম' শিরোনামকে ক্রেডিট করে পণ্য মওজুদ মালের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অতঃপর পণ্য যখন ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তখন একাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট করে উক্ত ক্রেতার নামে তা পাওনা হিসেবে দেখাবে এবং বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের পার্থক্যকে প্রফিট রিসিভেবল দেখানো যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত ধারণানুসারে টাকা হস্তান্তরের সাথে সাথে বিনিয়োগ হিসাব এবং প্রফিট রিসিভেবল হিসাব ডেবিট করা পরিত্যাগ করতে হবে।
- ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরের সময় সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য হস্তান্তরের জন্য তার কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত ক্রয় প্রতিনিধি পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হলে সময় অতিক্রান্তের পর মূল টাকা কোনরূপ অতিরিক্ত ছাড়াই ফেরৎ নিতে হবে। টালবাহানা পরিলক্ষিত হলে সময় ক্ষেপণ না করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন অবস্থায়ই কাল্পনিক কাগজের ভিত্তিতে বিনিয়োগ সৃষ্টি করা যাবে না।

এইচ পি এস এম [HPSM]

HPSM বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সম্পদটির মালিকানা বাস্তবে গ্রহণ করে নিবে এবং বাস্তবে ও বিশ্বাসগতভাবে বিনিয়োগ গ্রহীতা ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকবেন। এ জন্য উক্ত সম্পদকে ব্যাংকের হিসাব বহিতে স্থায়ী সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে এবং অবচয় লাভ-লোকসান হিসাবে চার্জ করা হবে।

বর্তমানে শহর এলাকায় আবাসন সমস্যা রয়েছে এবং ব্যবসাটিও বেশ মুনাফাদায়ক। বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মচারী দ্বারাই উৎপাদন, বিক্রয়, আদায় কাজ সমাধা করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইচ্ছে করলে উপযুক্ত লোক নিয়োগের মাধ্যমে এপার্টমেন্ট নির্মাণ এবং নির্মাণোত্তর নগদে বা কিস্তিতে বিক্রয় বা ভাড়া দিয়ে আয় উপার্জন করতে পারে।

www.pathagar.com

মুশারাকা

ব্যাংকের নিজস্ব দক্ষ, সৎ জনশক্তি এবং উদ্যোক্তার যৌথ পরিচালনায় অংশিদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালনা করা গেলে এর মাধ্যমে মুনাফার্জন সম্ভব হবে।

শর্ত সাপেক্ষে মুদারাবা

ব্যবসার পণ্য, স্থান, ক্ষেত্র, সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিয়ে মুদারিব নিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করা যেতে পারে। যদিও মুদারিবকে অর্থ নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবেই হস্তান্তর করতে হবে তথাপিও তার গতি বিধি পর্যালোচনায় লোক নিয়োগে কোন বাঁধা নেই। সুতরাং মুদারিব প্রযুক্ত সকল শর্তাদী পরিপালন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্য হতে যোগ্য, দক্ষ ও সৎ লোক নিযুক্ত করে মুদারিবের কাজ-কর্মকে সার্বক্ষণিকভাবে দৃষ্টির আওতায় নিয়ে আসা যায়। ফলে তার মধ্যে কখনো শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হওয়া শুরু করলে অনতিবিলম্বে তা অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। ফলে মুদারিব কর্তৃক কোন বিশ্বাসঘাতকতার ঝুঁকি থাকবে না। আর ব্যবসায়িক ঝুঁকি থাকাই স্বাভাবিক। তবে ভাল ক্ষেত্র বাছাই করে সাবধানতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা হলে মুনাফা অর্জন বহু গুনে বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাই সালাম

বাই সালাম পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে সম্পূর্ণ পৃথক কোন তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিভুক্ত হতে হবে এবং চুক্তির বিপরীতে নগদ জামানত বা উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া গেলেই কেবল বাই সালাম পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করে অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করা যাবে। বিক্রেতা উক্ত পণ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয় করে মূল্য ব্যাংককে পরিশোধ করবে – এ শর্তে বাই সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং পণ্যের বিক্রেতা চুক্তি অনুসারে পণ্য সরবরাহ করলে তার বিক্রয় এবং অর্থ আদায়ের জন্য বিক্রেতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না। এর জন্য পণ্যের ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করা যাবে। সে পণ্য ক্রয় না করলে উক্ত পণ্য তার পক্ষে বিক্রয় করে কোন অনাদায়ী অর্থ থাকলে তা নগদ জামানত বা সহযোগী জামানত বিক্রয় করে আদায় করা যাবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানী

বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানীর ক্ষেত্রে সুদের আবির্ভাবের প্রক্রিয়া আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে সুদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব এবং মুনাফার পরিমাণ বহুগুনে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

- আমদানী বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি বিভাগ থাকবে। উক্ত বিভাগের কাজ হবে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আমদানীতব্য দ্রব্য সামগ্রীর উৎসসমূহ তালিকাভুক্ত করা এবং সর্বনিম্ন দরে রপ্তানীকারকদেরকে তালিকাভুক্ত করে তাদের থেকে পণ্য আমদানীর জন্য যোগাযোগ রক্ষা করা।

- কোন ক্রেতা পণ্য আমদানী করতে আগ্রহী হলে যদি তার পণ্যটি তালিকাভুক্ত হয় তবে ব্যাংক কর্মকর্তা বর্তমান দর জেনে তার সাথে মুনাফা যোগ করে পণ্যটি কত দরে স্থানীয় ক্রেতাকে সরবরাহ করতে পারবে এবং মূল্য কতদিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তাদী জানাবেন। ক্রেতা ব্যাংকের শর্তে পণ্যটি ক্রয় করতে রাজি হলে ব্যাংক তার সাথে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবেন এবং উক্ত চুক্তির বিপরীতে নগদ জামানত গ্রহণ করে বা সহযোগী জামানত গ্রহণ করে নিজের নামে পণ্য আমদানী করবে এবং আমদানীপূর্বক নিজস্ব এজেন্ট এর মাধ্যমে পণ্য খালাস করে ক্রেতাকে সরবরাহ করবে। উক্ত পণ্য বাই মুয়াজ্জাল প্রক্রিয়ায় বিক্রয় করা হলে ক্রয়মূল্য জানানোর দরকার হয় না। তবে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হলে ক্রয়মূল্য জানাতে হয়। তবে ইসলামী ব্যাংক আমদানীকৃত পণ্য মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করে থাকে। ব্যাংক নিজস্ব ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সার্চ করে উৎস ও সর্বনিম্ন দরে নিজস্ব নামে এল সি খুলে পণ্য আমদানী করে ক্রেতাকে সরবরাহ করলে একদিকে সুদের আবির্ভাব থাকবে না অপরদিকে ব্যাংক একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে ও বহু ক্রেতার জন্য বেশী পরিমাণ পণ্য ক্রয় করার কারণে সর্বনিম্ন দরে ক্রয় করতে সক্ষম হবে। ফলে মুনাফাও বেশী হবে অথবা ক্রেতাকে অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য সরবরাহ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৯নং ধারা অনুসারে কোন ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে পণ্যের ব্যবসা করতে পারে না। তবে উপধারার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংককে এ নিয়মের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক অবাধে পণ্য আমদানী ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।

- আমদানী করার পর ক্রেতা পণ্য সরবরাহ গ্রহণ না করলে বা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ব্যাংক উক্ত পণ্যকে জামানত হিসেবে গ্রহণ করে তা বিক্রয় করে ব্যাংকের পাওনা আদায় করতে পারে। উক্ত পণ্য বিক্রয় করে প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা এবং নগদ জামানত দ্বারা পাওনা সমন্বয় না হলে সহযোগী জামানত বিক্রয় করে পাওনা আদায় করা যেতে পারে। ক্ষতিপূরণ আদায় এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। ক্রেতাকে সময় না দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য ও সহযোগী জামানত বিক্রয় করে দিলে স্বল্প মূল্য পাওয়ার কারণে ক্রেতার যে আর্থিক ক্ষতি হয় তাতেই তার যথেষ্ট শাস্তি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

- কোন ক্রেতা নিজস্ব নামে আমদানী করতে চাইলে এবং নিজস্ব নামে এল সি খুলতে চাইলে সে ক্যাশ এল সি খুলবে। এ ক্ষেত্রে সে এল সি খোলার প্রাক্কালে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করবে অথবা আংশিক এল সি খোলার সময় এবং অবশিষ্টাংশ পণ্য পৌঁছার পর খালাসের পূর্বে/বৈদেশিক মূল্য পরিশোধের প্রাক্কালে পরিশোধ করবে এবং উক্ত সময়ের জন্য জামানত প্রদান করবে। আমদানীকারক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ডক্যুমেন্ট বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বৈদেশিক মূল্য পরিশোধ করা হবে। এতে পূর্ণ মূল্য আদায় না হলে তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগী জামানত বিক্রয় করে অবশিষ্ট পাওনা আদায় করতে হবে। মনে রাখতে হবে Force MPI সৃষ্টি করা বা ক্ষতিপূরণ আরোপ করার নিয়ম রহিত করে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য স্বল্প মূল্যে বিক্রয় এবং সহযোগী জামানত স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ই ব্যাংকের জন্য অধিক সুবিধাজনক। ব্যাংকের আয় সন্দেহ মুক্ত হয় এবং গ্রাহকগণ ভবিষ্যতের জন্য অধিক সতর্ক হয়।

রপ্তানী বাণিজ্য

রপ্তানী বাণিজ্যে সুদের অনুপ্রবেশের বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি। রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে –

বাই সালাম

রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাই সালাম একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রায়ই দেখা যায় বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে আমদানীকারকের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য চুক্তি হয়। রপ্তানীকারকের অনুকূলেই এল সি থাকে। পণ্য রপ্তানীপূর্বক রপ্তানীকারক নিজের নামেই বিল করে এবং রপ্তানী পরবর্তী সময়ে নিজেরা বিল করে এবং উক্ত বিল আদায় করে গ্রাহকের হিসাবেই জমা করা হয়। আর জমা করার আগে ব্যাংক বাই সালাম পদ্ধতিতে বিতরণকৃত অর্থ নির্ধারিত হারে কথিত মুনাফাসহ কেটে রাখে। পদ্ধতিগত কারণে এ বিনিয়োগ হতে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সুদের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে ঃ

- গ্রাহক এল সি ব্যাংকের নামে স্থানান্তর করবে এবং ব্যাংক ও আমদানীকারকের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ফলে এখানে আমদানীকারক হবে ক্রেতা আর ব্যাংক হবে বিক্রেতা।

- ব্যাংক রপ্তানীকারকের সাথে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত মূল্যে উক্ত পণ্য সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করবে এবং উক্ত চুক্তির বিপরীতে বাই সালাম পদ্ধতিতে অগ্রীম হিসেবে মূল্য পরিশোধ করবে।

www.pathagar.com

- গ্রাহক নির্ধারিত তারিখে ব্যাংকের কাছে/ব্যাংকের প্রতিনিধির কাছে উক্ত মালামাল হস্তান্তর করবে। ব্যাংক/ব্যাংকের প্রতিনিধি উক্ত পণ্য পূর্বোক্ত এল সির বিপরীতে রপ্তানী করবে এবং ব্যাংকের নামে বিল প্রস্তুত করে পণ্যমূল্য আদায় করে সমুদয় টাকা নিজে রেখে দেবে। লাভ-লোকসান যা হবার তার সবটাই ব্যাংক পাবে। উৎপাদক আর কিছুই পাবে না।

- যে ক্ষেত্রে গ্রাহক পূর্ণ এল/সির মালামাল ব্যাংকের কাছে বিক্রয় না করে কিছু নিজে রপ্তানী করতে চায় সে ক্ষেত্রে এল সি পার্ট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উক্ত পণ্যের রপ্তানী ব্যাংক নিজে করবে এবং পূর্ব চুক্তি অনুসারে উৎপাদককে মূল্য পরিশোধ করবে। আদায়ান্তে আর কিছুই পরিশোধ বা আদায় করবে না। লাভ-লোকসান ব্যাংক নিজেই বহন করবে।

মুশারাকা

সুদের অনুপ্রবেশ রোধকল্পে মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

- কোন একটি নির্দিষ্ট অর্ডারে গ্রাহক ব্যাংককে লিখিত চুক্তির দ্বারা অংশীদার করে নিবে। উক্ত চুক্তিতে মুনাফার হার উল্লেখ থাকবে। ব্যাংক গ্রাহক মূলধনের অনুপাতে অথবা মুনাফা নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টনের শর্তারোপ করতে পারে।

- ব্যাংক কর্মকর্তা ও গ্রাহক উভয়ে যৌথভাবে হিসাব করে উক্ত অর্ডারের পণ্য উৎপাদন হতে রপ্তানী পর্যন্ত মোট ব্যয় হিসাব করবে।
- রপ্তানী আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা উক্ত অর্ডারের আয় হিসেবে গণ্য হবে।
- উক্ত আয় ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে বা মূলধন অনুপাতে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে।

- পূর্ব হতে মূলধনের উপর মুনাফার কোন হার নির্ধারণ করবে না। তবে ইচ্ছে করে মোট ব্যয় প্রক্কলন করে সম্ভাব্য রপ্তানী আয় হতে বাদ দিয়ে প্রক্কলিত মুনাফা কি পরিমাণ হতে পারে তার ধারণার ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টনের হার কম বেশী করে পূর্ব হতেই মুনাফা বণ্টনের অনুপাত স্থির করে নিতে পারে।

পি এস আই

প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্স এর ক্ষেত্রে অনেক ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে এবং উক্ত চার্জের মধ্যে আমানতকারীদেরকে প্রদেয় অর্থও যোগ করে। এটা মোটেও ঠিক নয়। প্রি-শিপমেন্ট ফিন্যান্স এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। আর

www.pathagar.com

যদি দিতেই হয় এবং তার উপর যদি সার্ভিস চার্জ নিতেই হয় তবে এর পরিমাণ হবে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যয়ের আনুপাতিক অংশ। অন্য খাতে বিনিয়োগ হতে মুনাফা বেশী করে এ স্বল্প মুনাফা নেয়ার ক্ষতি পূরণ করে নেয়া যেতে পারে। তবে এর সাথে শর্তযুক্ত করে নয়।

আর যদি এ খাত হতেই মুনাফা অর্জন করতে হয় তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

- ব্যাংক প্যাকিং সামগ্রী ক্রয় করে এ সাথে মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রয় করতে পারে।
- ব্যাংক [শ্রমিক নিয়োগ করে তাদেরকে দিয়ে] নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে গ্রাহকের নির্ধারিত কাজ করে দিতে পারে। ব্যাংক শ্রমিকের মজুরী তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করে দিবে আর তার গ্রাহকের কাছ হতে চুক্তিকৃত মজুরী নির্ধারিত সময় পরে আদায় করবে। শ্রমিককে প্রদত্ত অর্থ এবং মজুরী হিসেবে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পার্থক্য ব্যাংকের লাভ বা ক্ষতি হবে।

প্রত্যক্ষ ব্যবসায়িক প্রকল্প

বর্তমানে বহু বৃহদায়তনের ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং ক্ষুদ্রায়তনের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে অথচ এ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এর মালিক কাজ করতে পারে না। তাকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর নির্ভর করতে হয়। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান, গৃহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবহণ সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আধুনিক এম আই এস এর বদৌলতে সকল পর্যায়ের তথ্য নিজেদের নখদর্পনে নিয়ে আসছে এবং প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে, নিজস্ব মালিকানায় গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের মত বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করতে পারে এবং নিজস্ব নির্বাহী/কর্মকর্তাদের দ্বারা এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সফলতা যেখানে সর্বাধিক সেখানে মুত্তাকী ও দক্ষ লোকবল নিয়োগ করে লোকসান আসবে তা চিন্তা না করাই যুক্তিসঙ্গত। অতএব ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্প তৈরী করে এর মাধ্যমে হালাল উপার্জন নিশ্চিত করতে পারে।

উল্লেখ্য, ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ৯ ধারা অনুসারে কোন ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা করতে পারে না, তবে ইসলামী ব্যাংককে এ বাধ্যবাধকতার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অতএব ইসলামী ব্যাংক অবাধে প্রত্যক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হতে পারে। এতে আইনগত কোন জটিলতা নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হিসাব বিবরণী বা আর্থিক বিবরণী

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী ইসালামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঘোষণাকৃত নিয়ম ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হিসাব বিবরণীর ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতিটি অনেকটা সুদী ব্যাংকের অনুরূপ। ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ৩৮ ধারা মোতাবেক প্রথম তফসীলে স্থিতিপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবের একটি নমুনা (ফরম) দেয়া আছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইসলামী ব্যাংকসমূহও অন্যান্য সুদী ব্যাংকের মত একইরূপ হিসাব তৈরী করে। কেবলমাত্র সুদের পরিবর্তে মুনাফা, জমার পরিবর্তে আমানত, মুদারাবা জমা এবং ঋণ ও অগ্রীমের পরিবর্তে বিনিয়োগ শব্দের ব্যবহার করে থাকে। অথচ দুটি ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি, কর্মধারা সম্পূর্ণ আলাদা, তাছাড়া আইনেও উক্ত ফরম হুবহু অনুসরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপের পরিবর্তে প্রথম তফসীলের ফরম যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ৯নং ধারায় সুদী ব্যাংকসমূহের জন্য ধারা ৭ এর অধীন অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতীত উহাকে প্রদত্ত বা উহা কর্তৃক রক্ষিত জামানত আদায়ের ক্ষেত্র ছাড়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় ব্যবসা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অপরপক্ষে একই ধারায় ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী আইন কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক মালামাল বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ইসলামী ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করার অধিকার রাখে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা হলে উহার লেনদেন তফসীল ক- এ উল্লেখিত হুবহু ফরমে প্রকাশ করলে লেনদেনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হবে না।

এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের আর্থিক প্রতিবেদনের লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্ধৃত পত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। কেননা, বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হয় না। যেমন ঃ

আইএএস-৫ অনুসারে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, আয়-ব্যয়, দায়-সম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় এমন সকল তথ্য সন্নিবেশন করতে হবে।

কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ১৮১ (খ এবং গ) ধারা অনুসারে যে সকল কোম্পানী ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত হিসাব বহি সংরক্ষণ করা এবং সকল দায় এবং সম্পদের জন্য হিসাব বহি সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক

www.pathagar.com

এবং ধারা ২১৩ (৪ গ) অনুসারে কোম্পানীর উদ্ধৃত্ত পত্র হিসাব বহির সাথে মিল থাকা বাধ্যতামূলক।

- ইসলামী ব্যাংক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করে থাকে। বাই মুয়াজ্জাল, বাই মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় করে এবং উক্ত পণ্য সরবরাহ করার জন্য বাজার হতে পণ্য ক্রয় করে। এই ক্রয় ও বিক্রয়ের পার্থক্যই হয় ব্যাংকের মোট মুনাফা। তাছাড়া বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক তার গ্রাহকের কাছ থেকে অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় করে থাকে। পরবর্তীতে উক্ত পণ্য বিক্রয় করে থাকে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে, অথচ কোথাও ক্রয়-বিক্রয় হিসাব দেখানো হয় না, যদিও কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ১৮১ (খ এবং গ) ধারা এবং আই এ এস-৫ এবং বি এ এস-২ অনুসারে ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনের স্বচ্ছ চিত্র প্রদর্শনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করা উচিত।

ভাড়া/লিজ হিসাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহ স্থায়ী সম্পদ ভাড়ায় খাটিয়ে আয় অর্জন করে থাকে। সুতরাং ভাড়া খাতে আয়ের হিসাব থাকা উচিত। অথচ ভাড়ার হিসাব আর্থিক প্রতিবেদনে দেখানো হয় না।

- একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. চলতি সম্পদ ২. স্থায়ী সম্পদ। কোন সম্পদ কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে তা উক্ত সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যে সকল সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয় তা চলতি সম্পদ, অপরদিকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য বা উহা হতে দীর্ঘ মেয়াদে উপযোগিতা লাভের জন্য যে সম্পদ ক্রয় করা হয় তা স্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন ঃ যে প্রতিষ্ঠানটি বাস, ট্রাক বিক্রয় করে তার জন্য তার হাতে রক্ষিত সকল ট্রাক ও বাস চলতি সম্পদ অপরদিকে যে প্রতিষ্ঠান উহা পরিবহণের ব্যবসায় খাটিয়ে আয় করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তার কাছে এটা স্থায়ী সম্পদ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গৃহনির্মাণ, পরিবহণ, ভারী ও মাঝারি শিল্পের মেশিনারিজ ইত্যাদি অর্জন করে ভাড়ায় খাটিয়ে আয় উপার্জন করে থাকে। ভাড়ায় খাটানোর জন্য উক্ত সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা থাকা শর্ত। আর এ সকল সম্পদ হতে যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া প্রাপ্তির জন্য লিজ দেয়া হয় সেহেতু এ সকল সম্পদসমূহ ব্যাংকের স্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ ইসলামী ব্যাংকসমূহ স্থায়ী সম্পদের তালিকায় ব্যাংকের কাজে ব্যবহৃত সম্পদগুলোকেই প্রদর্শন করে। এমনকি আলাদাভাবেও ঐ সকল সম্পদের

www.pathagar.com

কোন তালিকা বা মূল্য প্রকাশ করে না। ঐ সকল সম্পদের মালিকানা ইসলামী ব্যাংক ধারণ করা সত্ত্বেও স্থায়ী সম্পদের তফসীলে অন্তর্ভুক্ত না করায় বা এর জন্য আলাদা কোন তফসীল প্রকাশ না করায় স্থিতিপত্রে প্রকৃত স্থায়ী সম্পদের স্বচ্ছ অবস্থা প্রতিফলিত হয় না।

- ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে কখনো কখনো কিছু পণ্য ক্রয়ের সাথে সাথেই উক্ত পণ্যের ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যায় না। স্বাভাবিক কারণেই উক্ত সময়ের জন্য উক্ত পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় থেকে যায়। এ সকল পণ্যসমূহ সমাপণী মজুদ পণ্য তথা চলতি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ ব্যাংকের হিসাব বিবরণীতে কোথাও সমাপণী মজুদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি মনে করা হয় সমাপণান্তে কোন মজুদ ছিল না তথাপিও হিসাবের উক্ত দফাটি উল্লেখ করে শূন্য ব্যালেন্স দেখানো উচিত। কেননা, অনেক পণ্যই এমন থাকে যা পূর্ণ একদিন ব্যাংকের মালিকানায় থেকে যায়। ফলে এ খাতে প্রায়ই ব্যালেন্স থাকে। বিশেষ করে আমদানীকৃত পণ্য প্রায়ই এক বা একাধিক দিনের জন্য ব্যাংকের মালিকানায় থাকে।

বিনিয়োগ আয়

কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ ব্যাংক কোম্পানী আইনের প্রথম তফসীলের লাভ-ক্ষতি হিসাবের ফরম মোতাবেক সুদ আয় দেখায় আর ইসলামী ব্যাংকসমূহ বলে বিনিয়োগ আয়। এই শব্দ দ্বারা ইসলামী ব্যাংকের আয়ের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় না। কেননা, এর সবটা প্রায়ই বিনিয়োগ হতে আসেনি। ব্যাংক মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে যদি পুঁজি বিনিয়োগ করে তবে তা হবে ব্যাংকের বিনিয়োগ। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি কোন মুনাফা অর্জন করে তবে তা হবে মোট মুনাফা। অপরদিকে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে যে ভাড়া পেয়ে থাকে তা হলো ভাড়া খাতে আয়। সুতরাং কনভেনশনাল ব্যাংকের অনুকরণে সকল আয়কে এক সাথে করে 'বিনিয়োগ হতে আয়' শিরোনামে দেখালে উক্ত আর্থিক বিবরণীতে লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃত প্রতিচ্ছবি এবং ব্যাংকের কার্যক্রমের পদ্ধতি হিসাবে প্রতিফলিত হবে না। তাছাড়া ব্যাংকের পুঁজির উৎসের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন ঃ ব্যাংকের উদ্যোক্তা বা শেয়ারধারক কর্তৃক সরবরাহকৃত পুঁজি বা নিজস্ব পুঁজি, মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদত্ত পুঁজি, ধার করা (চলতি হিসাব) পুঁজি। এখানে ব্যাংক নিজস্ব পুঁজি এবং ধার করা পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা বা ভাড়া পেয়ে থাকে তার সবটা ব্যাংকের অর্থাৎ শেয়ারধারকদের নিরঙ্কুশ অধিকার। অপরদিকে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদত্ত পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা, ভাড়া ব্যাংক অর্জন করেছে তার মধ্যে ব্যাংকের নিজের মুনাফা এবং পুঁজির মালিকের মুনাফা রয়েছে। যেহেতু পুঁজির মালিকের মুনাফা পূর্ববর্তী শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত অনুপাতে প্রদান করা

www.pathagar.com

শর্ত, তদপেক্ষা কম প্রদান করা হলে আত্মসাতের শামিল হবে এবং বেশী প্রদান করা হলে শেয়ার ধারকদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে সেহেতু মুদারাবার ভিত্তিতে প্রাপ্ত পুঁজি এবং উক্ত পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা হলো বা ভাড়া খাতে আয় হলো তার একটি স্বচ্ছ হিসাব থাকা উচিত। অথচ এ ধরনের কোন হিসাব বিবরণী দেখা যায় না।

এই বিনিয়োগ আয় হতে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত মুনাফা বাদ দিয়ে মোট পরিচালন আয় দেখানো হয়। এখানে ডিপোজিটর তথা মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে কিভাবে মুনাফা বণ্টন করা হল তার কোন বিবরণী দেখানো হয় না। অথচ পুঁজিদাতাদেরকে তাদের পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা হয়েছে তার একটা অংশ বণ্টন করা হয়। তারা কারবারের মোট মুনাফায় অংশীদার হয় না। আবার মুদারাবার পুঁজি খাটিয়ে যে মুনাফা হয় তা হতে সকল প্রকার ব্যয়ও নির্বাহ করা যায় না। আর তাই পুঁজির মালিকদের পুঁজি খাটিয়ে প্রাপ্ত আয় এবং তার বণ্টনের হিসাব থাকা উচিত।

বিনিয়োগ

কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের স্থিতিপত্রে ঋণ ও অগ্রীম শিরোনামে তাদের প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী/স্বল্প মেয়াদী ঋণ, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফট, বাট্টাকৃত ও ক্রীত বিল ইত্যাদি খাত/পদ্ধতিতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ দেখানো হয়। আর ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ/ইনভেষ্টমেন্ট শিরোনামে তাদের কর্তৃক বিভিন্ন খাত যেমন ঃ এইচ পি এস এম, বাই মুয়াজ্জাল, বাই মুরাবাহা, বাই সালাম, মুদারাবা, মুশারাকা খাতে বিতরণকৃত অর্থের পাওনার হিসাব উল্লেখ করে থাকে। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে বিশ্বাস ও ধারণা লালন করে এ হিসাব তার প্রতিফলন ঘটায় না। মুশারাকা ও মুদারাবার ভিত্তিতে যে অর্থ ব্যাংক বিনিয়োগ করে তা বিনিয়োগ শিরোনামে থাকবে। কিন্তু –

- বাই মুয়াজ্জাল খাতে যা বাকীতে বিক্রয় করা হয় তা বিনিয়োগ নয় বরং তা হলো বিক্রয়। মূল্য অপরিশোধিত থাকা পর্যন্ত তাকে বিনিয়োগ বলা চলে না। তাকে দেনাদার বা একাউন্টস্ রিসিভেবল শিরোনামে দেখানো যেতে পারে।

- বাই মুরাবাহা খাতে যে অর্থ পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় করা হয় যদি ইতিমধ্যে উক্ত পণ্যের মালিকানা ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়ে থাকে তবে তাও বাই মুয়াজ্জালের মত দেনাদার বা একাউন্টস্ রিসিভেবল শিরোনামে দেখাতে হবে। আর যদি উক্ত পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত না হয়ে থাকে তবে তা মজুদ মাল হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

www.pathagar.com

- বাই সালাম শিরোনামে যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তা মূলতঃ পণ্যক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রীম। সুতরাং পণ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে বিনিয়োগ বলা চলে না। বরং তা হলো ক্রয়তব্য পণ্যের বিপরীতে অগ্রীম। এই শিরোনামেই তা প্রদর্শিত হওয়া উচিত।
- HPSM মুডে যে অর্থ বিতরণ করা হয় তা দিয়ে ব্যাংক মূলতঃ ভাড়ায় খাটানোর উদ্দেশ্যে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে। সুতরাং তাকে বিনিয়োগ না বলে স্থায়ী সম্পদ হিসেবে উদ্বৃতপত্রে দেখানো যেতে পারে। এ খাতে প্রদত্ত অর্থ হবে উক্ত সম্পদটির বুক ভেল্যু। যে পরিমাণ/অংশ প্রতি মাস/বছরে বিক্রয় হবে তা Book value থেকে আনুপাতিক হারে বাদ দিয়ে স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সম্পদের মূল্য প্রদর্শিত হতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আর্থিক প্রতিবেদনে এ সবগুলো হিসাবের উদ্বৃত্তকে 'বিনিয়োগ' শিরোনামে প্রদর্শন করে। ফলে উক্ত ব্যাংকের ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে লেনদেনের সঠিক চিত্র হিসাবে প্রতিফলিত হয় না।

- ক্যাশ-ফ্লো স্ট্যাটমেন্ট বা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে HPSM বিনিয়োগসমূহ অপারেটিং একটিভিটির মধ্যে দেখানো হয়। অথচ এটি একটি স্থায়ী সম্পদ। আর স্থায়ী সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় ইনভেষ্টিং একটিভিটির আওতায় দেখাতে হয়। সুতরাং প্রদর্শিত নগদ প্রবাহ বিবরণী ভুল হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এক খাতের লেনদেন অন্য খাতে দেখানো হয় যা মিথ্যার পর্যায়ে পরে অথবা যদি লেনদেনটি উক্ত বিবরণী অনুসারে সঠিক হয়ে থাকে তবে ভাড়া খাতে আয়ের দাবীটি সঠিক নয়। কেননা, তা স্থায়ী সম্পদ না হয়ে থাকলে তার উপর ভাড়া নেয়া যায় না।

হিসাব বহিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ হিসাবের যে সকল বহি সংরক্ষণ করে তার অনেকগুলোই ব্যাংকের ঘোষণা মোতাবেক কার্যক্রম, লেনদেনের প্রকৃতি/বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণ হিসেবে HPSM এর জন্য রক্ষিত হিসাবের বহির উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত বহিতে গ্রাহকের নামে একটি হিসাব খোলা হয়। গ্রাহকের কাছে যে সম্পদটি ভাড়ায় খাটানো হয় তার ক্রয়মূল্য এবং প্রাপ্য ভাড়া গ্রাহকের নামে গ্রাহকের দায় হিসাবে দেখানো হয়। অথচ ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণা মোতাবেক উক্ত সম্পদের উপর ব্যাংক ভাড়া পায় এবং সম্পদটি ব্যাংকের মালিকানায় থাকে। যেহেতু সম্পদটি ব্যাংকের মালিকানায় থাকে সেহেতু উক্ত সম্পদের মূল্যের জন্য গ্রাহকের দায় সৃষ্টি হতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ান্তে গ্রাহকের কাছে যে পরিমাণ ভাড়া পাওনা হবে তা এবং চুক্তি অনুসারে ঐ সময়ে

www.pathagar.com

গ্রাহক সম্পদের যে অংশ ক্রয় করে নিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ঐটুকু সম্পদের মালিকানা স্থানান্তর এবং গ্রাহকের নামে তার দায় সৃষ্টি করা যেতে পারে। সম্পদটি ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহকের মালিকানায় থাকলে ভাড়া আদায় সম্ভব নয়। কেননা, তখন সম্পদের মূল্য পরিমাণ গ্রাহকের ঋণ সৃষ্টি হবে। ঋণের উপর ভাড়া আসে না, আসে সুদ। অপরদিকে ব্যাংকের মালিকানায় সম্পদ রেখে উক্ত সম্পদের বিপরীতে গ্রাহকের নামে দায়ও সৃষ্টি হতে পারে না।

তবে গ্রাহকের কাছে কোন সম্পদ কি পরিমাণ রয়েছে এবং তার Book value কত তার একটি তফসীল সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যেখানে উক্ত সম্পদের বিবরণ এবং তার Book value উল্লেখ থাকবে। গ্রাহক সম্পদের মূল্যের যে অংশ পরিশোধ করবে Book value হতে তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ব্যাংকসমূহ সম্পদ এবং তার মূল্য বা Book value প্রদর্শনের পরিবর্তে বিনিয়োগকৃত অর্থকে প্রিন্সিপাল এবং তার উপর অর্জিত পাওনাকে রেন্ট হিসেবে প্রদর্শন করে। মনে রাখতে হবে এ পদ্ধতিটি ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণা (Concept) ও বিশ্বাসের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ক্ষতিপূরণ বা কম্পেনসেশন

আল্লাহ্ যে সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন তার প্রকৃতিটা হল এরকম যে, সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উপর গ্রহীতার দায় বৃদ্ধি ঘটে। তা সে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ করার কারণে কি না তা ধর্তব্য নয়। জাহিলিয়াতের যুগে কোন একটি পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রয় করা হত, উক্ত সময়ান্তে মূল্য পরিশোধিত না হলে তার মূল্য ও পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দিত। এভাবে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রহীতার দায় বৃদ্ধি পেত এবং এক সময় ক্ষুদ্র একটি ঋণ বোঝায় পরিণত হত যার ভারে সে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। ইসলাম এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিকে সুদ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেনাদারদের নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পাওনা আদায় না হলে প্রাপ্য অর্থের উপর অনাদায় পর্যন্ত সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ চার্জ করে। উক্ত ক্ষতিপূরণ যদিও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, গ্রাহকের জন্য একটা বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শোনা যাচ্ছে কোন কোন ব্যাংক উক্ত ক্ষতিপূরণও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছে। এই ক্ষতিপূরণ আরোপের কারণে কার্যত সুদভিত্তিক ঋণ ও ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনের মধ্যকার পার্থক্য অনেকটাই কমে যায়। অবশ্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাস্তবতার নিরিখে তা এড়াতেও পারছে না এ কারণে যে, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকলে অনেক গ্রাহক একবার বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদেও পরিশোধের ধারে কাছে আসবে

www.pathagar.com

না। ফলে ব্যাংক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তাই গ্রাহককে এহেন নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ হতে বিরত রাখার জন্যই এই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হয়।

আমি মনে করি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা প্রয়োগের বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেও এ ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যেতে পারে। যেমন ঃ

- বিনিয়োগ সৃষ্টির পূর্বে বিনিয়োগ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল করে পর্যালোচনা করে যথাযথ জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে বিনিয়োগ বিতরণ করতে হবে। যদি বিনিয়োগ গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে পাওনা পরিশোধ না করে তবে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কোন কাল বিলম্ব না করে জামানত বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাজারে যে দামই পাওয়া যায় সে দামেই জামানত বিক্রয় করে দিতে হবে। জামানত বিক্রয় দ্বারা সমুদয় টাকা আদায় না হলে অবশিষ্ট টাকার জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রহীতার পাওনা পরিশোধ না করার প্রবণতা গোপনীয় প্রতিবেদন আকারে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দিতে হবে। ফলে ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করার শাস্তি এমনিতেই গ্রহীতা পেয়ে যাবে। কারণ, সে স্বল্প মূল্যে জামানত হিসেবে প্রদত্ত সম্পদ হারাবে এবং ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বোঝা বয়ে বেড়াবে। ফলে ব্যাংকের ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং কোন গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করবে না। মনে রাখতে হবে যেখানে চুরির অপরাধে হাত কাটার আইন প্রকৃতপক্ষে বলবৎ আছে সেখানে কারোরই হাত কাটতে হয় না। কারণ হাত কাটার ভয়ে কেউ চুরি করে না।

পুনঃতফসীল কোন বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। গ্রাহকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে বা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কোন পাওনা পরিশোধ করতে বিলম্ব করলে এটা একটা জুলুম। তাদেরকে পুনরায় সময় দিলে এরা ব্যাংকের জন্য ক্ষতিজনক হয়ে বসে। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দায়িত্বহীনতা এবং আমানতদারিতার খেলাফ। অপরদিকে ব্যবস্থা নিলে উক্ত লেনদেনে যেমন ব্যাংকের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায় তেমনি অন্যান্য গ্রহীতারাও সতর্ক হয়ে যায়।

সুতরাং ক্ষতিপূরণ প্রথা রহিত করে আদায়ের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম প্রযুক্ত করা যেতে পারে।

পক্ষান্তরে, যদি কোন গ্রহীতা প্রকৃতপক্ষেই এমন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে যে কোন উৎস হতেই উক্ত পাওনা মেয়াদের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কোনরূপ ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন নামে অতিরিক্ত চার্জ না করে পুনঃতফসীল বা সময় বর্ধিত করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জামানত সর্বোচ্চ দামে বিক্রয় করে হিসাব সমন্বয় করা যেতে পারে।

রিবেট

কোন পাওনাদার তার দেনাদারের পাওনার অংশ বিশেষ ক্ষমা করে দিতে পারে। এতে শরীয়ার কোন বাধা নেই। বরং পাওনা ছেড়ে দেয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে দেনাদার রিবেট পাওয়ার জন্য দাবী করার অধিকারী নয়। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেমনি দিন গুনে গুনে রিবেট দেয়ার নিয়মের প্রচলন করেছে তাতে বিনিয়োগ গ্রহীতারা মনে করেছে ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত মুনাফা সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় এবং আগে পরিশোধের কারণে রিবেট পাওয়া তার অধিকার। এই প্রথাটি ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যদি বিনিয়োগ গ্রহীতাদেরকে তাড়াতাড়ি মূল্য পরিশোধে উৎসাহিত করতে চায় তবে এভাবে দিন গুনে গুনে হিসাব করে রিবেট দেয়ার পরিবর্তে লাম ছাম টাকা কম নিতে পারে। কিন্তু দিন গুনে গুনে টাকা নেয়ার প্রচলন বন্ধ করা উচিত।

www.pathagar.com

হিসাব বিবরণী সম্পর্কে প্রস্তাবনা

"হিসাব বিবরণী বা আর্থিক বিবরণী যে কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন, ব্যবসায়িক কার্যক্রম, ব্যবসার প্রকৃতি ও আর্থিক অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি।"

প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন সাধারণ শেয়ার ধারক, পাওনাদার, দেনাদার, বিনিয়োগকারী, আমানতকারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান আর্থিক বিবরণী হতে কারবার সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করতে চায়। সুতরাং এ বিবরণীটি এমনভাবে তৈরী করা উচিত যাতে আর্থিক বিবরণীর ব্যবহারকারীগণ উক্ত আর্থিক বিবরণী হতে সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ এমন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এর জন্য হিসাব বিবরণীতে সত্য সঠিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ, ব্যবসায়িক ফলাফল ও বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। কোন প্রতিষ্ঠান মূলতঃ যে নেচারের ব্যবসা করে হিসাব পদ্ধতি তার সাথে মিল থাকতে হবে। অন্যথায় হিস্নাব হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেহেতু কনভেনশনাল ব্যাংকের সাধারণ সেবার অনুরূপ সেবা দেয়া ছাড়াও 'ঋণ ও অগ্রীম' হিসাবে ঋণ দেয়ার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয়, স্থায়ী সম্পদ ভাড়ায় খাটানো এবং মুদারাবা/ মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় অর্জন করে থাকে সেহেতু ইসলামী ব্যাংকসমূহের কাজকর্মে কনভেনশনাল ব্যাংকের কাজকর্ম হতে ভিন্নতা রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেন, কারবারের ফলাফল, ও আর্থিক অবস্থার চিত্র সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে হলে তার আর্থিক বিবরণী কনভেনশনাল ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী হতে ভিন্ন হবে। ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর ৯ ধারায়ও ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্যতিক্রম কার্যাদীর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ উক্ত ধারায় কনভেনশনাল ব্যাংকের জন্য ধারা ৭ এর অধীন অনুমোদিত ব্যবসা ব্যতীত, কোন ব্যাংক কোম্পানী, উহাকে প্রদত্ত বা উহা কর্তৃক রক্ষিত জামানত আদায়ের ক্ষেত্র ছাড়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় ব্যবসা করতে পারে না এবং আদায় বা কারবারের জন্য প্রাপ্ত বিনিময় বিল সংক্রান্ত কারণ ব্যতীত, অন্যের জন্য কোন ব্যবসায় বা কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ে লিপ্ত হতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মালামাল বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

সুতরাং ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক এ সকল ব্যবসাসমূহ নির্বিঘ্নে করতে পারে। তাছাড়া ব্যাংক কোম্পানী আইনের প্রথম তফসীলে উল্লেখিত ফরম এর হুবহু অনুসরণের পরিবর্তে এ সকল লেনদেনসমূহ প্রদর্শন করেও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব। কেননা উক্ত আইনের ৩৮ ধারায় উক্ত ফরম হুবহু অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

অতএব ইসলামী ব্যাংকসমূহকে ব্যাংক কোম্পানী আইনের প্রথম তফসীলের ফরম যতদূর সম্ভব অনুসরণ করে এমনভাবে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে যাতে এর কার্যপদ্ধতি ও কার্যক্রম এবং লেনদেনসমূহের সঠিক, বাস্তব ও ন্যায়সঙ্গত অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ১৯৯১ এর প্রথম তফসীল অনুসারে নিম্নোক্তভাবে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা যায়।

www.pathagar.com

X Bank Ltd.
Balance Sheet
as on-31 Dec-200x

Property & Assets	Notes	Current Yeat	Previous Year
Cash Cash in hand (including foreign courancy) Balance with Bangladesh Bank and Sonali Bank (including foreign currencies)			
Balance with other Bank and Financial Institute In Bangladesh Outside Bangladesh.			
Money at Call & Short Notice		Nil	Nil
Investment in shares			
Governments			
Others.			
Accounts Receivable	01		
Advance against purchases Bill purchased	02		
Fixed Assets 1.For own use–including premises, furniture & fixture 2. For lease and sale	03		
Other Assets			
Non Banking assets.			
Total Assets.			

www.pathagar.com

Liabilities and Capital	Notes	Current Yeat	Previous Year
Liabilities: Borrowing from other Banks, Financial institutions and agents.			
Deposit and other Accounts : Alwadia current Deposit and other Accounts (Aria) Mudaraba Accounts	04		
Savings.			
Term.			
Special.			
Mudaraba Bonds.			
Other liabilities.			
Accounts payable			
Advance against sales	05		
Total liabilities.			
Capital/Share holder's equity.			
Paid-up capital			
Statutory Reserve			
Other Reserves			
Profit & Loss A/C			
Total Share holders equity :			
Total liabilities & share holder equity.			

www.pathagar.com

OFF Balance Sheet items.	Notes	Current Yeat	Previous Year
Contingent liabilities			
Acceptance and endorsement.			
Letters of Guarantee.			
Letters of credit.			
Bills for collection.			
Other contingent liabilities			
Total			
Other Commitments :			
Documentary credits and other Short term trade related transaction.			
Forward Assets purchased and forward deposit placed.			
Undraw Note issuance and revolving underwriting facilities.			
Undraw formal standing facilities, Credit lines and other commitments.			
Total Off Balance Sheet items.			

www.pathagar.com

X Bank Ltd.

Profit & Loss Accounts.

For the year ended on December 31,200x

Particulars	Notes	Current Yeat	Previous Year
Gross trading profit	06		
Profit from Mudaraba	07		
Rental income	08		
Commission, Exchange, Brokerage Other operating income.			
Total operating income :			
Profit on sales of Assets			
Total income :			
Salaries and allowance & cont. to PF.			
Agents Commission.			
Rent taxes, insurance, lighting etc.			
Printing & stationary and advertisement.			
Portage, telephone and stamp.			
Legal fees.			
Audit fees.			
Salary & Allowance to MD/CEO Director's fees & expenses. Sharia member's fees & expenses.			
Repair & maintenance.			
Depreciation on the assets used by the Bank.			
Depreciation on the leased assets.			
Loss on sales of assets.			
Other expenses.			
Total operating expenses.			

www.pathagar.com

Provision against accounts receivable			
Provision against loss on leased assets.			
Other provision			
Profit/(Loss) before tax. & provisions			
Provision for Taxation.			
Net Profit / (Loss) after tax.			
Retained earnings bought forward.			
Appropriation.			
Statutory Reserve.			
General reserve.			
Retained Earnings			
Earning per share (EPS)			

Note No : 9
Trading A/C

Particulars	Amount
Sales (A)	
Opening stock	
Add : purchases	
Purchase related exp.	
Goods available for sales.	
Closings stock	
Cost of sales. (B)	
Gross profit (transferred to P/L A/C) [A-B]	

www.pathagar.com

নোট-১০

যখন মুদারাবা ফাণ্ড আলাদা রেখে পৃথক ব্যবসায় খাটানো সম্ভব হয়।

Mudaraba Trading A/C

Particulars	Amount
Sales (A)	
Opening stock (if any)	
Purchase	
Purchase related exp.	
Goods available for sale.	
Less : closing stock (if any)	
Add : Sales related exp.	
Total cost of sales (B)	
Profit (A-B)	
Distribution of profit : 1.Mudaraba A/C say ½(as agreed)	
2.Profit & loss A/C say ½(as agreed)	

নোট-১১

যখন মুদারাবার ফাণ্ড পৃথক রাখার পরিবর্তে মুদারিবের নিজস্ব পূঁজি ও ধার পূঁজি করা পুঁজির সাথে একত্র করে রাখা হয়।

Trading A/C

Particulars	Amount
Sales (A)	
Opening stock	
Purchases	
Purchase related exp.	
Goods available for sale	
less : closing stock	
Cost of sales	
add : sales related exp.	
Cost of sales (B)	

www.pathagar.com

Trading profit (A-B)	
Distribution of profit	
Profit & loss A/C (for Banks Fund) Say 20% of total fund.	
Mudaraba Fund (for mudaraba fund) (Say 80% of total fund.)	
Distribution of mudaraba profit Profit & loss A/C say ½(as agreed)	
Mudaraba A/C say ½(as agreed)	

নোট

হিসাব সংক্রান্ত প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হল কেবলমাত্র ঐ সকল বিষয়েই নোট প্রদান করা হল। অন্যান্য বিষয়সমূহ বর্তমানে অনুসৃত নিয়মের অনুরূপ হতে পারে।

নোট -১

Accounts Receivable

আমরা উল্লেখ করেছি ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাই মুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা মুডে বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে। সেহেতু বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অর্থ Accounts Receivable হিসেবে দেখাতে হবে। এর জন্য যে ভাউচার করতে হবে তা হলো –

Accounts Receivable A/C	Dr. 25,000	
Mr.X Tk 15000		
Mr.Y Tk 10000		
Sales		Cr. 25,000

অর্থাৎ দিনের মোট বিক্রয় দ্বারা Sales শিরোনামকে Cr. এবং Accounts Receivable (Controle ledger) কে Dr. এবং Subsidiary ledger এ প্রত্যেক গ্রহীতার ব্যক্তিগত হিসাবকে Dr. করতে হবে। এর জন্য হিসাব বহির নমুনা হবে –

www.pathagar.com

Accounts Receivable

প্রত্যেক গ্রহীতার নামে subsidiary ledger সংরক্ষণ করা হবে। সপ্তাহ/মাস/বছর শেষে রেওয়ামিল করার সময় উক্ত ledger balance যোগ করে মোট Accounts Receivable এর উদ্বৃত্তের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে (অবশ্য কম্পিটারাইজড হিসাবে এ কাজসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পন্ন হয়)। হিসাব খুব বেশী দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে দেনাদারদের তালিকা প্রকাশ করা যেত। তবে ইচ্ছে করলে বড় বড় দেনাদারদের তালিকা প্রকাশ করে তার সাথে ছোট দেনাদারদেরকে এক সাথে করে অন্যান্য দেনাদার বা '০০০০০' এর নিচে দেনাদারবৃন্দ হিসেবে তাদের টাকা যোগ করে মোট দেনাদারের তফসীল সংযুক্ত করা যেতে পারে।

নোট-২

ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম (Advance against purchases)

বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংকসমূহ পণ্য ক্রয়ের জন্য বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট নমুনার ও পরিমাণের পণ্য সরবরাহের চুক্তির বিপরীতে অগ্রীম মূল্য পরিশোধ করে। উক্ত চুক্তির ও অগ্রীমের বিপরীতে বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করবে। ব্যাংক উক্ত পণ্য তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করে মুনাফার্জন করবে। সুতরাং যতক্ষণ ব্যাংক উক্ত পণ্য বিক্রয় না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবতঃ কোন মুনাফা হচ্ছে না। সুতরাং উক্ত পরিশোধিত টাকার সাথে বর্ধিত কোন অংশ যুক্ত না করে কেবলমাত্র পরিশোধিত অর্থকে 'ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম' হিসাবে দেখাতে হবে। উক্ত অগ্রীমের বিপরীতে পণ্য প্রাপ্তির পর তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের পূর্বে ক্রয়মূল্য বা বাজার মূল্য যা কম সেই মূল্যে মওজুদ পণ্য (Inventory) হিসেবে দেখাতে হবে আর এর বিপরীতে বিক্রয় চুক্তি থাকলে চুক্তিকৃত দরে মূল্যায়ন করে মওজুদ হিসেবে দেখানো যেতে পারে। যখন ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে তখন তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক কোন কোন পণ্য ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাহককেই ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। গ্রাহক টাকা প্রাপ্তির দু/চার দিন পর মাল ক্রয় করে ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে পুনরায় ব্যাংক থেকে উক্ত পণ্য গ্রহণ করে নেয়। অথচ ব্যাংক যখনই টাকা পরিশোধ করে তখনই ইনভেস্টমেন্ট একাউন্ট ডেবিট করে টাকা দেয় ও প্রফিট রিসিভেবল ডেবিট করে। অথচ তখনও গ্রাহক ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে টাকা বহন করে এবং পণ্য বুঝে পায়নি।

ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হলে হিসাব পদ্ধতি হবে এ রকম যে, টাকা প্রদানকালে ব্যাংক ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম (Advance against purchases) দফা উক্ত

www.pathagar.com

প্রতিনিধির নামে ডেবিট করে টাকা দিয়ে দিবে। যখন পণ্য পাওয়া যাবে তখন ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম খাতকে ক্রেডিট করে ক্রয় (Purchase) হিসাবকে ডেবিট করবে। অতঃপর গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরকালে গ্রাহকের নামে Accounts Receivable কে Dr. বিক্রয় (Sale) কে ক্রেডিট করতে হবে।

সুতরাং ব্যাংক পণ্য বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত ক্রয় প্রতিনিধিকে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা বিনিয়োগ হিসাব (Investment) ডেবিট করার পরিবর্তে ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম হিসেবে রাখবে এবং প্রফিট রিসিভেবল ডেবিট করবে না।

নোট-৩
স্থায়ী সম্পদ

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ স্থায়ী সম্পদ বলতে কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যবহৃত সম্পদকেই হিসাবে প্রদর্শন করে। কিন্তু HP/HPSM পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ দিয়ে থাকে ব্যাংক ঐ সকল সম্পদের অংশ বিশেষ ক্রয় করে তার মালিকনা স্বত্ব লাভ করে উক্ত সম্পদ ভাড়ায় খাটায়। অধিকন্তু নিজের অংশ মূল্য পরিশোধের শর্তে ভাড়ায় গ্রহণকারীর নিকট কিস্তিতে বিক্রয়ের চুক্তি করে। যখন উক্ত সম্পদের আংশিক মালিক যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে ব্যাংক তাকে ততটুকু পরিমাণ মালিকানা হস্তান্তর করে। সুতরাং অবশিষ্ট সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা স্বত্ব থেকে যায়। যেহেতু এটাকে ভাড়ায় খাটানো হয় সেহেতু তা চলতি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হবে স্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাই এ সকল সম্পদকেও ব্যাংকের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে স্থায়ী সম্পদের তফসীলভুক্ত করতে হবে। অবশ্য ব্যাংক প্রয়োজনে তার নিজস্ব ব্যবহৃত সম্পদের জন্য একটি তফসীল এবং ভাড়ায় খাটানো সম্পদের জন্য অন্য একটি তফসীল অর্থাৎ দুটি তফসীল প্রকাশ করতে পারে। এরূপ করা না হলে ব্যাংক HPSM পদ্ধতিতে সম্পদ ক্রয় ও তার মালিকানা স্বত্ব ধারণ এবং ভাড়ায় খাটানোর যে ঘোষণা দিয়ে থাকে তা ব্যাংকের হিসাব বিবরণীতে প্রতিফলিত হবে না। মনে রাখতে হবে এই ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও বাস্তবতা যদি উক্ত সম্পদে ব্যাংকের মালিকানা থাকা ও ভাড়ায় খাটানোর পরিবর্তে এরূপ হয় যে, বিনিয়োগ গ্রহীতাই উক্ত সম্পদের মালিক এবং তার সম্পদের উন্নয়ন বা নির্মাণের জন্য ব্যাংক অর্থায়ন করেছে আর উক্ত দায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে তবে তা সুদে পরিণত হবে। অর্থাৎ উক্ত সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা স্বত্ব বাস্তবে ও বিশ্বাসগতভাবে না থাকলে প্রাপ্ত অতিরিক্ত হবে সুদ। সুতরাং সম্পদসমূহের তফসীল হিসাব বিবরণীর অন্ত র্ভুক্ত করে তার মালিকানা প্রতিফলিত করা উচিত।

www.pathagar.com

নোট-৪

মুদারাবা হিসাব

মুদারাবা হিসাব নামে এক বা ধরন অনুসারে একাধিক হিসাব থাকতে হবে। পুঁজির মালিক মুদারিবকে ব্যবসা করার জন্য পুঁজি অর্পণ করে। মুদারিবের হাতে যখন পুঁজি নগদে থাকে তখন উক্ত নগদ টাকার মালিক থাকে পুঁজির মালিক। যখন উক্ত পুঁজি দ্বারা পণ্য ক্রয় করা হয় তখন পণ্য ক্রয়ের কারণে এর যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে সেই বর্ধিত অংশের মধ্যে পুঁজির মালিকের সাথে মুদারিবের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয় আর মূল পুঁজির মূল্যমানের পণ্যের মালিকানা পুঁজির মালিকের অধীনে থাকে। যখন বাকীতে উক্ত পণ্য বিক্রয় করা হয় তখন উক্ত পণ্যের ক্রেতা মুদারিব থেকে পণ্য ক্রয় করলেও পুঁজির মালিকের দেনাদার হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত টাকা আদায় না হলে উক্ত দায়িত্ব পুঁজির মালিককেই বহন করতে হয়। অর্থাৎ পুঁজির মালিক মুদারিবের কাছে পুঁজি প্রত্যার্পণের পর থেকে উক্ত পুঁজি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন পুঁজির অতিরিক্ত অংশ (মুনাফা) বাদ দিয়ে মূল পুঁজি পর্যন্ত মালিকানা ও দায় পুঁজির মালিকের সাথে এককভাবে সংলিপ্ত থাকবে। কোন কারণে যদি মুদারিব মুদারাবার পণ্যের সাথে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করে যার কারণে উক্ত পণ্যের এমন কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় না যার ফলে উক্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ নিশ্চিত হয় তবে উক্ত ব্যয় মুদারিবের স্বেচ্ছা ব্যয়/স্বেচ্ছাদান হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য পুঁজিদাতা দায় বহন করবে না। তবে যদি এমন কোন ব্যয় করা হয় যে, যার কারণে উক্ত পণ্যের উৎকর্ষ এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যার কারণে পৃথকযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তবে উক্ত ব্যয়ের জন্য মুদারিব উক্ত পণ্যে পুঁজিদাতার শরীকদার হবে। আর মুদারিব এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জামিন বা দায় বহনকারী হবে না। সুতরাং উক্ত পণ্য বিক্রয় করে যে আয় পাওয়া যাবে তার মধ্য হতে মুদারিব নিজস্ব পুঁজি ব্যয়ের কারণে যে অতিরিক্ত মূল্য পাওয়া যাবে তা মুদারিব পাবে আর অবশিষ্ট অংশের মূল অর্থ পুঁজিদাতার আর মুনাফার অংশ হবে উভয়ের।

সুতরাং মুদারাবার ভিত্তিতে যে পুঁজি পাওয়া যায় তা মুদারিবের পুঁজির সাথে মিশ্রিত না করে পৃথকভাবে বিনিয়োগ করাই উত্তম। কেননা এতে হিসাবের স্বচ্ছতা থাকে। পুঁজিদাতার পুঁজির বিপরীতে যে সম্পদ বা পাওনা থাকে তার উপর পুঁজিদাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদারাবার পুঁজি পৃথক রাখার স্বার্থে শাখাভিত্তিক বা গ্রাহকভিত্তিক বিনিয়োগ ভাগ করা যেতে পারে।

নোট-৫

বিক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম

ব্যাংক প্রায়ই গ্রাহককে LC এর মাধ্যমে পণ্য আমদানী বা স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে এম পি আই/মুরাবাহা মুডে বিক্রয় করে। এরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে LC খোলার

www.pathagar.com

প্রাক্কালে মার্জিন নামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা গ্রহণ করে যা Sundry deposit এ সংরক্ষণ করে। এ অর্থটি মূলতঃ বিক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করার জন্য এল সি খোলা হয় সে ক্ষেত্রে এল সি খোলার প্রাক্কালে গৃহীত অর্থ বিক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম (Advance against sale) দফায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

নোট-৬

মোট ব্যবসায়িক মুনাফা (Gross trading profit)

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে। ব্যাংক তার নিজস্ব পুঁজি ও আরিয়ার ভিত্তিতে গৃহীত (চলতি হিসাব) পুঁজি ব্যবহার করে যে ক্রয়-বিক্রয় করে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় হিসাব হতে প্রাপ্ত মুনাফাকে মোট ব্যবসায়িক মুনাফা হিসেবে লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা যেতে পারে। পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নোট-৭

মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজি ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় হতে যে মুনাফা হয় এবং স্থায়ী সম্পদ হতে যে ভাড়া আয় পাওয়া যায় তা হতে পুঁজিদাতার অংশ বাদ দিয়ে লাভ-লোকসান হিসেবে 'মুদারাবা হতে মুনাফা (Profit from Mudaraba)' দফায় দেখানো যেতে পারে। বিস্তারিত মুদারাবা ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে আলোচনা করা হবে।

নোট-৮

ব্যাংক তার নিজস্ব পুঁজি ও আরিয়ার ভিত্তিতে প্রাপ্ত পুঁজি দ্বারা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে লিজ দিয়ে যে ভাড়া পায় তা ভাড়া আয় (Rental Income) হিসেবে লাভ-লোকসান হিসাবে দেখানো যায়। অপরদিকে মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজি দ্বারা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হলে উক্ত সম্পদ হতে প্রাপ্ত ভাড়া মুদারাবা চুক্তি অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ হবে এবং পুঁজিদাতার অংশ সরাসরি মুদারাবা হিসাবে স্থানান্তর করা হবে। লিজ একাউন্ট এর মাধ্যমে ভাড়ার হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

নোট-৯

যেহেতু ইসলামী ব্যাংক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করে সেহেতু একে লাভ-লোকসান হিসাবের পাশাপাশি আর্থিক বিবরণীতে (Financial statement) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Trading Account) সংযুক্ত করতে হবে। যে ক্ষেত্রে ব্যাংক মুদারাবা পুঁজিকে পৃথক রাখে সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজস্ব পুঁজি ও আরিয়া হিসেবে চলতি

www.pathagar.com

হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত পুঁজি দ্বারা যে ক্রয়-বিক্রয় করবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি ক্রয়-বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করবে। ফান্ড এর পৃথক ব্যবহার সহজতর করার জন্য কতিপয় শাখা অথবা কতিপয় গ্রাহককে কেবলমাত্র ব্যাংকের নিজস্ব ফান্ড ও আরিয়া ফান্ড দ্বারা ব্যবসা করার জন্য পৃথক করে নিতে হবে। এই ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে কেবলমাত্র ঐ সকল শাখার সকল ক্রয়-বিক্রয় বা ঐ সকল গ্রাহকের নিকট কৃত ক্রয়-বিক্রয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রচলিত নিয়ম মোতাবেকই ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে সকল আয়-ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ হিসাবে যে উদ্বৃত্ত থাকে তা মোট মুনাফা এবং এককভাবে ব্যাংকের অংশ। সুতরাং এ মুনাফাকে সরাসরি লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

নোট-১০

মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজিকে পৃথকভাবে ব্যবহার করলে এর জন্য একটি মুদারাবা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (Mudaraba Trading Account) আর্থিক বিবরণীর (Financial Statement) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুদারাবার ফান্ডের পৃথক ব্যবহার সহজসাধ্য করার স্বার্থে নির্দিষ্ট শাখা বা নির্ধারিত গ্রাহককে পৃথক করে নেয়া যেতে পারে। ঐ সকল শাখা কর্তৃক যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় বা ঐ সকল গ্রাহকের কাছে যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় প্রত্যক্ষ ব্যয় এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কিন্তু মুদারিবের অন্য ব্যবসার ব্যয় অর্থাৎ তার ব্যবসার অন্যান্য ব্যয় এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যেমন ঃ

ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন ঃ "মুদারিব যখন মুনাফা অর্জন করবে তখন পুঁজিদাতা ঐ মাল নিয়ে নিবে, যা মুদারিব পুঁজি থেকে খরচ করেছে। আর যদি (নিজের প্রয়োজনে খরচ করার পর) মুরাবাহার (নির্ধারিত মুনাফার) ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রয় করে তাহলে ঐ পণ্যের পিছনে পরিবহন ও অন্যান্য খাতে যে ব্যয় করেছে সেটা ধরবে। কিন্তু নিজের উপর যা খরচ করেছে সেটা হিসাবে ধরা হবে না।" – আল-হিদায়া

অতএব, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রত্যক্ষ ব্যয় হিসাবভুক্ত করে এ হিসাব হতে মুদারাবা ট্রেডিং মুনাফা পাওয়া যাবে। মুদারিব ও পুঁজিদাতার সাথে পুঁজি অর্পণকালে যে হারে মুনাফা বণ্টনের চুক্তি হয়েছিল উক্ত মুনাফা সে হারে বণ্টিত হবে। ব্যাংকের অংশ লাভ-লোকসান হিসাবে এবং পুঁজিদাতার অংশ মুদারাবা হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

নোট-১১

জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রে মুদারাবার ভিত্তিতে গৃহীত পুঁজি এবং ব্যাংকের নিজস্ব পুঁজি ও আরিয়াকে পৃথকভাবে ব্যবহার করা হয় না বা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে একই ট্রেডিং একাউন্টের মাধ্যমে ট্রেডিং মুনাফা বা গ্রোস প্রফিট বের

www.pathagar.com

করা হবে এবং উক্ত হিসাবটি আর্থিক বিবরণীতে (Financial statement) এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ হিসাবের মাধ্যমে যে মোট লাভ বা ট্রেডিং প্রফিট পাওয়া যাবে তা প্রথমে ব্যাংকের ফান্ড ও মুদারাবার ফান্ডের অনুপাতে দুটি অংশে ভাগ করতে হবে। আবার মুদারাবার পুঁজির অনুপাতে যে মুনাফা আসবে তাকে পুনরায় মুদারিব ও পুঁজিদাতার মধ্যকার পূর্ব চুক্তি মোতাবেক মুনাফা বন্টনের হারে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর মুদারাবার মুনাফা হতে পুজিঁদাতাগন পূর্ব নির্ধারিত হারে যে মুনাফা পাবে তা মুদারাবা হিসাবে স্থানান্তর করা হবে আর ব্যাংকের ফান্ড অনুপাতে প্রাপ্ত মুনাফার প্রথম অংশ এবং মুদারাবার পুঁজি অনুপাতে যে মুনাফা এসেছে তার মধ্য হতে মুদারিবের অংশকে একসাথে ব্যাংকের লাভ-লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

www.pathagar.com

হিসাব বহি

আমরা এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণীর সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধানের কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছি। হিসাব বিবরণীতে যেমন কতিপয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তেমনি যে সকল হিসাব বহির ভিত্তিতে এ সকল হিসাব বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় সে হিসাব বহিগুলোর মধ্যেও এমন কতিপয় ত্রুটি রয়েছে যার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং Concept এর সাথে ঐ সকল হিসাব বহিসমূহকে মিলানো ভার। ডিপোজিটসমূহ যে নমুনার বহিতে রাখা হয় তার সাথে ইসলামী ব্যাংকিং Concept এর কোন বিরোধ না থাকলেও বিনিয়োগ হিসাব সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হিসাব বহির নমুনা ইসলামী ব্যাংকিং Concept এর সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সম্ভবতঃ ঐ সকল হিসাব বহিসমূহও অনেকটা সুদী ব্যাংকের হিসাব বহির অনুকরণে প্রস্তুত হয়েছে, যার কারণে এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এখনও বিদ্যমান। ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে বর্তমানে প্রচলিত হিসাব বহিসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণা (Concept) ও বিশ্বাস মতে উক্ত বহিসমূহ কিরূপ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি তা ইসলামী ব্যাংকিং এর বিশেষজ্ঞগণের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি। আমরা মনে করি এ বিষয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং এর সব ধরনের বিনিয়োগের জন্য যে ধরনের বহি সংরক্ষণ করা হয় তার ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- HPSM বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকের অনুরূপ মূল ঋণের স্থলে লিখা হয় প্রিন্সিপাল এবং সুদের পরিবর্তে লিখা হয় প্রফিট বা মুনাফা। ইসলামী ব্যাংকিং এর বিশ্বাস মতে ব্যাংক সম্পদের মালিক এবং মালিক হিসেবে ভাড়া পেয়ে থাকে। অথচ এ হিসেবে সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত কোন ধারণা পাওয়া যায় না বরং কত টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত টাকার উপর শতকরা হারে কি পরিমাণ ধার্যযোগ্য হয়েছে ও কি পরিমাণ আদায় হয়েছে তার তথ্য পাওয়া যায়।

- বাই মুয়াজ্জাল/বাই মুরাবাহা/এম পি আই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহীতা একজন ক্রেতা ও দেনাদার হিসেবে বিবেচ্য। মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু ক্রেতা অপর কারো দক্ষতা, অভিজ্ঞতার ও অন্যান্য কারণে কোন পণ্য ক্রয় করে দেয়ার জন্য নির্ধারিত মুনাফার বিনিময়ে নিয়োগ করে সেহেতু বিক্রেতা কি পরিমাণ টাকা দ্বারা উক্ত পণ্য খরিদ করলো এবং নির্ধারিত মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করল কিনা তা জানার অধিকার আছে। সেজন্য পণ্যমূল্য ও মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে পৃথকভাবে জানাতে হয়। কিন্তু বিক্রয়ের পর বাই মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা, এম পি আই সকল ক্ষেত্রেই ক্রেতা বা দেনাদার মোট পণ্য মূল্যের জন্য বিক্রেতার নিকট দায়বদ্ধ হয়। তখন আর মুনাফা ও মূল টাকা পৃথক করে দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক প্রিন্সিপাল, প্রফিট ও

www.pathagar.com

অন্যান্য চার্জ শিরোনামে প্রদর্শন করা হলে ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পরিবর্তে সুদী ব্যাংকের মত মূল ঋণ, সুদ ও অন্যান্য চার্জ এর বিষয়টির চিত্রই প্রতিফলিত হয়।

- বাই সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংক যে পণ্য ক্রয় করে তা তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করার পূর্বে কোন মুনাফা হয় না, পণ্য প্রাপ্তির সাথে সাথেই বাই সালামের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণকারী তথা গ্রহীতার সাথে ব্যাংকের লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাপ্ত পণ্য ব্যাংকের মজুদ মালে ক্রয় মূল্যে প্রদর্শিত হয়। আর বিক্রয় করা হলে তার বিক্রয় হতে লাভ অর্জিত হয়। তা নগদে বিক্রয় করা হলে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব বা ট্রেডিং হিসাবে মুনাফা প্রদর্শিত হবে আর বাকীতে বিক্রয় হলেও ক্রয়-বিক্রয় হিসাব/ট্রেডিং হিসাব এ মুনাফা প্রদর্শিত হবে আর দেনাদারের হিসাবে মোট বিক্রয় মূল্য যার মধ্যে মুনাফাও রয়েছে প্রদর্শিত হবে। সুতরাং বাই সালাম পদ্ধতিতে অগ্রীম গ্রহণকারী/বিক্রেতার হিসাবে মুনাফা প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য নিম্নরূপ হিসাব বহি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

- HPSM বিনিয়োগের ক্ষেত্রে Investment (HPSM) শিরোনামের পরিবর্তে (i) Fixed Assets (for lease) A/c (ii) Rent A/c (iii) Lessee A/c শিরোনামে Control ledger এবং Subsidiary Ledger রাখতে হবে। প্রথমটি উক্ত সম্পদটির জন্য এবং দ্বিতীয়টি প্রাপ্য ও প্রাপ্ত ভাড়ার হিসাব রাখার জন্য এবং তৃতীয়টি ক্রেতা ও ভাড়া গ্রহীতা অর্থাৎ গ্রাহকের নামে। সম্পদের হিসাব বহিতে উক্ত সম্পদটির হিসাব রাখতে হবে, এতে উক্ত সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানা প্রদর্শিত হবে। ভাড়ার হিসাবটি উক্ত সম্পদ ভাড়া দেয়ার মাধ্যমে অর্জিত আয়ের ধারণাটি প্রকাশ করবে এবং গ্রহীতার নামের হিসাবটি তার নিকট সম্পদ ভাড়া দেয়া, ভাড়া প্রাপ্তি এবং সম্পদ বিক্রয়ের বিষয়টি প্রতিফলিত হবে।

সম্পদ ক্রয়কালে Fixed Assets (for lease) হিসাবটি ডেবিট এবং সম্পদের নাম্বার অনুসারে উক্ত সম্পদের Subsidiary Ledger ডেবিট এবং Cash /PO হিসাব ক্রেডিট করতে হবে।

মাস শেষে যখন ভাড়া প্রাপ্য হবে এবং সম্পদের মূল্যের প্রথম কিস্তি প্রাপ্য হবে তখন Fixed Assets (for lease) এবং Rent হিসাব ক্রেডিট করা হবে। পরবর্তীতে Rent হিসাব ডেবিট করে Profit and Loss A/c এ Income হিসাবে দেখানো হবে। খবধংব থেকে প্রাপ্য ভাড়া ও সম্পদের বিক্রয় মূল্য আদায় হওয়ার পর Lessee A/c ক্রেডিট করে Cash ডেবিট করা হবে।

- বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূল বিতরণকৃত অর্থ দ্বারা যেহেতু পণ্য ক্রয় করা হয়েছে সেহেতু তা ক্রয় হিসাবে প্রদর্শন এবং পরবর্তীতে উক্ত ক্রয়কৃত পণ্যের সাথে মুনাফা যোগ করে যে মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে তা বিক্রয় হিসাবে দেখালে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় প্রদর্শিত হয়। পণ্যটি বাকীতে বিক্রয় করা হলে গ্রহীতাকে

www.pathagar.com

একজন দেনাদার হিসেবে প্রদর্শন করা হলে এবং পণ্য বিক্রয়ে তার নিকট পাওনার কারণ হিসেবে প্রদর্শন করা হলে তার নিকট বিক্রয় করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। নগদ অর্থ বিতরণের ধারণা প্রদর্শিত হয় না। এর জন্য ক্রয়কালে Purchase A/c ডেবিট করে Cash/PO ক্রেডিট করতে হবে এবং বিক্রয়কালে Sale A/c ক্রেডিট করে Accounts Receivable A/C ডেবিট এবং Subsidiary ledger এ ক্রেতার নামে ডেবিট করতে হবে।

- বাই সালাম পদ্ধতিতে যে অর্থ বিতরণ করা হয়েছে তা গ্রহীতার হিসেবে পণ্য ক্রয়ের বিপরীতে অগ্রীম হিসাবে প্রদর্শন করা হলে এবং তার নিকট থেকে প্রাপ্ত পণ্য দ্বারা ঐ প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় করা হলে এটি একটি অগ্রীম মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ক্রয় হিসেবে দেখা যাবে। ঋণ ও সুদের ধারণা আসবে না।

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্ত করন ও প্রদর্শনের স্বার্থে হিসাব বহির পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনার দাবীদার।

www.pathagar.com

সুদভিত্তিক ব্যাংক এর ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর

আজকাল সুদভিত্তিক ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার খোলা ছাড়াও সুদভিত্তিক ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তনের প্রবণতা শুরু হয়েছে। আর তাই সুদী ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তনের সুবিধা-অসুবিধা এবং তার প্রক্রিয়া আলোচনায় আসা দরকার।

এটা সন্দেহাতীত সত্য সুদী ব্যাংকসমূহকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের বিকল্প নেই। কেননা সুদভিত্তিক লেনদেনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে ভয়াবহ জাহান্নাম। তারা আল্লাহর রাসূল সা. কর্তৃক অভিশপ্ত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত আল্লাহর প্রতিপক্ষ। আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. যুদ্ধের ঘোষণা। কিন্তু তারা এ রূপান্তর দ্বারা আল্লাহর রোষানল থেকে মুক্তি পাবে কিনা তা নির্ভর করে রূপান্তরের উদ্দেশ্য ও রূপান্তর পরবর্তী কার্যক্রমের উপর। যেমন ঃ হযরত আবূ বকর রা. ও হযরত ওমর রা. সহ অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স. এতটাই সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন যে, দুনিয়ায় থাকাবস্থায়ই তারা জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চিত খবর পেয়ে যান। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার স্থান জাহান্নামের নিম্নদেশে হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এর কারণ হল উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ও পরবর্তী কার্যক্রম।

হযরত ওমর রা. জেনে-বুঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণোত্তর সময়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে জীবনের সকল কর্ম পরিকল্পনা স্থির করেছিলেন।

অপরদিকে হতভাগা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পার্থিব স্বার্থে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিল এবং পার্থিব স্বার্থকে সামনে রেখেই তার সকল কর্ম পরিকল্পনা স্থির করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি তার কাছে বিচার্য বিষয় ছিল না। ফলে তার পরবর্তী কার্যক্রমগুলো ছিল ইসলাম বহির্ভূত।
উদ্দেশ্যগত পার্থক্যজনিত কারণে যে বিষয়টি ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় তা ই আবার বড় ধরনের পাপ হিসেবে গণ্য হতে পারে। যেমন মসজিদ নির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি নেকীর কাজ। আবার উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে বিপরীতও হতে পারে। রাসূল আকরাম সা. এর জীবদ্দশায় মুনাফিকদের দ্বারা একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল যা ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঐ ঘরটি একটি মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও তার নির্মাণ ও ব্যবহারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে রাসূল আকরাম সা. ঐ

www.pathagar.com

মসজিদটি ধ্বংস করে ফেলেন। ঐ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কালামে হাকীমে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আরো কিছু লোক আছে, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে, কুফরী করার জন্য, মুমিনদের বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং এমন এক ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাবার উদ্দেশ্যে যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা অবশ্যি কসম খেয়ে বলবে, ভালো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষী তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদে দাঁড়ানোই তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।"

- আল-কুরআন; ৯ ঃ ১০৭-১০৮

আবু আমের নামে একজন তথাকথিত ঈসায়ী রাহেব (সাধু) ছিল, যে ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপতৎপরতা আর ষড়যন্ত্রের হোতা। মুসলিম নামধারী মুনাফিক ও আবু আমের ঐক্যমত হলো তারা মদীনায় একটি পৃথক মসজিদ নির্মাণ করবে যার উদ্দেশ্য হবে নিজেদেরকে সাধারণ ও প্রকৃত মুসলমানদের থেকে পৃথক করে নেয়া এবং ইসলামের ছদ্মাবরণে থেকে নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সহজে ঐ সকল ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা। আর এ কাজে এ মসজিদ হবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়। মসজিদে কুবা এবং মসজিদে নববী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আরও একটি মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে তারা রাসূল সা. এর অনুমোদন লাভের জন্য রাসূল সা.কে জানালো বৃষ্টি-বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে যারা মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থান করে সে সকল বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের পক্ষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর বা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং মুসল্লিদের সুবিধার্থে তারা একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে চায়।

মুনাফিকরা মসজিদ নির্মাণের একটি সৎ উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে মসজিদে দ্বিরার নির্মাণ সমাপণ শেষে উক্ত মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য রাসূল সা. কে নামায পড়ানোর আমন্ত্রণ জানান।

ঐ সময়ে রাসূল আকরাম সা. তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি মুনাফিকদের এ মসজিদের উদ্বোধন না করে তাবুক যুদ্ধের অভিযানে চলে যান এবং যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে উল্লেখিত আয়াত নাযিলের পর কিছু সাহাবায়ে কেরামকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা রাসূল আকরাম সা. মদীনায় পৌঁছার আগেই মসজিদে দ্বিরার ভেঙ্গে ধুলিস্মাৎ করে দেয়।

অতএব সুদী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের উদ্দেশ্য ও কার্যধারার উপর ভিত্তি করে তার ফলাফল আসবে। যদি ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সফলতা অবলোকন করে নেহায়েত ব্যবসায়িক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয় তবে তার দ্বারা কিছু আর্থিক বা কারবারের সুবিধা হলেও দ্বীনি কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ইসলামী নিয়ম-নীতির সুচারু পরিপালন সম্ভব হবে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং এর নামে অনেক গ্রাহক প্রকারান্তরে সুদী লেনদেনের সাথে জড়িয়ে যাবে। ইসলামী স্পিড, আপোষহীন ঈমানী চেতনা সুদ মম্বন্ধে শরয়ী জ্ঞান ও নিখদ চর্চার মানসিকতা না থাকলে ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। নেহায়েত আর্থিক সুবিধার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং এ এসে এ ত্যাগ ও অসুবিধা গ্রহণ করে নেয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃতই যদি কোন সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসতে চায় তবে তাকে কতিপয় কঠিন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অনেক বড় আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সুদী ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ নিতে হবে –

- দেশে প্রচলিত আইনের আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করা।
- সুদী ব্যাংকে চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, মেয়াদী হিসাব ও বিভিন্ন স্কিমের আওতায় জমা রাখা হয়। চলতি হিসাব ব্যতীত জমাকারীগণ সুদ প্রাপ্তির বিনিময়ে ব্যাংকের কাছে টাকা জমা রাখে। তারা টাকার কম নিতে প্রস্তুত নয় বা ব্যাংকের কোন লোকসানও বহন করতে রাজি নয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চলতি হিসাবে যারা টাকা রাখে তারা ব্যাংককে ধার প্রদান করে। অপরদিকে সঞ্চয়ী হিসাব বা মেয়াদী হিসাবে যারা টাকা রাখে তারা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। ব্যাংক ব্যবসা করে মুনাফা পেলে পুঁজির মালিকরা যেমন তার অংশ পায় তেমন উক্ত পুঁজি খাটিয়ে যে লোকসান হবে তার সবটাই পুঁজির মালিক তথা জমাকারীকে বহন করতে হয়। সুতরাং সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের জমাকারীদের ইচ্ছার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে। আর মুদারাবা শুরু হয় একটি চুক্তির মাধ্যমে। অতএব কোন সুদী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের সাথে সাথে জমাকারীদেরকে সুদী ব্যাংকিং রহিত হওয়ার সংবাদ জানাবে এবং তাদের হিসাবে সুদ দেয়া বন্ধ করে দেবে। আর তাদেরকে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংকে টাকা বিনিয়োগ করাতে বলবে, চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা ধার দেয়ার বা টাকা উঠিয়ে নেয়ার আহ্বান জানাবে। যে সকল জমাকারী মুদারাবার নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তারা পূর্ববর্তী সুদী হিসাব বন্ধ করে মুদারাবার নীতির ভিত্তিতে নতুন চুক্তি করে ব্যাংকে টাকা বিনিয়োগ করবে। যারা নতুন করে চুক্তিভুক্ত হয়ে বিনিয়োগ করবে না তাদের হিসাবে পূর্বের ন্যায় কোন সুদ/মুনাফার অংশ/লোকসান দেয়া হবে না।
- ব্যাংক যাদেরকে ইতিপূর্বে ঋণ দিয়েছিল সেই ঋণ আবার কনভার্ট করে কোন নিয়মে ফেলে তা থেকে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। ব্যাংককে ঐ মুহূর্তে সকলকে নোটিশ দিতে হবে ঋণ গ্রহীতারা যেন সুদের টাকা

www.pathagar.com

ব্যতিরেকে কেবলমাত্র মূল টাকা অনতিবিলম্বে ব্যাংকে প্রত্যার্পণ করে। তাদের কাছ থেকে কোন অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে ব্যাংক ইতিমধ্যে গ্রাহককে যে টাকা দিয়েছে তা সুস্পষ্ট ঋণ, তা গ্রাহকের কাছে রেখে তাকে শরীয়া মোতাবেক কোন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কেননা, এখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না, মুদারাবা বা মুশারাকাও হবে না। যেমন ঃ ইমাম কুদূরীর মতে, "যদি বলে যে, তোমার জিম্মায় আমার যে পাওনা ঋণ রয়েছে সেটাকে পুঁজি বানিয়ে ব্যবসা কর তাহলে মুদারাবা চুক্তি বৈধ হবে না।"

- আল-হিদায়া

অতএব ব্যাংককে সুদ বাদ দিয়ে মূল পুঁজি আদায় করতে হবে।

- ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ আদায়করণপূর্বক উক্ত অর্থ দ্বারা শরীয়া অনুযায়ী ব্যবসা করবে, মুদারাবা বা মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে বা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে ভাড়ায় খাটাতে পারে। এ সকল কার্যাদী ছাড়াও অন্যান্য হালাল সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমেও উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং এর শরীয়ার নীতিমালা খুব যত্নশীলতার সাথে পরিপালন করতে হবে। শরীয়ার পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানসহ ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। আমরা এ পুস্তকে যে সকল প্রস্তাবনা ইতিমধ্যে পেশ করেছি সেগুলোসহ ইসলামী ব্যাংকিং এর শরীয়ার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সামনে রেখে সতর্কতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে ইসলামী ব্যাংকিং করা অসম্ভব হবে না।

- যথাযথ পদ্ধতিতে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামের দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসতে হবে। ব্যাংকটি দীর্ঘ দিন সুদভিত্তিক লেনদেনের সাথে জড়িত থাকার কারণে এর রিজার্ভের মধ্যে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে রিজার্ভ এর সবটাই হয়তো সুদ হতে সৃষ্টি হয়েছে। সুদের মাধ্যমে যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে হারাম। যখন হারাম সম্পদের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন উক্ত সম্পদ তার মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হয়। যে ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের মালিককে পাওয়া সম্ভব হয় না তখন কোনরূপ সওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। আইনগত প্রক্রিয়ার কারণে হয়তো তা প্রথম বছরই সম্ভব হবে না। যে ক্ষেত্রে রিজার্ভের পরিমাণ হালাল উৎস হতে পূরণ করে হারাম অংশ অপসারণ সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে উক্ত হারাম অংশকে কোনরূপ ব্যবসায় ব্যবহার না করে অলস রেখে দিতে হবে এবং প্রতিবছর মুনাফা হতে রিজার্ভ সৃষ্টি করে হারাম অংশ ক্রমান্বয়ে অপসারণ করে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে।

- যদি ব্যাংকারগণ পূর্ণ হালালভাবে ব্যবসা করার মত যথেষ্ট জ্ঞানবান হন তবে শরীয়ার দিক থেকে শরীয়া কাউন্সিল গঠন বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতা, প্রথা এবং বাস্তবে ব্যাংকারগণ শরীয়ার বিষয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি

www.pathagar.com

অর্জন না করায় একটি শরীয়া কাউন্সিল থাকা অপরিহার্য। শরীয়া কাউন্সিল এমন সব ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠন করতে হবে যারা শরীয়ার বিষয়ে যেমন পারদর্শী তেমনি আধুনিক ব্যাংকিং সম্পর্কেও ভাল ধারণা রাখেন। সব থেকে বেশী যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার প্রবণতা, পূর্ণ সততা, খোদাভীতি বা তাকওয়া, শরীয়ার বিষয়ে আপোষহীনতা, দক্ষতা কত বেশী আছে। জনসাধারণকে প্রদর্শনের লক্ষ্যে একটি শরীয়া কাউন্সিল গঠন করে মিটিং করিয়ে পেপার-পত্রিকায় প্রচার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যাংকের আয়কে প্রকৃতপক্ষে হালাল করার জন্য তাদেরকে কাজ করতে দিতে হবে এবং তাদের সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বলিষ্ঠ মনোভাব থাকতে হবে।

যতক্ষণ এ সকল বিষয়গুলো পালন করার মনোভাব সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ রূপান্তর না করাই উচিত বলে আমি মনে করি। কেননা এরূপ রূপান্তরের কারণে অনেকেই প্রতারিত হবে। ইসলামী ব্যাংকিং এর সুবিধা পাওয়ার জন্য যাবে, অথচ সুদের সাথে জড়িয়ে পড়বে। আর উদ্যোক্তাগণও প্রতারকদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে অথচ সুদের লেনদেনের অপরাধ হতে মুক্তি পাবে না। ফলে পূর্বের ন্যায় সুদের লেনদেনের জন্য যে শাস্তি হত তার সাথে প্রতারণার জন্য আরও একটি শাস্তি যোগ হবে। সুতরাং যদি ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় আসতে চান, এটা অতিশয় সৎ উদ্যোগ। কিন্তু পূর্ণ অনুসরণের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা নিয়ে আসুন। এই ত্যাগ স্বীকার সম্ভব না হলে স্বীয় অবস্থায় বর্তমান থাকলে অন্ততঃ অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং প্রতারণার কারণে আপনাদের আমলনামায় আরেকটি অপরাধ যুক্ত হবে না।

মূলকথা

ইসলামী ব্যাংকিং এর বিষয়ে বাংলা ভাষায় এ যাবত বহু পুস্তিকা রচিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং এর পদ্ধতি ও গুণাগুণ আলোচনার জন্য নতুন করে পুস্তক রচনা করা জরুরী ছিল বলে আমি মনে করে এ পুস্তক রচনা করিনি। যেটা বর্তমানে ভাবার বিষয় তা হল আমরা ইসলামী ব্যাংকিং এর ঘোষণা দিয়ে যে ব্যাংকিং করছি তা প্রকৃতার্থে ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে কি না? সুদী ব্যাংক পপিচালনা করলে আল্লাহর যে ক্ষোভে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এর দ্বারা আমরা সেই ক্ষোভ হতে পরিত্রাণ পাব কি না ? না, এ ব্যাংকের দ্বারাও আমরা সুদের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছি ? অধিকন্তু ইসলামী নাম ধারণ করে সুদী লেনদেন অব্যাহত রাখার দায়ে আরও বড় অপরাধী হিসেবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে ? আর এ সকল অবস্থায় আমাদের করনীয়ই বা কি ?

কোন একটি ইসলামী ব্যাংকও যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিষয়ে আন্তরিক নয় বা চেষ্টা করছে না অথবা চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকিং করতে পারছে না বিষয়টা এমন নয়। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে দেশের কোন কোন ইসলামী ব্যাংক জোড়ে শোড়ে ইসলামী শরীয়া পরিপালনের ঘোষণা দিলেও বাস্তবত

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের চৌকাঠও স্পর্শ করছে না। নগদ টাকার লেনদেন করছে অর্থাৎ প্রকারান্তরে নগদ ঋণ দিচ্ছে এবং তার উপর মুনাফা নামে অতিরিক্ত নিচ্ছে, অপরদিকে শরীয়ার পরিপালনের নামে কতিপয় ফরম পূরণ ও স্বাক্ষর করে ফাইলে সংরক্ষণ করছে। বাস্তবে যা হচ্ছে না, তা হচ্ছে বলে প্রমাণের জন্য কাগজ-পত্র তৈরী করে ফাইলে রাখা এক ধরনের জালিয়াতি। এর দ্বারা সুদের ক্ষতি হতে বাঁচা সম্ভব নয় বরং জালিয়াতির কারণে আরও একটি অপরাধ হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন আসে আমরা ইসলামী ব্যাংকিং করার ঘোষণা কেন দিচ্ছি ? তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তথা পরকালীন মুক্তির জন্য? না লোক দেখানোর মাধ্যমে কিছু পার্থিব/ব্যবসায়িক ফায়দা অর্জনের জন্য?

আমাদের এ ঘোষণা ও কাগজী আনুষ্ঠানিকতা যদি হয় লোক দেখানোর জন্য তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ পাক সূরা মাউনে বলেছেন ঃ

"সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতী করে, যারা লোক দেখানো কাজ করে।"

এ বৈশিষ্ট্যটি হলো মুনাফিকদের। আর মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের সব থেকে নীচে।

পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতার্থেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুদী ব্যবস্থা পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুসরণের ঘোষনা দিয়েছেন, যারা হালাল উপার্জন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিংকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের মনে রাখতে হবে লেনদেনের সব ক্ষেত্রে শরীয়ার পূর্ণ অনুসরণের কোন বিকল্প নেই, কোন দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। যে হারাম থেকে বাঁচার জন্য আমরা ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় এসেছি সেই হারামের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এমন কোন লেনদেন করার পক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করানো, কোন পরিস্থিতির বিবেচনা আসতে পারে না। যা হারাম তা হারামই। যা নাপাক তা নাপাকই থাকবে।

মনে রাখতে হবে পার্থিব জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সময়ের অবসানান্তে আমাদেরকে অচিরেই প্রবেশ করতে হবে অপেক্ষমান নিকট ভবিষ্যতের অনন্ত পরকালীন জীবনে। যেখানে আমাদেরকে অপূর্ব শান্তিময় চিরস্থায়ী জান্নাত দেয়া হবে অথবা নিক্ষিপ্ত করা হবে ভয়াবহ জাহান্নামে। জাহান্নাম হলো অপেক্ষারত এমন একটি ঘাঁটি যেখানে জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য রয়েছে অকল্পনীয় উত্তপ্ত আগুন, বিষধর সাপ, খাদ্য হিসেবে রয়েছে কাঁটাযুক্ত জাক্কুম নামের বিশেষ গাছ, পানীয় হিসেবে রয়েছে ক্ষত ঝরা পুঁজ আর টগবগ করা ফুটন্ত পানীয়। এছাড়াও শাস্তি বৃদ্ধির আরও বহু উপকরণ। জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ ও জান্নাত অর্জনের বিষয়টি একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নির্ভরশীল। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র ভিত্তি হলো প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর আদেশ পালন ও নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা।

এটা মনে করার কি কোন কারণ আছে যে, কোন ব্যক্তি যিনা অব্যাহত রেখে

www.pathagar.com

মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে ও জান্নাত লাভে সক্ষম হবে?

তাহলে যে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াকে মায়ের সাথে যিনা করা অপেক্ষাও অধিক পাপকর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ যে সুদের লেনদেনকারীদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সুদের লেনদেন অব্যাহত রেখে আমরা কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভের আশা করতে পারি।

যদি ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য হত লোক দেখানো তবে হয়ত বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করিয়ে মানুষকে বিশ্বাস করানো যেত লেনদেন হচ্ছে নিখাঁদ হালাল। আল্লাহর কাছে কি কোন যুক্তি দাঁড় করানোর অবকাশ আছে ? তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে কি একটি মুহূর্তও অবস্থান করা সম্ভব ? যাকে আল্লাহ্ সুদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, কোন কৌশল অবলম্বন করে কি আমরা তাকে আল্লাহর সামনে সুদ ভিন্ন অন্য কিছু হিসেবে উপস্থাপন করতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব?

আমরা যে সকল লেনদেনকে ক্রয়-বিক্রয় বলি, প্রকৃতপক্ষে যদি তা ক্রয়-বিক্রয় না হয়ে নগদ অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে, যাকে আমরা স্থায়ী সম্পদের ভাড়া বলি তা যদি স্থায়ী সম্পদের ভাড়া না হয়ে গ্রহীতার সম্পদে নগদ অর্থ ঋণ দেয়ার কারণে আর্থিক চার্জ হয়ে থাকে, যাকে আমরা মুশারাকা বা মুদারাবা বলি তা যদি মুশারাকা বা মুদারাবার পরিবর্তে প্রদত্ত পুঁজির উপর পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত গ্রহণ হয়ে থাকে আমরা কি মহান আল্লাহর কাছে আমাদের ঘোষণাকৃত দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারব ?

কখনো নয়। যখন বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে তখন একচ্ছত্র অধিপতি হবেন মহান আল্লাহ। তার অনুমতি ছাড়া কথা বলার সামর্থও কারো থাকবে না। এবং যা কিছু বলা হবে সঠিক বলা হবে। সুতরাং দুনিয়াতে ব্যবসার নামে সুদভিত্তিক লেনদেন করে তাকে হালাল বলে সমাজের বাহবা কুড়ানো, মনের সান্ত্বনা অর্জন, ব্যবসায়িক সুফল ভোগ করা সম্ভব হলেও আল্লাহর কাছে কখনোই মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। তথাপিও আমরা দুটি কথার উপর জান্নাত আশা করি। তার একটি হলো দেশে যেহেতু ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই সেহেতু সুদ মুক্ত অর্থনীতি সম্ভব নয়। আর তাই এই অপরাধ ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। যেহেতু আমরা ঈমান এনেছি, সেহেতু আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। এ কথাগুলো বেশ সুন্দর শোনায় এবং বেশ বিনয়ীও। কিন্তু এর দ্বারা কি প্রকৃতই মুক্তির আশা করা যায় ?

রাসূল সা. এর মক্কী জীবনেতো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখন কি ইসলাম গ্রহণকারী কোন মুসলমান নিজের জন্য যিনায় প্রবৃত্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, মুর্তিপূঁজায় অংশ নেয়া, অশ্লীলতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন ? কখ্খনো নয়। তাহলে যে হারাম কাজটা আমাদেরকে করতে কেউ বাধ্য করছে না সে হারাম কাজটাকে আমরা কোন কারণে এ অজুহাতে বৈধ করে নিচ্ছি যে, দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই।

দ্বিতীয়তঃ এটা সন্দেহাতীত সত্য যে, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া ছাড়া কারো পক্ষেই

www.pathagar.com

জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অব্যাহতভাবে আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখে কি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় ?

আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য শর্ত হলো খালেছভাবে তওবা করা। আর কেবল ইস্তেগফার মুখে আওড়ানোর নামই তওবা নয়। এর জন্য শর্ত হল অনুতপ্ত হওয়া, পূর্ণরূপে ফিরে আসা এবং পরিপূর্ণ সংশোধন। একই গুনাহে অব্যাহতভাবে লিপ্ত থেকে কেবল ইস্তেগফার হাজারবার পড়লেও তা তওবা হিসেবে গণ্য হবে না। আর তওবা ব্যতীত মহাপাপের কোন ক্ষমা নেই। পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ

"অবশ্য যেসব লোক মূর্খতা বশতঃ খারাপ কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার খোদা তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" - সূরা নাহল (১৬) ঃ ১১৯

- "জেনে রাখ, তাদেরই তওবা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কাজ করে বসে এবং উহার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এই সব লোকের প্রতি আল্লাহ্ পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ, বুদ্ধিমান।

কিন্তু তাদের জন্য তওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্য কোন তওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এই সব লোকের জন্য আমার কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।" - সূরা নিসা (৪) ঃ ১৭-১৮

তওবা অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। গুনাহ করার পর তওবা করার অর্থ হলো বান্দা যে ভুল করেছিল তা সে বুঝতে পেরে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভুল কর্মপন্থা পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার দিকে ফিরে আসা। আল্লাহ্ পাকের সেই সকল বান্দাগণই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে অপরাধ করে এবং তার অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথেই তার জন্য অনুতপ্ত লজ্জিত ও সংশোধনের জন্য পেরেশান হয়ে পড়ে।

অতএব যে সকল ব্যক্তিগণ জেনে বুঝে ধারাবাহিকভাবে সুদের লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের পক্ষে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা কোনভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। আর তাই তারা জেনে বুঝেই জাহান্নামের দিকে এগুচ্ছে।

কুরআন পাকে জাহান্নামের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা জানার পর আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তথা সুদের লেনদেনে জড়িত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার অবকাশ কোথায় ? আমরা কি ভাবি কোন জিনিসের বিনিময়ে আমরা কতবড় বিপদ খরিদ করছি ? আমাদেরতো ফিরে আসার কোনই বিকল্প নেই।

অতএব যারা এ ব্যাংকসমূহের উদ্যোক্তা, মালিক পক্ষ, যারা নির্বাহী/কর্মকর্তা এবং

www.pathagar.com

যারা গ্রাহক সবাইকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও শক্তিশালী মনোবলসহ আল্লাহর আদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

যারা পরিচালনা পর্ষদে আছেন তারা সকল শেয়ার ধারকদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুস্পষ্ট ও কঠোরভাবে জানিয়ে দেবেন কোন অবস্থায়ই যেন সুদের অনুপ্রবেশ ঘটানো না হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নির্দেশ পরিপালনের মাত্রাটিও পরীক্ষা করে নিতে পারেন। যে কোন প্রকারের অবাধ্যতাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন, প্রয়োজনে অসৎ ব্যক্তিদেরকে বিতারিত করে ব্যাংকটিকে পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারেন। তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যোগটিই ব্যাংককে শরীয়ার পথে পরিচালিত করতে সব থেকে বেশী কার্যকর হতে পারে।

অতঃপর উদ্যোগ আসবে নির্বাহী/কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে। শরীয়ার পরিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের মানব সম্পদ তথা নির্বাহী/কর্মকর্তাদের ভূমিকাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বাস্তবে লেনদেনসমূহ নির্বাহী/কর্মকর্তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যখনই কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়া পরিপালনে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে তখনই তাদেরকে রাসূল সা. এর সেই হাদীসটির স্মরণ করতে হবে যেখানে রাসূল সা. সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী – সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী। একই সাথে কুরআন পাকের যে সকল আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সুদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছেন সে সকল আয়াতগুলোকে স্মরন করতে হবে। মনে করতে হবে একদিকে শরীয়া পরিপালন অন্যদিকে শরীয়া লঙ্ঘনের দায়ে জাহান্নাম। আর জাহান্নামের এ বাস্তব ভয়কে একীনে পরিণত করে সুদ আসতে পারে এ ধরনের লেনদেনের নোট ইনিশিয়েট করা, সুপারিশ করা, অনুমোদন করা এবং ভাউচার প্রস্তুত ও অনুমোদন করা হতে বিরত থাকতে হবে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে বিরত থাকার সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকতে হবে। এতে সাময়িক কিছু অসুবিধা, ভয়-ভীতির মুখোমুখী হওয়া লাগতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্তে দৃঢ় হলে অচিরেই তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। একটি শরীয়া ব্যাংকে শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে অনঢ় হলে আশা করা যায় অন্ততঃ এ প্রেক্ষাপটে চাকরি হারানোর হুমকি আসবে না। তবে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে অন্যান্য দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে করা হতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সর্বদাই সততা, দক্ষতা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তথাপিও যদি চাকরি চলে যাওয়ার হুমকি আসেই তবে কুরআন পাকের সূরা নিসার ৯৭তম আয়াতটি স্মরণ করতে হবে যেখানে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র জমিন কি প্রশস্ত ছিল না– তোমরা কি অন্যস্থানে হিজরত করে যেতে পারছিলে না ?"

আমাদের মনে রাখতে হবে কোন কারণে শরীয়া লঙ্ঘন করে লেনদেন না করার কারণে পারফরমেন্স এর অজুহাতে যদি কেউ সত্যই উর্ধ্বতন কোন ব্যক্তির রোষানলে পরেন এমনকি যদি চাকরিটাও চলে যায়, এর দ্বারা আল্লাহর পৃথিবীকে সে তার জন্য

www.pathagar.com

সঙ্কুচিত করে দিতে পারবে না। তার চেষ্টা ও শ্রমদান অব্যাহত থাকলে আল্লাহ্ কোথাও না কোথাও তার হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করবেনই। এরূপ সুদৃঢ় পদক্ষেপের কারণে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব হতে নিষ্কৃতি পেতে পারে। সুতরাং শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে সকল নির্বাহী/কর্মকর্তাদের অবশ্যই হতে হবে দৃঢ়পদ।

এ বিষয়ে ব্যাংকের গ্রাহকগণের ভূমিকাও কম নয়। যারা ডিপোজিট রাখবেন তারা কেবলমাত্র সাইনবোর্ডে ইসলামী শব্দের উপস্থিতি দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে ডিপোজিট রাখবেন না। তাদেরকে দেখতে হবে লেনদেনের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক শরীয়া পরিপালনে কতটুকু তৎপর। শরীয়ার বিষয়ে আপোষকামিতা পরিলক্ষিত হলে তাদেরকে কারণটি জানিয়ে ডিপোজিট প্রত্যাহার করতে হবে। একইভাবে যারা বিনিয়োগ গ্রহণ করছেন তারাও বিনিয়োগ গ্রহণকালে শরীয়া পরিপালনের বিষয়ে যত্নশীল হবেন। অন্যথায় যে অতিরিক্ত দেয়া হবে তা সুদ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর সুদের দাতা ও গ্রহীতার অপরাধ একেবারেই সমান। সুতরাং হালাল উপার্জনের জন্য ব্যাংকের শরীয়ার পরিপালনের বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া এবং তার ভিত্তিতে লেনদেন করা গ্রহীতাদেরও কর্তব্য। এর ব্যত্যয় হারাম উপার্জনের অনুপ্রবেশ ঘটাবে। যা পরকালের জন্য খুবই ঝুঁকিবহুল। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে সকলে আন্তরিক হলে এবং সিদ্ধান্তে অনড় হলে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কোন অসম্ভব বিষয় নয়।

আরয

আমার লিখনীতে যে ভুলগুলো রয়েছে তার সংশোধনের জন্য আপনার পর্যবেক্ষণ জানানোর আবেদন রাখার পাশাপাশি দোয়া চাচ্ছি মেহেরবান আল্লাহ্ যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেন এবং সে সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমাকে হেফাযত করেন যারা নসিহত করেন অথচ আমলটি নিজে করেন না। আমীন।

www.pathagar.com

Ahsan Publication
আহসান পাবলিকেশন

www.pathagar.com